Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/146 39

বিবেকানন্দ-বাণী

7/15A

LIBRARY
No. 7/15A
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

THE STUDENTS' LIBRARY · CALCUTTA · Estd. 1879.

শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/15A

বিবেকানন্দ-বাণী

শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী-সঙ্কলিত

তৃতীয় সংস্করণ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

THE STUDENTS' LIBRARY CALCUTTA Estd. 1879

Shri Shri ... Ashram

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী ৭৯, হ্যারিসন রোড

কলিকাতা

মূল্য পাচসিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী
জগদীশপুর (সাঁওতাল পরগণা)।
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ সাল

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
২। উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলিকাতা
৩। দক্ষিণেশ্বর, কালীবাড়ী

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১ ।	আত্মতত্ত্ব	১
২ ।	সগুণ-নির্গুণ	৮
৩ ।	সৃষ্টিতত্ত্ব	১১
৪ ।	গুরু	১৪
৫ ।	যোগতত্ত্ব	২১
৬ ।	ধ্যান-যোগ	৪১
৭ ।	মূর্ত্তিপূজা	৪৮
৮ ।	শ্রদ্ধা	৫১
৯ ।	উপাসনা	৫৫
১০ ।	আহার	৫৮
১১ ।	ত্যাগ	৬৫
১২ ।	কর্ম্ম	৬৯
১৩ ।	কর্ম্মফল	৭৬
১৪ ।	আসক্তি ও অনাসক্তি	৮০
১৫ ।	ভক্তিযোগ	৮৯
১৬ ।	প্রেম ও স্বার্থপরতা	১০৫
১৭ ।	সন্ন্যাসাশ্রম	১০৮
১৮ ।	সংসারাশ্রম	১১২
১৯ ।	বিবাহ	১২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পৃষ্ঠা

২০।	শাস্ত্র	১২৮
২১।	যুগধর্ম্ম	১৩৬
২২।	শিক্ষা (আন্তর্জাতিক)	১৪৩
২৩।	নারীশিক্ষা ও আদর্শ	১৪৮
২৪।	সমাজ ও জাতীয়তা	১৫৪
২৫।	কর্ত্তব্য	১৬৮
২৬।	জীবসেবা	১৭৪
২৭।	বিবিধ	১৮০
২৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ	১৮৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 715A
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতা, রচনা, পত্রাবলী এবং কথোপকথনাদিতে অধ্যাত্মবিদ্যা, সমাজ এবং দেশ ও জীবসেবা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে এই সকল বিষয় বিস্তারিত-ভাবে নিবদ্ধ আছে।

স্বামীজীর অমরবাণীসমূহ বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়া একত্র সন্নিবেশিত করিলে, সাধারণ পাঠকবর্গের সুবিধা হইবে, এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রধানতঃ উদ্বোধন কার্য্যালয়ের প্রকাশিত স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হইতে অংশসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

উদ্বোধন আফিস — স্বামী আত্মাবোধানন্দ।
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার	...	২॥০
২।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশামৃত	...	॥০
৩।	পরমহংসদেবের উক্তি	...	॥০
৪।	উপাসনা	...	।✓০
৫।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ		১॥০ (যন্ত্রস্থ)
৬।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা-কল্পতরু (যন্ত্রস্থ)		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

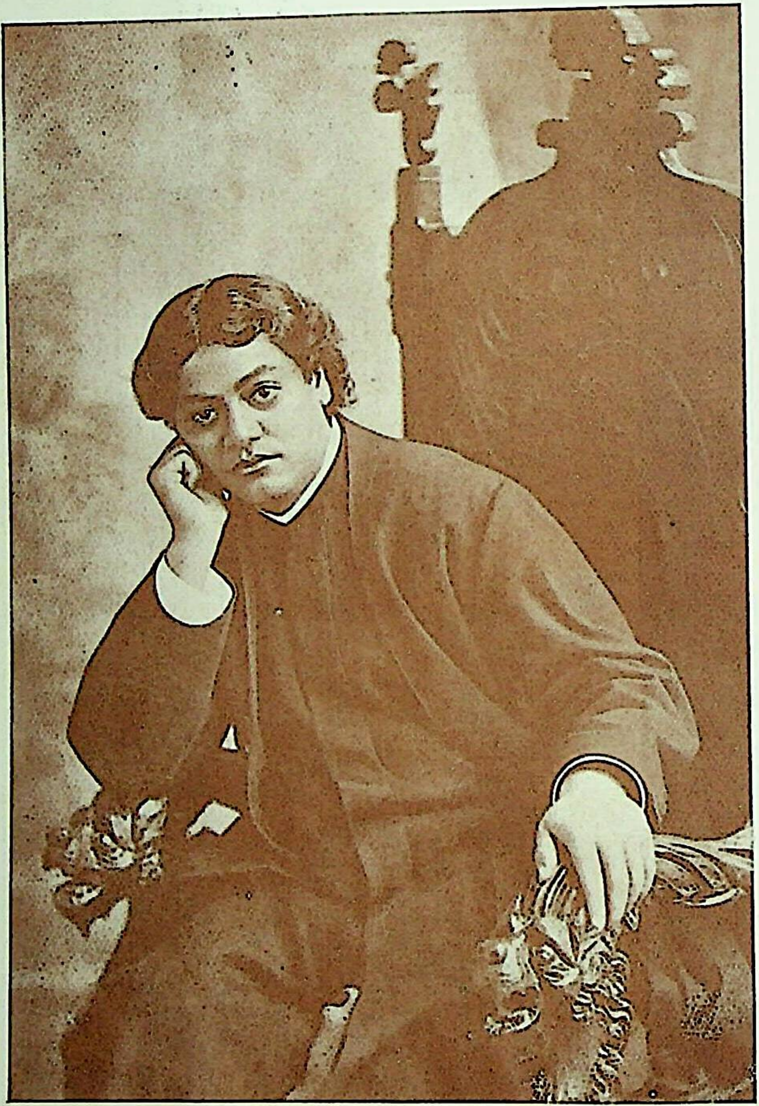

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2115A
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সন ১২৬৯ সাল ২০শে পৌষ, (ইং ১৮৬৩ ১২ই জানুয়ারী) কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, ভোর ৬।৪৯ মিনিটের সময় কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীর গৌর মোহন মুখার্জ্জী লেনে দত্তগৃহ শঙ্খরোলে ও আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে জানিল যে এক দেবকান্তি সুন্দর তেজস্বী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৺কাশীধামে বীরেশ্বর মহাদেবের আরাধনায় এই পুত্রসন্তান লাভ করিয়া জননী ভুবনেশ্বরীর হৃদয় অসীম আনন্দে পূর্ণ হইল। পিতা বিশ্বনাথ পুত্রের নাম রাখিলেন নরেন্দ্রনাথ। মাতা আদর করিয়া ডাকিতেন বীরেশ্বর। এই নরেন্দ্রনাথই জগৎপূজ্য আচার্য্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী পরম শ্রদ্ধাভরে ইঁহাকেই উল্লেখ করিয়া বলেন "স্বামিজী।"

নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ ছিলেন সন্ন্যাসী। একটি পুত্রসন্তান জন্মিবার কিছুদিন পরেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিশ্বনাথ ইংরাজী ও ফার্সি ভাষা শিখিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী হইলেন। তিনি ধীর, গম্ভীর, বিদ্যানুরাগী, বুদ্ধিমান্ ও সুরসিক ছিলেন। যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়াও তিনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। লোকের আপদ বিপদ ও দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিলেই তিনি সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। এইরূপ দানে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। গীতবাদ্যে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় গান বাজনা শিখিবার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবনেশ্বরী অসামান্যা বুদ্ধিমতী ও নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ভিখারীরা পথে পথে ভজন গান করিত, তিনি তাহা একবার মাত্র শুনিয়া সুরতানলয়ে মধুর কণ্ঠে গাহিতেন। ঘরে পরিজনদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হইত—তিনি সে সব শুনিয়া বিষয়গুলি এত সহজে আয়ত্ত করিয়া লইতেন যে কথোপকথনে বা আলাপ-আলোচনায় তাঁহাকে শিক্ষিতা মহিলা বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি এরূপ শ্রুতিধর ছিলেন যে একবারমাত্র শুনিয়া যে কোন বিষয় অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথে মাতা-পিতার গুণগুলি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাইত।

শৈশবেই নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। পাঁচ বৎসরের বালক শুনিয়া শুনিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ছয় বৎসর বয়সে রামায়ণের সমগ্র পালাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার অদ্ভুত শ্রুতি ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। বাল্যকালেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন মেধাবী, বুদ্ধিমান্, নির্ভীক, সাহসী ও বয়স্যপ্রিয়। আট বৎসর বয়সে মেটিয়াবুরুজ নবাব সাহেবের পশুশালা দেখিতে গিয়া তাঁহার দলের বালকদের সহিত ডিঙ্গী নৌকার মাঝি মাল্লাদের হাতাহাতির উপক্রম হয়। বালক নরেন্দ্রনাথ বেগতিক দেখিয়া সকলের অগোচরে নৌকা হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। পথে দুইজন ইংরাজ সৈন্য দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের অভিবাদন করিয়া হাত ধরিয়া তাহাদিগকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসিলেন। চাঁদপাল ঘাটের অপরাপর মাঝিরা তখন বালকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় দুইজন গোরা সৈন্য দেখিয়া পলাইয়া গেল। ইহা তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অদ্ভুত নিদর্শন। ১৮৭৫ খৃঃ যুবরাজের আগমনের সময় 'সিরাপিস' নামে একটি বৃটিশ রণতরী আসিয়াছিল। পারমিট্ লইয়া বহুলোক তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালক নরেন্দ্রনাথও উহা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। দলবল লইয়া তিনি দেখিলেন অফিসগৃহের ফটকে বেজায় ভীড়—প্রবেশ দুঃসাধ্য। দ্বারবান সম্ভ্রান্ত লোক না দেখিলে প্রবেশ করিতে দেয় না। নরেন্দ্রনাথ ভৃত্যদের যাতায়াতের জন্য একটি অপ্রশস্ত ঘুরান লোহার সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া কৌশলক্রমে অসীম সাহসে উহাতে উঠিলেন। ত্রিতলে আসিয়া ঘরে সাহেবের সম্মুখে দরখাস্ত পেশ করিয়া পারমিট্ লইয়া আসিয়া পুনরায় বন্ধুদের সহিত মিলিত হইলেন।

খেলাধুলা, ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা, অসিচালনা ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সমবয়স্কদলের সর্দ্দার। কেহই তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বলিষ্ঠ, সুদৃঢ়পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন অদ্ভুত তেজস্বী বালক। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও লাবণ্যমণ্ডিত। তাঁহার পা ছিল 'খড়ম পা'। হাতের আঙ্গুল ছিল সরু, লম্বা এবং অগ্রভাগ ছুঁচাল। তাঁহার মুখ ছিল গোল, 'পুরুষ্ট'—যাহাকে বলে 'শৈব মুখ'। ঠোঁট ছিল পাতলা। স্বামিজীর চোখ ছিল স্বমুখঠেলা, বড়, লম্বা এবং টানা। তিনি ইচ্ছা করিলে চোখের ভিতর হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় জ্যোতিঃ বাহির করিতে পারিতেন। তাঁহার নাসিকা ছিল ঈষৎ উন্নত—'সিঙ্গিনাক', হাত ছিল সুডৌল, সরু ও লম্বা; মস্তকের পিছন দিকটা ছিল চ্যাপ্টা, এবং সম্মুখ দিকটা ও মাঝখানটা বা ব্রহ্মতালু ছিল উচ্চ। সর্ব্বাঙ্গে যেন দিব্য দীপ্তি ও তেজ প্রকাশ পাইত। কি কথাবার্ত্তায়, কি অধ্যয়নে, কি বুদ্ধিমত্তায়, কি ব্যায়াম কৌশলে, কি মানসিক বলে, কি নৈতিক চরিত্রে এবং কি শারীরিক বলবীর্য্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বাল্যকাল হইতে এই গুণ সমষ্টির অধিকারী ছিলেন বলিয়াই উক্ত পল্লীর সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর ও কিশোর সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন দলপতি বা নেতা। এই নেতৃত্ব বিধাতার স্বহস্তের দান। নেতা হইয়াই তিনি জন্মিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈশবকালে যদি কোন কারণে নরেন্দ্রনাথের একবার ক্রোধ উপস্থিত হইত তবে আর রক্ষা ছিল না। বাড়ীর আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিনি একেবারে সব তছ্‌নছ্ করিয়া ফেলিতেন। মা ধমক দিয়া বলিতেন "বীরেশ্বর মহাদেবের মানত করে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, তা তিনি তাঁর একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মা যখন দেখিতেন যে নরেন্দ্র কিছুতেই শান্ত হইতেছে না তখন বীরেশ্বর মহাদেবের নাম স্মরণ করিয়া পুত্রের মাথায় দুই এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতেন। আশ্চর্য্য, এই চিকিৎসায় একেবারে শান্ত হইয়া যাইতেন।

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের পড়িবার রীতি ছিল অদ্ভুত। অতি অল্প আয়াসেই তাঁহার পাঠগুলি কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত হইয়া যাইত। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত হইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থগুলি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আবার এফ. এ. পরীক্ষার সময় তিনি ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থ পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বি. এ. পড়িবার সময়ও পাশ্চাত্যদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস এবং ইংরাজী দার্শনিক গ্রন্থগুলি তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলেন। এই প্রবল অধ্যয়ন-স্পৃহা থাকাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠে কতকটা উদাসীন ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত দ্রুত পাঠ করিবার শক্তি ছিল। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিবলে তিনি পুস্তকের প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া লইতেন। পরিণত বয়সে কোন পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ ছত্রগুলি পড়িয়াই তিনি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথের দ্রুত পাঠশক্তির সঙ্গে মিশিয়াছিল তাঁহার ক্ষুরধারতুল্য তীক্ষ্নবুদ্ধি, অপূর্ব্ব মেধা, গভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তাশীলতা এবং অসামান্য প্রতিভা। বহু গ্রন্থ পাঠ ও আয়ত্ত করিয়া তিনি বন্ধুদের সহিত আমোদ প্রমোদ ও নানাস্থানে বিচরণ করিবার প্রচুর সময় পাইতেন। এমন কি তাঁহাকে এই ভাবে সময় অতিবাহিত করিতে দেখিয়া লোকে মনে করিত তিনি পাঠে একেবারে উদাসীন।

একদিকে যেমন—তিনি সুদক্ষ অশ্বারোহী, সন্তরণপটু, সুকৌশলী ব্যায়মবীর, অপরদিকে তেমনি নানাশাস্ত্র ও কলাবিশারদ, সুপণ্ডিত, সুগায়ক, সুনিপুণ নানাবাদ্যযন্ত্রবিদ্ এবং হাস্যপরিহাসমুখর রঙ্গপ্রিয় রসিক ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন গম্ভীর, পবিত্রচেতা, অধ্যয়ননিরত ও ধ্যানপরায়ণ, অপরদিকে বন্ধুদের মধ্যে তেমনি চঞ্চল, নৃত্যগীতে কুশলী, গল্পপ্রিয় ও নির্দ্দোষ আমুদে লোক বলিয়া সকলের নিকট আদৃত হইতেন।

শুধু জ্ঞানানুশীলন, ব্যায়ামচর্চ্চা এবং বন্ধুদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া নরেন্দ্রনাথ সময় অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার অন্তর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ছিল। ইহার তীব্র প্রেরণায় তরুণ বয়সেই তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপালনে এবং নীরবে কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিতেন। নিরামিষভোজী হইয়া কখনও ঘরের খালি মেঝেতে শুইতেন, আবার কখনও কম্বল শয্যায় রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তরুণ বয়সেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দৃঢ়ভক্তি ছিল। নির্জ্জন বাসে থাকিয়া নরেন্দ্র প্রার্থনা ও ধ্যানধারণা করিতেন। আবার কখনও ভজন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গভীর ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন "প্রত্যেক রাত্রিতে শুইয়া পড়িলে আমার চোখের সামনে দুটি দৃশ্য কল্পনায় ভেসে উঠত। একটি দৃশ্যে দেখতাম যেন আমার অগাধ ধনৈশ্বর্য্য হয়েছে—যেন আমি সংসারের বড়লোকদের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্যমান্য ব্যক্তি! আবার আর এক দৃশ্যে দেখতাম সর্ব্বত্যাগী হয়ে যেন ঈশ্বরের উপর একমাত্র নির্ভর করে কৌপিন পরে যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষা করে নির্ভয়ে বেড়াচ্ছি। রাত্রিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাছতলায় শুয়ে কাটাচ্ছি। এই দুটি দৃশ্য ক্রমাগত পর পর আমার চোখে ভাসত। শেষে সর্ব্বত্যাগীর ভাবটাই হৃদয়মন অধিকার করে ফেলত। ভাবতাম এতেইতো পরমানন্দ লাভ হতে পারে। আমি এই পথই গ্রহণ করব। কল্পনায় সেই পরমানন্দের সুখে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।"

দিব্যশক্তিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাও ছিল অদ্ভুত। বাল্যকালে ঘুমের জন্য চক্ষু বুজিলেই তিনি ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতেন। উক্ত বিন্দু নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিম্বের আকার ধারণ করিত এবং তৎপর উহা ফাটিয়া গিয়া তাঁহার আপাদমস্তক শুভ্রতরল জ্যোতিতে মণ্ডিত করিয়া ফেলিত। নরেন্দ্রনাথও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। বয়োবৃদ্ধির জন্য উক্ত জ্যোতির্ব্বিন্দু দেখিলেই তখন উহাতে চিত্ত একাগ্র করিয়া নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতেন। ধ্যানই ছিল নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বর সাধনার সহজ পথ। তিনি যখন চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক, তখন রায়পুরের গভীর অরণ্যসঙ্কুল পথে পার্ব্বত্য-গাত্রের ফাটলে একটি প্রকাণ্ড মধুচক্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মক্ষিকার অদ্ভুত কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন চলিয়া গেল ঈশ্বর চিন্তায়। সর্ব্বশক্তিময়ের অনন্ত শক্তির ধ্যানে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইল। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "গরুর গাড়ীতে জঙ্গলের পথে একলা যেতে যেতে কতক্ষণ এইরূপ অচেতন ছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি অনেক দূর এসে পড়েছি।" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম।"

১৮৭৯ খৃঃ নরেন্দ্রনাথ রায়পুর হইতে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রায় তিন বৎসর অনুপস্থিত থাকায় উক্ত বৎসর পরীক্ষা দিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু কিছুদিন পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেনারেল এসেম্ব্লিতে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ) অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি দেখিয়া উক্ত কলেজের অধ্যাপকেরা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেব একদিন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন "আমি নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু তার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে একটিও দেখি নাই। তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।" এই হেষ্টি সাহেবের মুখে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম শুনিয়াছিলেন।

তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনা ও উপাসনা পদ্ধতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি ব্রাহ্মদলভুক্ত হইয়া যুবকদের মধ্যে উহার প্রচার করিবার জন্য কলিকাতার নানাস্থানে ব্রহ্মোৎসব ও আলোচনা সমিতির আয়োজন করিয়া বেড়াইতেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কালে অনেক সময়ে তিনি ব্রাহ্ম ভজনসঙ্গীত গাহিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সমাজ দলভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে তাঁহার কৈশোর সহচর রাখালচন্দ্র (পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ) অন্যতম।

১৮৮১ খৃঃ এফ. এ. পরীক্ষার পর শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। আবার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী শিখিতে মাঝে মাঝে মেডিকেল কলেজে যাইতেন। কিন্তু এই সব অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার প্রাণে এক প্রবল প্রশ্ন উত্থিত হইল—বাস্তবিক সত্যবস্তু কি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে পারে? তিনি পণ্ডিত, অধ্যাপক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে উক্ত প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পান নাই। অবশেষে ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমীপে গিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "সত্যই কি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারা যায়? আপনি কি করেছেন?" দেবেন্দ্রনাথ যুবকের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "তোমার ভিতরে যোগীর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, তুমি ধ্যান অভ্যাস করো, যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ফল সত্বর প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারবে।" নরেন্দ্রনাথ মহর্ষির প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন ; তিনি তাঁহার উপদেশানুসারে সযত্নে ধ্যান অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সত্যবস্তু উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া অশান্তচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন, তখন ঘটনাক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনোপলক্ষে সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের গৃহে নরেন্দ্রনাথ ভজন গাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন। একদিন তাঁহার আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপিপাসু দেখিয়া বলেন "যদি ধর্ম্মলাভ করতে চাও তবে নানা জায়গায় না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে যাও।" ঠাকুরের আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে স্বীয় গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। ইহা ১৮৮১ খৃঃ ডিসেম্বর মাস।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পৌঁছিয়া নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমের দরজা দিয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর দেখিলেন যে নরেন্দ্রনাথের নিজ শরীরের দিকে কোন লক্ষ্য নাই। মাথার কেশের কোন পারিপাট্য নাই ; বেশ ভূষার কোন সাজ সজ্জা নাই, সাধারণ মানুষের মত কোন বিষয়ে আঁট নাই। সবই যেন তার আল্‌গা। চক্ষু অন্তর্মুখী—কে যেন সর্ব্বদা বাহিরে তাহা টানিয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন "বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণীর আধার থাকাও সম্ভব!"

ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলেন। গঙ্গাজলের জালার পার্শ্বে তিনি বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি গান গাইতে পার? নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন "দুচারটা মাত্র বাংলা গান জানি।" ঠাকুর তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ গাহিলেন, "মন চল নিজ নিকেতনে," এবং পরে "যাবে কিহে দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বিফলে চলিয়ে।" গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। গান শেষ হইলে ঠাকুর সহসা নরেন্দ্রনাথকে হাত ধরিয়া উত্তরের বারান্দায় লইয়া গেলেন। শীতকালে বারান্দার কিয়দংশ ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল। উত্তরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরের কিছু দেখা যাইত না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে নির্জ্জনে কিছু উপদেশ দিবার জন্য ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে ঠাকুর দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া সস্নেহে যেন চির পরিচিতের ন্যায় বলিলেন, এতদিন পরে আসতে হয়? তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে আছি তা ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকদের কথা শুনে কান ঝালাপালা হল। প্রাণের কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলে রয়েছে।" এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই শ্রদ্ধাভরে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ কর্ত্তে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।"

ঠাকুরের ঈদৃশ ব্যবহারে নরেন্দ্র নির্ব্বাক, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এযে একেবারে পাগল। কাকে দেখতে এলাম। আমাকে এই সব কথা অনায়াসে বলে— অদ্ভুত পাগল," কিন্তু ঠাকুর অনর্গলভাবে তাঁহাকে স্তব করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সন্দেশ, মিছরী, মাখম আনিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ একাকী খাইতে না চাহিয়া সঙ্গীদিগকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন "না-না, তুমি খাও, ওরা পরে খাবে—তুমি এখন এগুলি খাও।" নরেন্দ্রের খাওয়া হইলে পর তাঁহার হাত ধরিয়া ঠাকুর মিনতির সুরে বলিলেন "বল আবার তুমি শীঘ্র আসবে। একলা এস—আবার এস।" একান্ত অনুরোধে পড়িয়া তিনি বলিলেন "হাঁ আসব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদের নিকট বসিলেন, ঠাকুরকে নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কৈ পাগলের মত তাঁহার কোন অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা, আচরণ কিছুই ত নাই। তাঁহার ভাবসমাধি ও ঈশ্বরানুরাগ অপূর্ব্ব। ছোট ছোট কথায় তিনি গভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিলেন ইনি অর্দ্ধোন্মাদ কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই ইনি সর্ব্বত্যাগী। উন্মাদ হইলেও ইনি মহা পবিত্র, মহাত্যাগী ও শ্রদ্ধার পাত্র। নরেন্দ্রনাথ সেদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণতঃ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার মাসাধিক পরে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নরেন্দ্রনাথ একাকী দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর পরমানন্দে স্বীয় শয্যাপ্রান্তে বসাইলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া অস্পষ্ট স্বরে আপন মনে কি যেন বলিতেছেন। তিনি ভাবিলেন বুঝি পূর্ব্বের মত কোন পাগলামি আরম্ভ হইবে। কিন্তু হঠাৎ তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তাঁহার ডান পা তাঁহার অঙ্গে তুলিয়া দিলেন এবং উহা স্পর্শমাত্র নরেন্দ্রনাথের এক অপূর্ব্ব অনুভূতি হইল। চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন যে দেওয়ালগুলির সহিত ঘরের সমুদায় জিনিষ তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন শূন্যে লয় পাইতেছে। সমগ্র বিশ্বের সহিত আমিত্ব যেন কোন মহাশূন্যে একাকী একীভূত হইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। তাঁহার মনে হইল আমার আমিত্ব যেন কোথায় 'লীন হইতে যাইতেছে। আমিত্বের নাশ ত মৃত্যু! তবে কি আমি মরণের পথে চলেছি?" সভয়ে নরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন।" ঠাকুর অমনি তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন "তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।" নরেন্দ্রনাথ পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলেন।

নরেন্দ্রনাথের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। কে এই পুরুষ, যে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাটির তালের মত নিজের ইচ্ছামত গড়িতে পারে? কে এই উন্মাদ যে আমাকে চিরপরিচিত নরনারায়ণ ঋষি বলিয়া স্তব করে? আবার আমার মত কঠিনহৃদয় যুক্তিবাদীকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। স্পর্শমাত্র মহাশূন্যে আমার আমিত্ব বিলয়! দৃঢ়চিত্ত তিনি সংকল্প করিলেন যে ভবিষ্যতে ঠাকুর হইতে সাবধান হইবেন। "কে ইনি?" নরেন্দ্রনাথের মনে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছেন, আপনার অন্তরঙ্গ বহুদিন পরে আসিলে যেরূপ ব্যবহার করে তিনিও সেইরূপ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়া, খাওয়াইয়া ও আদর করিয়া ঠাকুরের যেন সাধ মিটিতেছে না। প্রায় সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে সত্বর আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ আবার আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ দিন দিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিয়া ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন "আশ্চর্য্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। বেড়ার একধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার ভিতর বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললুম "ও নরেন্দ্র", একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বল্লাম, মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।"

"এক একবার বসে খতাই—তা দেখি অন্য পদ্ম দশদল, কারু ষোড়শ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দল, কারু শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। খুব আধার, অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।"

নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হতেন। সময় সময় তাঁহার অদর্শনে ঠাকুরের এমন যন্ত্রণা হইত, যেন তাঁহার বুকের ভিতরটা কে গামছার মত জোর করে নেংড়াচ্ছে। তখন ঠাকুর ঝাউ তলায় গিয়া নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন। "ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।" এইরূপে কাঁদিয়া তবে শান্ত হইতেন। ক্রমান্বয়ে প্রথম ছয়মাস নরেন্দ্রের জন্য এইরূপ ব্যাকুলতা তাঁহার ছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এবং আচার্য্য কেশবের উপদেশে এবং ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে তিনি ধ্যান করিবার সময়ে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে মনকে একাগ্র করিতেন। কিন্তু পরে এই ধ্যান কল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তখন তিনি উপাসনার কালে একান্ত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়া বলিতেন, "হে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমার যথার্থ সত্যস্বরূপ আমি যেন দেখিতে পাই।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মনকে অবলম্বনশূন্য অবস্থায় স্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার অভূতপূর্ব্ব দিব্যদর্শন হইল। ধ্যানাবসানে ধ্যানের একটা নেশা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিত। একদিন সেই অবস্থায় দেখিলেন ঘরটি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া অদূরে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী মূর্ত্তির আবির্ভাব। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, হাতে কমণ্ডলু, বদনে স্থির প্রশান্তির সুষমা, ভাব অন্তর্মুখী, দৃষ্টি উদাসীন। সন্ন্যাসী যেন কিছু বলিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর দিব্য প্রশান্ত দৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু হঠাৎ ভয় পাইয়া দরজা খুলিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে আসিবার পরক্ষণেই মনে হইল—"একি আমার দুর্বুদ্ধি! সন্ন্যাসী দেখে ভয়ে কেন পালিয়ে এলুম? যাই, আবার যদি দেখতে পাই।" ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও আর সে সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। উত্তরকালে তিনি ইহা উল্লেখ করিয়া বলিতেন "তেমন অপূর্ব্ব ভাবময় প্রশান্ত মুখ আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি। সেই মুখখানি মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত রয়েছে। হতে পারে ভুল কিন্তু অনেক সময় মনে হয় আমি সে দিন বুদ্ধদেবের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে নরেন্দ্রনাথ দিন দিন তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসায় আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সংসারে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসার আস্বাদ ইতঃপূর্ব্বে তিনি পান নাই। ইংরাজী ভাষা আলোচনা করিয়া ও ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়াতে বর্দ্ধিত হইয়া তিনি ঠাকুরের উপদেশগুলি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ প্রতিমাপূজা, অদ্বৈততত্ত্ব ও ভাবসমাধি। প্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুর করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, অচল পাষাণ প্রতিমা সচল বলিতেন, মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব দেখিতেন। এইগুলি নরেন্দ্রনাথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। যাহা কিছু যুক্তি বিচারের সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন না হয় তাহা তিনি লোকের কথায় বা শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দ্দেশে বিশ্বাস করিতেন না। ঠাকুরের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জীবন দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। সংশয়বিক্ষুব্ধচিত্তে একদিন তিনি প্রশ্ন করিলেন "সত্যই কি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়?" ঠাকুর বলিলেন "হাঁ, সত্যি দর্শন হয়। আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলছি তার চেয়ে স্পষ্টভাবে কথাবার্ত্তা বলা যায়। তাঁকে দেখা যায়। তোকে যেমন স্পর্শ করছি তার চেয়ে নিবিড়ভাবে তাঁকে স্পর্শ করা যায়। তাঁর বাণী শোনা যায়। সত্যি—মাইরি বলচি। তুই দেখতে চাস—তুই দেখতে পাবি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্র অবাক হইয়া অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "ইনি ত মিথ্যাবাদী নন, পাগলও নন—ঈশ্বর এঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁরই জন্য ইনি উন্মত্ত—কোন বাহ্যসংজ্ঞা থাকে না।" নরেন্দ্র ঠাকুরের উপদেশে নির্জ্জন বাস, ধ্যান ও তপস্যা করিতে লাগিলেন।

আধ্যাত্মিক সত্য—চরম ও পরম সত্য লাভ করাই তাঁহার যেন জীবনের লক্ষ্য হইয়া পড়িল, কিন্তু অদ্বৈতবাদকে তিনি একপ্রকার নাস্তিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি একদিন বলিতেছিলেন "একি কখন হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি—আমরা শুদ্ধ ঈশ্বর?" ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর তাঁহার উচ্চহাসি শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্রখানি বগলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। তোরা কি বলছিস রে, বলিয়াই ঠাকুর নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া গভীর সমাধিস্থ হইলেন। স্পর্শমাত্র নরেন্দ্রের অদ্ভুত অনুভূতি। তিনি দেখিতে লাগিলেন ঈশ্বর বই আর কোন বস্তুই নাই। নরেন্দ্রের এই ভাবের প্রবাহ কিছুমাত্র উপশম হইল না। ঘরে ফিরিয়া দেখেন যে সবই ঈশ্বর। ভোজন করিতে উপবেশন করিয়া তিনি দেখিলেন, থালা, অন্ন, ব্যঞ্জন, পরিবেষক সব ঈশ্বর। নিজের দিকে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু তিনি দেখিতে পাইলেন না। দুই এক গ্রাস মাত্র মুখে তুলিয়া নরেন্দ্র নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। তাঁহার মাতা তাঁহাকে উক্তভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে চুপ করে বসে আছিস কেন, খা নারে।" মার ধমকে তাঁহার একটু বাহ্যজ্ঞান আসিল। তিনি ভোজন করিয়া উঠিয়া গেলেন। হাত পা অসাড় মনে হইল, কে যেন খাইল। কলেজে যাইতে রাস্তায় চলাফেরা করিতে এইরূপ নেশার ঘোরে নরেন্দ্রনাথ আচ্ছন্ন। রাস্তায় চলিতে চলিতে গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ সব এক ঈশ্বর। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছন্নভাব অন্তর্হিত হইলে জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। হেদুয়ার বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন চারিপার্শ্বের লোহার রেলিংএ মাথা ঠুকিয়া দেখিলেন ইহা সত্য না স্বপ্ন। হাত পা অবশ দেখিয়া কখনও তাঁহার মনে হইত পক্ষাঘাত হবে না তো? পরে এই ভাবের নেশা কাটিয়া গেলে নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ইহা অদ্বৈততত্ত্বের আভাস। তখন অদ্বৈততত্ত্বের উপর তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

বিশ্বনাথ নরেন্দ্রনাথকে আইন ব্যবসায় শিক্ষার জন্য বিখ্যাত এটর্নী স্বগায় নিমাইচরণ বসুর আফিসে নিযুক্ত করিলেন। ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রের সর্ব্বদা যাতায়াত মাতাপিতা বা পরিজনবর্গেরা ভালবাসতেন না, কিন্তু তাঁহাকে নিষেধ করিতে কাহারও সাহস ছিল না। আদর ও স্বাধীনতা বাল্যকাল হইতেই জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ পাইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে গেলে যে বিপরীত ফল হইবে তাহা সকলেই বুঝিতেন। কিন্তু সংসার চিরদিন সমান যায় না। একদিন বিশ্বনাথ অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় পরলোক গমন করিলেন। দারুণ বিপদ, যে মহাবৃক্ষের আশ্রয়ে নরেন্দ্রনাথ সংসারে ছিলেন তাহা সহসা উন্মূলিত হইল। পিতার মৃত্যু সময়ে নরেন্দ্রনাথ গৃহে ছিলেন না। বরাহনগরে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ভজনগানে নিরত ছিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় কলিকাতা হইতে জনৈক বন্ধুর মুখে এই বিপদের সংবাদ শুনিয়া নরেন্দ্র শোকার্ত্তচিত্তে তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিশ্বনাথ এক কপর্দ্দকও পরিবারবর্গের জন্য সংস্থান করিয়া যান নাই। পিতৃশ্রাদ্ধ কোনরূপে সমাপ্ত করিয়া নরেন্দ্রনাথ চাকুরীর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিন দিন নগ্নপদে অনাহারে দরখাস্ত লইয়া দুপুর রৌদ্রে নানা আফিসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু প্রতিদিন বিফল মনোরথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ফিরিতেন। নরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে খালি পায়ে আফিসে আফিসে চাকুরীর উমেদার হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার পায়ে ফোস্কা হইল। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি একদিন ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পড়িলেন। সংসারে কাহাকেও অর্থহীন বা দরিদ্র দেখিলে তাহার গুণের আদর খুব অল্প লোকেই করিয়া থাকে।

একদিন প্রাতঃকালে নরেন্দ্রনাথ ভগবানের নাম করিতেছেন, তাঁহার মাতা ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন "চুপ কর ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান-ভগবান, ভগবান ত সব কল্লেন।" তিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। ভাবিলেন-"সত্যাই-ভগবান যদি মঙ্গলময় হবেন তবে সংসারে এত হাহাকার কেন? এত অমঙ্গল কেন? তবে কি ঈশ্বর মানবের কল্পনাপ্রসূত? সন্দেহের গাঢ় তিমির হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। তিনি স্থির করিলেন যে ঈশ্বরকে ডাকিয়া কোন লাভ নাই। কেননা তিনি বর্ত্তমান থাকিলেও অমঙ্গল দূর করিবার তাহার কোন শক্তি নাই। এই অবস্থায় কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার এই মনোগত সিদ্ধান্ত লইয়া বিচার তর্ক হইল।

যখন এই সংসারের দুঃখ জ্বালা, অভাব অভিযোগ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিত, তখন মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত, সংসারে কি শুধু অর্থোপার্জ্জন ও ভোগসুখের জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে? জীবনের কি কোন মহত্তর উদ্দেশ্য নাই? এমত অবস্থায় একদিন তিনি স্থির করিলেন সন্ন্যাসী হইবেন। ঐ সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে ঠাকুর কোন ভক্তগৃহে আগমন করিবেন। মনে মনে ভাবিলেন "একবার তাঁকে দর্শন করে গোপনে চিরদিনের মত সব ত্যাগ করে চলে যাব।" ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তাঁহার সব অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। ঠাকুরের আদেশে অগত্যা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল। রাত্রিকালে নির্জ্জনে ঠাকুর তাঁহাকে একান্তে বলিলেন 'জানি তুই মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজে এসেছিস্—সংসারে থাকতে পারবিনি। কিন্তু এখন নয়, যদ্দিন আমি আছি তদ্দিন এখানে থাকবি।” বলিতে বলিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিল।

একদিন সাংসারিক অভাব অনটন ও ক্লিষ্টচিত্তে, অনশনে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গেলেন। তিনি ঠাকুরকে একান্তভাবে অনুরোধ করিয়া বলিলেন “আমার মা ভাই যাতে খেতে পায়, যেন তাদের কোনো দিন আর্থিক কষ্ট না হয় তা একবার আপনি মাকে বলুন।” উত্তরে তিনি বলিলেন “ওসব কথা জানাতে পারবনি, তুই মাকে গিয়ে জানা। মাকে তুই মানিস্ না, তাইতো তোর এত কষ্ট।” নরেন্দ্র বলিলেন “আমি ত মা কে তাতো জানি না। আপনি আমার হয়ে মাকে বলুন। আপনাকে বলতেই হবে। না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।” ঠাকুর বলিলেন “আমি তো তোর জন্য কতবার বলেছি,—মা, নরেন্দ্রের দুঃখকষ্ট দূর কর। কিন্তু তুই যে মাকে মানিস্ না। তাই তো মা শোনে না। আচ্ছা আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ মন্দিরে গিয়ে মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি। মা যে সাক্ষাৎ চিন্ময়ী—ব্রহ্মশক্তি, তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছায় কি না হয় রে?”

দারুণ উদ্বেগে ও ব্যাকুলতায় রাত্রিকালের নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত নরেন্দ্র প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহর গত হওয়ামাত্র ঠাকুর তাঁহাকে কালীঘরে যাইতে বলিলেন। নরেন্দ্র তন্ময়চিত্তে, আবেশে ও স্খলিতপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। মনে একান্ত আশা আজ সত্যই তিনি মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিতে পাইবেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন জীবন্ত চিন্ময়ী মূর্ত্তি। ভক্তি বিহ্বলচিত্তে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন “মা, বিবেক-বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, তোমাকে যেন মা নিত্য অনায়াসে দর্শন করিতে পারি” উচ্ছসিত আবেগে “মা মা”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া দরবিগলিতধারে তাঁহার অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ঠাকুরের নিকট ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে মার কাছে সংসারের অভাব দূর করতে চেয়েছিলি ?" ইহা শুনিয়া তিনি চমকিতভাবে বলিলেন "না মশায়—চাইতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ত কি করি ?" ঠাকুর অমনি বলিলেন "যা যা, এখুনি যা, ফের যা, গিয়ে মাকে সব কথা জানিয়ে আয়, আবার নরেন্দ্র গিয়া মন্দিরে মার বরাভয়দায়িনী অভয়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিন পূর্ব্ববৎ শ্রীচরণে বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি এবং নিত্য দর্শন প্রার্থনা করিয়া ঠাকুরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর এবারও তাঁহাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে, এবার তো সব বলেছিস্।" নরেন্দ্র আবার চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন "না মশায়, মাকে দেখে সব আমার ভুল হয়ে যায়। কেবল তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য চেয়েছি।" ঠাকুর অমনি বলিয়া উঠিলেন "দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মাকে সব বলতে পারলিনি ? যা যা আবার যা।" ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কালীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মার দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে নরেন্দ্র বিবেক-বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি চাহিলেন। অন্য কোন কামনা করিতে তাঁহার স্পৃহা হইল না। বরং সংসারের মা ভাইদের অভাব মোচনের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি সলজ্জভাবে মনকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—"ছিঃ ছিঃ—কি হীনবুদ্ধি আমি ! ব্রহ্মময়ী জগন্মাতার কাছে কি তুচ্ছ জিনিষের প্রার্থনা। এযে ঠাকুরের কথায় রাজার কাছে গিয়ে লাউ কুমড়ো ভিক্ষে। আহাম্মক আর কাকে বলে ?" মন্দির হইতে ঠাকুরের নিকট যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল—ইহা তাঁহারই একটা খেলা। তিন তিন বার মার নিকটে গিয়া আর কিছু চাহিতে পারিলাম না। নরেন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত অনুরোধে ঠাকুর অবশেষে তাহাকে বলিলেন—"যা তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।" জীবনের এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধি হইল মা প্রস্তরময়ী হইয়াও চিন্ময়ী—অচল হইয়াও সচল, জড়বিগ্রহ প্রাণময়, জীবন্ত ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত।

নরেন্দ্রনাথ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খৃঃ বি, এ পাশ করিয়া তিনি আইন পড়িতেছেন। এটর্নির আফিসের কাজে এবং ইংরাজি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার কিছু কিছু আয় হইতেছিল। কখনও কখনও দুচার মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য পান। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকে দক্ষিণেশ্বরে। যখনই সুবিধা পান তথায় কোনদিন একাকী, কোনদিন বা বন্ধুসঙ্গে যান। ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ঠাকুরের গলদেশে বেদনার সূত্রপাত হইল। রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিলে নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ভক্তগণ তথায় তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সেবার ভার স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রেরণায় এবং দৃষ্টান্তে অন্যান্য যুবক ভক্তেরা একে একে উক্তকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কিন্তু ব্যাধির বিন্দুমাত্র উপশম হইল না; দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ডাক্তার সরকার পরামর্শ দিলেন যে ঠাকুরকে কলিকাতা সহরের রুদ্ধ বায়ুতে না রাখিয়া সহরের উপকণ্ঠে কোন বাগান বাড়ীতে রাখিলে রোগের উপশম হইতে পারে। শ্যামপুকুর হইতে ১৮৮৫ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে আনা হইল। নরেন্দ্র পূর্ব্ববৎ যুবক ভক্তগণের অগ্রণী হইয়া তথায় ঠাকুরের সেবাকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশমত সকলেই ধ্যান ভজন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ এখন সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল: ১৮৮৬ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী তিনি বাড়ী ফিরিয়া গেলে পরিজনবর্গেরা তাঁহাকে তিরস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস্। দুদিন বাদে বি, এল পরীক্ষা, অথচ পড়াশুনা নেই। শুধু হো হো করে বেড়ান।" নরেন্দ্র ভাবিলেন, "সত্যকথা, পরীক্ষা ত নিকট—এবার মন দিয়ে পড়তে হবে।" তিনি দিদিমার বাড়ীতে তাঁহার পড়িবার ঘরে আইনের বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিন্তু পড়িতে বসিয়া পড়িতে পারেন না। বই দেখিয়া তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। "একি—মানুষ হয়ে গতানুগতিক লোকের মত অর্থোপার্জ্জন ও ভোগসুখেই জীবন কাটাব।" কিছুদিন পূর্ব্বে 'বিবেক চূড়ামণি' পড়িয়া একটি শ্লোক তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই শ্লোক তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "তিনটি জিনিষ অনেক ভাগ্যে মিলে। জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যায় মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে। অনেক তপস্যায় মুক্তির প্রবল ইচ্ছা আছে, আবার অনেক তপস্যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছি। একি বিপথে চলেছি? আইন পড়ে দুষ্ট উকিল হয়ে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করব।" নরেন্দ্র বই ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তীব্র ব্যাকুল অন্তরে তিনি পড়িবার ঘর হইতে রাস্তায় ছুটিয়া চলিলেন। দৌড়, দৌড় কেবল দৌড়িয়া চলিলেন কাশীপুরের উদ্যানের দিকে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে পায়ের জুতা খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র তাহা রাস্তায় ফেলিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। জুতা পরিবার সময় নাই। খড়ের গাদার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নরেন্দ্রের আপাদমস্তকে খড় লাগিয়া গেল। তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই। কেবল উর্দ্ধশ্বাসে ব্যাকুল প্রাণে ছুটিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে কাশীপুরের বাগানে। কাঁদিতে কাঁদিতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে পড়িলেন।

ঠাকুরের ঈঙ্গিতে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিতে ধুনি জ্বালিয়া পঞ্চবটিতলে ধ্যান করিতেছেন। দুই দিন পরে ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পড়বি না?" তদুত্তরে নরেন্দ্র বলিলেন "একটা ঔষধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলে বাঁচি যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।" পরদিন তিনি ঠাকুরের নিকট করযোড়ে বলিলেন সব্বায়ের হলো, আমায় কিছু দিন, সব্বাইর হলো, আমার হবে না?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস্?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকি। কখন কখন এক একবার খেতে উঠবো।" ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে করুণ নেত্রে তাকাইয়া বলিলেন "তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুইতো গান গাস্—'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।' তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয়। সমাধি লাভের চেয়েও উঁচু অবস্থা হবে।" অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট ঠাকুর বলিলেন "নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য্য! দেখো; এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না। এর প্রাণ কিরূপ আঁটুপাঁটু হয়েছে দেখছিস্। ঈশ্বরের জন্য আঁটুপাঁটু করলে বুঝবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হলে পূবদিক লাল হয়, বোঝা যায় সূর্য্য উঠবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য এবং সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই কাশীপুর বাগানে থাকেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বল্লেন "দেখ আমার সিদ্ধাই করবার যো নাই! তোর ভিতর দিয়ে সব করব, কি বলিস্।" নরেন্দ্রনাথ তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতে কি ঈশ্বরলাভের কোন সাহায্য হবে?" ঠাকুর বলিলেন "না"। তখন তিনি ঠাকুরকে বলিলেন "না তা হবে না। ওতে আমার দরকার নাই।"

এই কাশীপুরের বাগানে নীচের তলায় একটি ঘরে সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার দেহ মন একেবারে অখণ্ড আনন্দসত্তায় প্রবেশ করিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঠাকুরের নিকট সংবাদ পৌছিল —নরেন্দ্র অজ্ঞান হয়ে কেবল কাঁদছে। তৎপরে দেহসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি ঠাকুরের নিকট গেলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল।" তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কি হ'ল?" শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি"। তিনি বলিতেন যে নরেন্দ্রের ভিতর যে জ্ঞানাগ্নি—তাতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কোন অশুচি, পাপ বা অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ঠাকুর কাশীপুরে পীড়িত অবস্থায় একদিন একটি কাগজে লিখে বলেছিলেন 'নরেন শিক্ষা দিবে।' নরেন্দ্র বল্লেন 'আমি ওসব পারব না।' ঠাকুর বললেন 'তোর হাড় পারবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক-ভক্তদিগের মধ্যে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। ধ্যান ভজন, শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ও কঠোর সাধন গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারবন্ধ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করিতেন। তাঁহার উপর বালক-ভক্ত-সঙ্ঘের ভার অর্পণ করিয়া ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি নরেন্দ্রের ভিতর তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন "আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলাম। এখন মার কাজ কর।"

১৮৮৬ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট, সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা শোকে অকূলপাথারে ভাসিতে লাগিলেন। অনেকেই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অদ্ভুতানন্দ, শিবানন্দ এবং অদ্বৈতানন্দ সম্পূর্ণ গৃহত্যাগী। কাশীপুরের বাড়ীতেই ঠাকুরের ভস্মাস্থি রক্ষিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ প্রভৃতি তাহা নিত্য পূজা করিতেন। তখনও অগ্রিম ভাড়ার দরুণ মাসের কয়েকদিন অবশিষ্ট ছিল। তাই তাঁহারা তথায় থাকিতেন। রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তেরা কাঁকুড়গাছীর উদ্যানে ভস্মাস্থি সমাহিত করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ত্যাগী ভক্তেরা ইহাতে অসম্মত ছিলেন। ঠাকুরের অভিমতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত হয়, ইহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা। যাহা হউক রামবাবু ভস্মাস্থি লইয়া যাইবার পূর্ব্বে অস্থিগুলি বাহির করিয়া একটি মাটির কলসীতে ভরিয়া গঙ্গামৃত্তিকার দ্বারা মুখবন্ধ করিয়া ত্যাগী সেবকেরা বলরামবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ তাঁহার বাড়ীতে নিত্য ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা থাকায় ঠাকুরের অস্থিরও নিত্য পূজার ব্যতিক্রম হইবে না। স্নতরাং নরেন্দ্র প্রভৃতি ত্যাগী ভক্তেরা প্রত্যহ বলরামবাবুর বাড়ীতে মিলিত হইতেন—শুধু লাটু (অদ্ভুতানন্দ) এবং বুড়ো গোপাল (অদ্বৈতানন্দ) কাশীপুরেই থাকিলেন। একদিন স্নরেনবাবু (ঠাকুরের স্নরেশ) আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে ব্যাকুলভাবে বলিলেন "ভাই নরেন, কাল ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'স্নরেশ, আমার ছেলেরা সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুই তাদের জন্য কি করলি—বল দিকি ?' আমি ভাই সেই কথা শুনে বড়ই অশান্তি ভোগ করছি। যা হয় তুমি একটা ভেবেচিন্তে ঠিক কর। তুমি যা করবে তাতেই আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে জানবে।" বরাহনগরে মুন্সীদের জীর্ণ বাড়ীটি মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির হইল। কাশীপুর হইতে লাটু ও বুড়োগোপাল আসিলেন। ছোটগোপাল (স্বামীজীর হুটকো) কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের বিছানা ও অন্যান্য জিনিষ তথায় লইয়া গেলেন। পরে সকলে একে একে আসিয়া তথায় মিলিত হইয়া একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলরামবাবুর বাড়ী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থির কলসী আনিয়া একটি তাম্রকৌটায় রাখা হইল। নরেন্দ্রনাথ ইহাকেই 'আত্মারামের কৌটা' বলিতেন। মঠের ইহাই সূত্রপাত। ইহা ১৮৮৬ খৃঃ আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে।

এই বরাহনগর মঠে তীব্র ত্যাগ, তপস্যা, ধ্যান জপ, শাস্ত্রপাঠ এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গে, ত্যাগীর দল যেভাবে জীবন কাটাইয়াছেন তাহা জগতে চিরদিনের জন্য জাজল্যমান থাকিবে। যে কঠোরতা, অনশন, অর্দ্ধাশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অনিদ্রায় তাঁহারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছেন—তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বিরল। তাঁহারা বরাহনগর মঠে যথাশাস্ত্র বিধি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসন ও কৌপীন ধারণ করিলেন। তাঁহাদের নামও সন্ন্যাসীর নামে রূপান্তরিত হইল। এখন হইতে আমরা নরেন্দ্রনাথকে স্বামিজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সন্ন্যাস নামেই উল্লেখ করিব।

বরাহনগর মঠে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তানদের অনেকেই নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিবার জন্য কেহ হিমালয়, কেহ কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে চলিয়া গেলেন। শুধু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের সেবাপূজা লইয়া রহিলেন। স্বামিজীও একদিন হঠাৎ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ খৃঃ মধ্যভাগে মঠ হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ বৎসরেই নভেম্বর মাসে পুনরায় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৯০ খৃঃ প্রথম চারিমাস এলাহাবাদ ও গাজীপুরে ছিলেন। গাজীপুরে সুবিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ পরমযোগী পাহাড়ীবাবার নিকট গমন করেন। তাঁহার অমায়িকতায় ও সুমিষ্টবাক্যে, তাঁহার পবিত্র মধুর ব্যবহারে, এবং কঠোর ত্যাগ তপস্যা দর্শনে এবং সর্ব্বভূতে প্রেমের বিকাশ দেখিয়া স্বামিজী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি স্বামিজী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার সংকল্পও করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তিনি দেখিলেন তিনি নির্ব্বাকভাবে, করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। অমনি স্বামিজী পাহাড়ীবাবার নিকট দীক্ষা লইবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। তিনি হিমালয়ের বিজন প্রদেশে কঠোর তপস্যায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি পুনরায় মঠে ফিরিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৮৭ খৃঃ বরাহনগর মঠ হইতে পরিব্রাজকবেশে হিমালয় ভ্রমণ করিতে তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন। স্বামিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছিলেন "হিমালয় সম্বন্ধে গঙ্গাধরের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যাইব।" শ্রীশ্রীমা শুনিলেন যে স্বামিজী হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিতে যাইতেছেন। তাই তাঁহারা উভয়ে যখন আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিতে গেলেন তখন শ্রীশ্রীমা অখণ্ডানন্দকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্ব্বস্ব দিলাম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কোন কষ্ট না হয়।"

স্বামিজী ভাগলপুর হইতে বৈদ্যনাথ, ক্রমে গাজীপুর, কাশী, অযোধ্যা, নইনীতাল ও আলমোড়া পরিভ্রমণ করিলেন। আলমোড়া হইতে গাড়োয়াল জেলায় শ্রীনগরে স্বামিজী প্রায় দেড় মাস থাকেন। পরে টিহিরি, মুসৌরী, ডেরাডুন হইয়া হৃষীকেশ আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, কৃপানন্দ, তুরীয়ানন্দ।

হৃষীকেশে স্বামিজী একটি পর্ণকুটিরে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা ও সাধন ভজনে নিরত হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার সামান্যভাবে প্রত্যহ জ্বর হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন সর্ব্বশরীর হিমাঙ্গ হইয়া বাকরোধ হইল। এমন সময় একটি সাধু কম্বলাবৃত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। সব অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহাদের মুখে রোগের বিবরণ শুনিয়া ঔষধ দিলেন। মধু দিয়া মাড়িয়া উহা সেবন করাইতে বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন। ঔষধ সেবন করাইতেই স্বামিজীর জ্ঞান হইল। পরে তিনি দিল্লী ও সাহারাণপুর হইয়া মিরাটে আসিয়া অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন স্বামিজী একাকী দিল্লী চলিয়া গেলেন। দশ বার দিন পরে তথায় অন্য গুরুভ্রাতারা আসিয়া জুটিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমি এবার একলা বেড়াব। কোথায় যাব কাউকে বলব না। কেউ আমার সন্ধান করো না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে সাধনভজন তপস্যা করব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজকভাবে স্বামিজী নানা তীর্থে, ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সকলশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া ভারতের হীনতা ও দুঃখদুর্দ্দশার মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন। দীন দরিদ্র এবং পরাধীন জাতির নির্য্যাতন ও হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সহানুভূতি ও সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

রাজপুতানা, কাথিয়াবাড়, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বামিজী দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারিকায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সমুদ্রতট সন্নিকটে অনন্তবারিবক্ষে উচ্চটিলার উপর বসিয়া স্বামিজী দেশের শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রতিকার করিবার জন্য গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। অবশেষে আবিষ্টভাবে স্থির করিলেন মার্কিণ-যাত্রা।

মাদ্রাজে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক তাঁহার গুণগ্রাহী ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার কথা তিনি খাণ্ডোয়ায় অবস্থানকালে শুনিয়াছিলেন। মান্দ্রাজী উৎসাহী ভক্ত ও শিষ্যদলের নিকট উক্ত ধর্ম্ম-মহাসভায় তাঁহার যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যে স্বামিজীর পাথেয় ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। রাজপুতনার ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিং তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তথায় গিয়াছিলেন। বোম্বাই ও আবু রোড ষ্টেশনে স্বামিজীর সহিত তাঁহার গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন "সমগ্র ভারত বেড়িয়ে দরিদ্র দেশবাসীদের অজ্ঞতা, নির্ব্যাতন ও দুর্দ্দশা দেখে চোখের জল রোধ করতে পারিনি। তাদের দুঃখমোচন করবার জন্য আমি আমেরিকা যাচ্ছি।" স্বামিজী গভীর দুঃখে আবেগ-কম্পিত স্বরে বুকের উপর হাত রেখে বললেন "আমার হৃদয়টা আকাশবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদারতা আর বিস্তারলাভ করেছে। বিশ্বাস কর আমি গভীরভাবে অনুভূতি করতে পারছি।"

স্বামিজী সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর কোথাও সচ্চিদানন্দ, কোথাও বিবিদিষানন্দ নামে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আমেরিকা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রীদরবারে তিনি বিবেকানন্দ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এই নামেই তিনি সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাত, পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ৩১ মে তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে করিয়া মার্কিণ যাত্রা করিলেন।

চীন, জাপান ঘুরিয়া তিনি জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে চিকাগোয় পৌছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বে হইবার কোন আশা নাই। স্বামিজী মহা সঙ্কটে পড়িলেন। প্রচণ্ড শীত কিন্তু গরম কাপড়ের অভাব। চিকাগোতে জিনিষপত্র দারুণ দুর্ম্মূল্য অথচ তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সামান্য অর্থ হাতে রহিয়াছে। এদিকে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি না হইলে তথায় প্রবেশ করা অসম্ভব কিন্তু তাহারও নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নিরাশ হইয়া তাঁহার মনে হইল "এত আগে আসিয়া ভাল করি নাই, ফিরিয়া যাই।" অমনি তাঁহার মনে উদয় হইল "আমি ভগবানের আদেশ পেয়েছি। তিনি আমায় দেখছেন। মরি বাঁচি, যে লক্ষ্য নিয়ে এসেছি তা ছাড়চি নি।" চিকাগোতে ব্যয়াধিক্য দেখিয়া তিনি কম ব্যয়সাধ্য বোষ্টনে রওনা হইলেন। তথায় রেলে এক বৃদ্ধা রমণীর সহিত হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আবাসে রাখিলেন।

এইরূপ সঙ্কটমুহূর্ত্তে রিক্তহস্তে স্বামিজী মান্দ্রাজী ভক্তদের নিকট সাহায্যের জন্য তার করিলেন। বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে মিঃ রাইট সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ আলোচনা হয়। ইনি হার্ভাড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। স্বামিজীর অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও যুক্তিগর্ভ ধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ধর্ম্ম-সভায় স্বামিজীকে যোগদান করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "এই ধর্ম্মমহাসভাতে আপনি সমগ্র আমেরিকা-বাসীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন। আপনি যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ ও হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিতে পারেন তাহার ভার আমি লইলাম। অধ্যাপকের বন্ধু ডাঃ ব্যারোজ সাহেব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লিখিলেন "আমাদের সমবেত পণ্ডিত অধ্যাপকদের অপেক্ষা ইনি অধিকতর বিদ্বান্।" স্বামিজী চিকাগো যাইবার সময় প্রথামত তাঁহার নিকট পরিচয় পত্র চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "সূর্য্যকে কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করাও যা, আমার নিকট হইতে পরিচয় পত্র চাওয়াও তা। দুইই সমতুল্য।" যাহা হউক তিনি স্বামিজীকে চিকাগো যাইবার জন্য নিজব্যয়ে একখানি টিকিট কিনিয়া দিয়া সঙ্গে একটি পরিচয়পত্রও দিলেন। স্বামিজী লিখিয়াছেন "এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মসভার প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।"

মহাসভার অধিবেশনের দিন প্রাতে প্রতিনিধিদল 'শিল্পপ্রাসাদ' নামক গৃহে নীত হইলেন। তথায় মহাসভার অধিবেশনের জন্য বৃহৎ ও কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হল নির্ম্মিত হয়। উক্ত শিল্পপ্রাসাদে জগতের সর্ব্বজাতীয় লোক উপস্থিত ছিল। খুব সমারোহে প্রতিনিধিদলের যাত্রা হইল এবং সকলেই উচ্চ প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার "হল অফ কলম্বাস্" নামক সুবৃহৎ হলে ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হয়। প্লাটফর্ম্মের মধ্যস্থলে পাশ্চাত্য মহাদেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের সর্ব্বাধ্যক্ষ ধর্ম্মযাজক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্ডিনাল্ গিবন্‌স্। তাঁহার বামে ও দক্ষিণে—পূর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিনিধিবর্গের আসন—তথায় উপস্থিত ছিলেন বাংলার সর্ব্বজনবিদিত ব্রাহ্মপ্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বোম্বাই প্রদেশবাসী নাগাস্কর, সিংহলের বৌদ্ধপ্রচারক ধর্ম্মপাল; জৈন প্রতিনিধি গান্ধী এবং থিওসফিষ্ট প্রতিনিধি আনী বেশান্ত ও শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী। স্বামিজীর আসন ইহাদের নিকটেই ছিল। প্লাটফর্ম্মের উপরে সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ এবং নীচে একটি হল ও তাহার পর এক প্রকাণ্ড গ্যালারীতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার শিক্ষিত দর্শকেরা উপবিষ্ট। সঙ্গীতাদি, সভাপতির অভিভাষণ প্রভৃতির পর নিয়মিত রীতি অনুসারে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। এক একজন প্রতিনিধিকে সভাসমক্ষে পরিচিত করিয়া দিলে তাঁহারা কিছু কিছু বক্তৃতা করিলেন। স্বামিজীর জীবনে প্রথম বক্তৃতা এই বিরাট ধর্ম্মমহাসভায়—জগতের বরেণ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে। স্বামিজী এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলেন যে তিনি পূর্ব্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে সাহসী হইলেন না। অপর সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দর ভাষায় তাঁহাদের ভাব ব্যক্ত করিয়া দর্শকবৃন্দের করতালি লাভ করিলেন। স্বামিজী পূর্ব্বে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনেন নাই। তাঁহার বুক দুড় দুড় করিতেছিল এবং জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। ডাক্তার ব্যারোজ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলে তিনি ধীরপদে সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হইলেন। গৈরিক বসন পরিহিত গৈরিক উষ্ণীষধারী প্রতিভাদীপ্ত তরুণ সন্ন্যাসী যখন তাঁহার বিশাল পদ্মপলাশের ন্যায় আকর্ণবিস্তৃত নয়নে উন্নত গৌরদেহে দর্শকবৃন্দের দিকে বীরের মত দৃষ্টিপাত করিলেন তখন সকলেই তাঁহার সুন্দর মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যখন "আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ" বলিয়া স্বামিজীর মুখে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হইল তখন দুই মিনিটব্যাপী বিরাট করতালিধ্বনিতে কাণ বধির হইবার উপক্রম হইল। স্বামিজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠে যে বেদধ্বনিবৎ মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, যে জলন্ত অগ্নিকণার দীপ্ত স্ফুলিঙ্গে সকলের হৃদয় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে বিদ্যুৎলেখা সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল—তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরূপেই সেদিন 'বিবেকানন্দ' সেই মহাসভায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই স্বামিজী বলিতেন "আমি অশরীরী বাণী।" যাহা হউক সেই মুহূর্ত্তেই ঐ অজ্ঞাত, নিরালম্ব কৌপীন-সম্বল সন্ন্যাসী শুধু মহাসভায় নয়—শুধু আমেরিকায় নয়–সমগ্র জগতে তাহার যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। সমগ্র জগতে সাড়া পড়িয়া গেল —সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের বাণীকে সার্ব্বভৌমরূপে পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেদিন স্বামিজী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন সেদিন সভা অভূতপূর্ব্ব লোকে লোকারণ্য। শত্রু মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এই বৈদ্যুতিক শক্তিশালী প্রতিভাদীপ্ত বাণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দলে দলে শিক্ষিত নরনারীর দল তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে ও তাঁহার বাণী শুনিতে উন্মুখ। কিন্তু অসামান্য লোকমান্য যশ খ্যাতিতে তিনি প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি শিষ্যদের নিকট ঐ সময়ে লিখিয়াছিলেন "আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা জগতে মহৎ কর্ম্ম করিব আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নাম যশের জন্য নহে।"

এই সব প্রবল আন্দোলন এবং কর্ম্মের তরঙ্গে তিনি ভারতের দুর্দ্দশার কথা এক মুহূর্ত্তও ভুলিয়া যান নাই। একদিন আমেরিকায় কোনও ধনকুবেরের প্রাসাদতুল্য গৃহে রাজভোগে নিমন্ত্রিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রিতে শয়ন করিতে গেলেন। তখন সেই বিলাস-সজ্জা এবং ভোগের উপকরণ দেখিয়া ভারতের দারিদ্র্যের কথা স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি অশ্রুধারায় বক্ষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্লাবিত করিয়া ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিতে লাগিলেনঃ "হায় মা, এদেশে এই রাজভোগ, বিলাস-সজ্জা ও ভোগের চরম উপকরণে রাশি রাশি অর্থব্যয়—আর আমার জন্মভূমি ভারতে লোকে উপবাসে, রোগে, অত্যাচারীর উৎপীড়নে, অর্থকষ্টে হাহাকার করিতেছে। মা-একি তোর খেলা! যতদিন ভারতের লোক দীন দরিদ্র থাকবে—ততদিন আমি এই যশ খ্যাতি, রাজভোগ গ্রাহ্য করি না—চাই না! ভারতের জনসাধারণের উন্নতি কবে হবে মা—কে তাদের তুলবে? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে? দে মা শক্তি—দে মা উপায়—যাতে আমার দেশের লোকের মুখে দুগ্রাস অন্ন দিতে পারি।" সমস্ত রাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইলেন।

আমেরিকার নানাস্থানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে কোন মার্কিণ কোম্পানী টিকিট বিক্রয় করিয়া তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থার প্রস্তাব করে। স্বামিজী তাহাতে সায় দিলেন। কিন্তু তিনি পরে দেখিলেন যে কোম্পানী তাঁহাকে রীতিমত ঠকাইতেছে। তিনি তখন তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভারতীয় আদর্শে চারিদিকে স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে যথার্থ সরলপ্রাণ, পবিত্রচেতা শিক্ষিত নরনারী তাঁহার ভক্ত হইল। এইভাবে বক্তৃতা করিয়া তিনি জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ বুঝাইলেন এবং ১৮৯৫ খৃঃ উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এইভাবে স্থায়ী বেদান্ত-সমিতি গড়িয়া উঠিল।

শিষ্য শিষ্যাদের তিনি নিয়মিতভাবে ধ্যান, জপ ও সাধন ভজন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বামিজী অনবরত কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কয়েকদিন নির্জ্জনে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মিস্ ডিচার ইহা জানিতে পারিয়া সহস্র দ্বীপোদ্যানে তাঁহার বিজন কুটীরে থাকিবার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ-করিলেন। স্থানটি উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। চারিদিকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্য অতি মনোরম। মানুষের কোলাহল নাই। স্বামিজীর দ্বাদশ জন শিষ্যশিষ্যারাও তথায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগ্নী ক্রিশ্চান ও গুড উইন্ ভারতবাসীর পরিচিত। এই স্থানে তাঁহার অমর কবিতা 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচিত হয়।

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসের পর তিনি সাধারণ বক্তৃতা না দিয়া বেদান্ত আন্দোলনের জন্য বেদান্ত সমিতিকে স্থায়ী আকার দিতে উদ্যোগী হইলেন। স্বামিজী ১৮৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডে গিয়া এবং নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে মিঃ ষ্টাডি এবং মিস্ মুলার ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে তাঁহার আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং আলাপ আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হয়। ভগিনী নিবেদিতা এই সময়ে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামিজী দেখিলেন ইংলণ্ডে এক স্থায়ী কেন্দ্র হইবার সুযোগ আছে। তিনি সারদানন্দ স্বামীকে সত্বর পাঠাইবার জন্য মঠে লিখিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিলেন। তথায় বহুদিন পরে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। স্বামিজী এইবারে বেদান্তপ্রচারের রীতিমত উদ্যম করিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক মোক্ষমূলারের সাদর আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ১৮৯৬ খৃঃ ২৮শে মে এই সাক্ষাৎ ঘটে। অধ্যাপক "প্রকৃত মাহাত্ম্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের কথা Nineteenth Centuryতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামিজীকে বৃদ্ধ অধ্যাপক স্বীয় আবাসে আহ্বান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানিতে চাহিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে সমুদায় লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। মোক্ষমূলার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও উপদেশ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র জগতে এই গ্রন্থের আদর হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ ইংলণ্ডে বেদান্ত ধর্ম্ম আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ সময় সুইজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত শৈলশ্রেণীর সুন্দর দৃশ্যমধ্যে স্বামিজী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিষ্যদের জন্য হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপনের কল্পনা এইখানে তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। স্বামিজী পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। মোক্ষমূলারের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভারত হইতে তাঁহার বারংবার আহ্বান আসিয়াছিল। এইবার স্বদেশে যাইবার জন্য স্বামিজী স্থির করিলেন। আমেরিকায় প্রচারের জন্য স্বামী সারদানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন এবং ইংলণ্ডের কার্য্যের জন্য স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আসিয়া পৌছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত ভক্ত মিস্ মূলার, মিস্ নোবল্ (ভগ্নী নিবেদিতা), মিঃ ষ্টার্ডি প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় সাড়ে তিন বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর স্বামিজী "প্রিন্স রিজেণ্ট লিওপোল্ড" নামক জাহাজে কলম্বোয় আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মিঃ গুড্উইন ও কাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী। কলম্বো হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্বামিজী বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার স্বামিজী কলম্বোয় পৌছিলেন। তথায় তিনি তিনদিন অবস্থান করিয়া ১৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস কাণ্ডিতে যাত্রা করিলেন। পরদিন তিনি অনুরাধাপুর ও ভাভোনিয়া হইয়া ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে জাফ্নায় গেলেন। জাফ্না হইতে জলপথে তিনি একখানি দেশী জাহাজে ভারতবর্ষে পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করেন। স্বয়ং রামনাদের রাজা জেটি হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। ভারতের মৃত্তিকায় পাম্বানে বিজয়ী বীর বিবেকানন্দের প্রথম পদার্পণের নিদর্শনস্বরূপ রামনাদের রাজা পরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

রামনাদে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি মান্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বামিজী মান্দ্রাজ পৌছিলেন। স্টেশন ও রাস্তায় বিপুল জনসমুদ্র। সতেরটি বিরাট তোরণ তাঁহার অভ্যর্থনার পথে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অভ্যর্থনা সমিতি এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তাঁহার পাঁচটি অতুলনীয় বক্তৃতা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। কলিকাতা অভ্যর্থনা সমিতি খিদিরপুর হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহে অতি প্রত্যুষে তাঁহাকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষ্টেশনে বিপুল জনতা। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র। ষ্টেশন হইতে রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত হ্যারিসন রোডের দুইধারে পত্রপুষ্প পতাকা ও তোরণে সুসজ্জিত হইয়াছিল। একটি ফিটনে স্বামিজী ইংরাজ শিষ্য শিষ্যাদের সহিত উঠিবামাত্র ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। যুবকেরা গাড়ী টানিয়া লইতে লাগিলেন। চারিদিকে মধুর মঙ্গল রব, মাঝে মাঝে পুষ্প বর্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি। রিপণ কলেজের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোকের স্থান কোথায়? সুতরাং পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাই তথায় পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত সভার অধিবেশন হইতে পারিল না। বাগবাজারের পশুপতি বসুর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাঁহার আতিথ্য সংকার ও বন্ধুবান্ধব এবং গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলন হইল। অপরাহ্নে তিনি আলমবাজার মঠে গমন করিলেন। ১৮৯২ খৃঃ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হয়। স্বামিজী আলমবাজার মঠে ইতঃপূর্ব্বে আসেন নাই। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের জন্য কাশীপুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল লাল শীলের বাগান-বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। প্রতিদিন মঠ হইতে তথায় গিয়া আগন্তুক দর্শকদের সহিত তাঁহার ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। ১৮৯৭ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবারে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বিরাট প্রাঙ্গনে পাঁচ সাত হাজার শ্রোতার সম্মুখে শোভাবাজারের মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে স্বামিজীকে এক অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। স্বামিজী তাঁহার অগ্নিময়ী ভাষায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। ইহার পর ষ্টার থিয়েটারে বেদান্ত সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যদেশে কঠোর পরিশ্রমে এবং ভারতে বিপুল জনসঙ্ঘের অবিরাম সম্বর্দ্ধনা-সম্ভাষণে দর্শন, বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল! শুধু তাই নহে, ভারতের জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা, বেদনায়, জাতির উন্নতি ও নানাবিষয়ের সমাধানে এবং চিন্তায় ও অনবরত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল।

১৮৯৭ খৃঃ ১লা মে তিনি বলরামবাবুর গৃহে মঠের সাধুসন্ন্যাসীদিগকে ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তবৃন্দকে লইয়া একটি সভার আহ্বান করেন। সেই সভায় সংঘবদ্ধ হইয়া দেশবিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচার এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, ক্ষুধার্ত্ত ও দরিদ্রদিগকে অন্নদান এবং পতিত নির্য্যাতিত ও নিরক্ষর নীচজাতির উন্নতিচেষ্টা এবং বহু-জনহিতায় ও বহুজনসুখায় কর্ম্ম করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই দিন রামকৃষ্ণমিশনের প্রতিষ্ঠা হইল!

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি। জীবে দয়া কি—ছিঃ—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" সেদিন স্বামিজী ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান যদি কখন দিন দেন ত এই সত্য সর্ব্বত্র প্রচার করব।" রামকৃষ্ণ মিশন এই বাণীর স্বরূপপরিগ্রহ।

কাশ্মীর ভ্রমণের সময়ে ১৮৯৮ খৃঃ জুলাই মাসের শেষভাগে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনে গিয়াছিলেন। ২রা আগষ্ট পর্ব্বদিনে তিনি গুহার অভ্যন্তরে তুষারমূর্ত্তি মহাদেব দর্শন করিয়া ভাবে প্রায় বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তিনি শিবের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু বলিতেন না। ইহার পরে তিনি প্রায়ই "মা" "মা" বলিতেন। এই সময়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা "Kali the mother" রচিত হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ তিনি একাকী ক্ষীর ভবানী দর্শনে চলিয়া যান। তথা হইতে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যাইত। নেতৃত্ব, কর্ম্মোৎসাহ এবং আচার্য্য গুরুগিরি—তাঁহার প্রকৃতি হইতে অন্তর্হিত হইল। কঠোর তপশ্চর্য্যার আচরণে এবং ক্ষীরভবানীর তুষারশীতল জলে স্নান করায় তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। লাহোরে তিনি গুরুতর পীড়িত হইলেন এবং তার পাইয়া স্বামী সদানন্দ আসিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বেলুড়ে পাশ্চাত্য শিষ্যদের সাহায্যে সুবৃহৎ একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী মঠ নির্ম্মিত হইল। জমি ক্রীত হইলে আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। ১৮৯৮ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর (বাংলা ১৩০৫ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ) তারিখে স্বামিজী বেলুড়মঠের প্রতিষ্ঠা-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে স্থাপিত মঠ হইতে "আত্মরামের কৌটা" স্বামিজী স্বয়ং বহন করিয়া নবনির্ম্মিত মঠে আনিলেন। স্বয়ং যথাবিধি উহার পূজা ও হোম সম্পন্ন করিলেন।

মঠ প্রতিষ্ঠার পরে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার আদেশে মার্কিণ হইতে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিতে ইচ্ছা হইল। চিকিৎসকেরা অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে এইরূপ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। সেই কারণ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০শে জুন স্বামিজী পুনরায় ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দ স্বামী। ইংলণ্ডে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। অভেদানন্দের প্রচার কার্য্য দেখিয়া তিনি কালিফার্ণিয়া চলিয়া গেলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, ওকল্যাণ্ড ও আলামোণ্ডা নামক স্থানে তিনটি বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। একজন শিষ্য তাঁহাকে সেণ্টক্লারায় ১৬০ একর জঙ্গলজমি দান করিয়াছিলেন। তথায় তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তুরীয়ানন্দের উপর ত্যাগী পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামিজী প্যারিসে চলিয়া গেলেন। সেখানে ধর্ম্মকংগ্রেসে তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও কৃষ্টির সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তথায় তিনমাস থাকিয়া ভিয়েনা, কনষ্টাণ্টিনোপল্‌ ও এথেন্স হইয়া মিশরে পৌঁছিলেন। তথা হইতে ভারতে ফিরিবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। বেলুড়মঠে তাঁহার গুরুভ্রাতারা এবং অন্যান্য নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা তাঁহাদের রাত্রে আহারের সময় তাঁহাকে হঠাৎ ফিরিতে দেখিয়া চমকিত ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন সেভিয়ারের পীড়ার সংবাদ শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসেন। মঠে শুনিলেন কাপ্তেন সেভিয়ার আর ইহ জগতে নাই। তিনি শোকার্ত্ত হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর মিসেস্‌ সেভিয়ারের সহিত দেখা করিতে মায়াবতী চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরেই তিনি বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে মায়াবতী, মান্দ্রাজ ও কাশীধামে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। অসহায় পীড়িত সাধুদের চিকিৎসার জন্য স্বামিজী হরিদ্বারের সংলগ্ন কনখলে একটি সেবাশ্রম স্থাপন করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ স্বামিজী তাঁহার গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে লইয়া, ঢাকা লাঙ্গলবন্ধে স্নান করিয়া ও করাইয়া, শিষ্যসমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ দেখিয়া তিনি শিলং চলিয়া গেলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মঠে দুর্গোৎসব করিলেন। চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাম্ রব। হাজার হাজার লোক তিন দিন মঠে প্রসাদ পাইয়াছিল।

স্বামিজীর স্বাস্থ্য তখন আশঙ্কাজনক। গুরুভাইয়েরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজী তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "ঠাকুরকে তোরা দেখিস্‌নি—তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লোককে ধর্ম্মউপদেশ দিয়েছেন। ডাক্তার কি আমাদের কারু কথা শোনেন নি। আমিও তাই করবো। একটা প্রণীর, একটা জীবের যদি আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করতে পারি তবে শতবার জন্ম নিতে স্বীকার আছি।"

স্বামিজী মঠে খালি ছুটাছুটী করিতেন। তাঁহার 'বাঘা' কুকুর, 'হংসী' ছাগী, 'মটরু' ছাগলছানা, হরিণ, গরু এবং হাঁস লইয়া খেলা হইত। তাঁহার সেই দিব্য বালকভাবের স্ফুর্ত্তি দেখিয়া কে বলিবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী স্বামিজী ট্রাষ্টডিড্ রেজেষ্টারি করিয়া দেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে তিনি ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া গেলেন। মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করাইলেন। মঠে শিষ্যদিগকে পাঠদান ও পারমার্থিক জিজ্ঞাসুদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই শুক্রবার বাংলা ১৩০৯ সালের ২০শে আষাঢ় প্রাতে ঠাকুরঘরে গিয়া অন্যান্যদিনের ন্যায় নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া ধ্যান জপ করিলেন। ধ্যান শেষে তাঁহার সুধা-মধুর কণ্ঠে গাহিলেন "মাকি আমার কালো রে! কালরূপা দিগম্বরী, হৃদপদ্ম করে আলোরে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহারান্তে দুপুর বেলায় তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাইব্রেরী ঘরে পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইলেন। বেলা চারিটার সময় তিনি প্রেমানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া মঠের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা বেড়াইলেন। বেলা ৫৷৷০ টার সময় স্বামিজী মাঠে পাইখানা গেলেন। পরে ইউরোপীয় সভ্যতার ও উপনিবেশের ইতিহাস প্রেমানন্দকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর আবার পাইখানা গিয়া নিজের ঘরে গিয়া একটী শিষ্য ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার মালা দু ছড়া দে" পরে বলিলেন "ডাকলে আসিস্"। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বামিজী ব্রহ্মচারীকে বাতাস করিতে ও তাঁহার পা টিপিতে বলিলেন। তাঁহার কিছু নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁহার হাত দুই চারি সেকেণ্ডের জন্য হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। ইহার পর মুখ দিয়া একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। তারপর সমাধি। ব্রহ্মচারী ভয় পাইয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দের নিকট গিয়া বলিল "কি হল দেখুন।" দুই এক মিনিট পরে প্রেমানন্দ গিয়া স্বামিজীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কাণে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনাইতে লাগিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ও ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেদিন মঠে উপস্থিত ছিলেন।

স্বামিজীর মুখমণ্ডলে তখন দিব্য জ্যোতিঃ। চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত ও তেজোপূর্ণ। অপূর্ব্ব দিব্য সুষমা তাঁহার শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তার আসিল কিন্তু কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ মঠে আসিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে সেই দিব্য দেহ দর্শন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বিস্মিত নেত্রে সকলেই দেখিল যেন জীবন্ত শিবমুর্ত্তি শায়িত আছেন। অঙ্গের কোন বিকৃতি ঘটে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষির একাংশ। যে দিন সে স্বস্বরূপকে জানতে পারবে সে দিন দেহত্যাগ হবে।" ৩৯ বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বয়সে রাত্রি ৯।১০ মিনিটের সময় মহাসমাধিতে লীন হইলেন। সেই দিব্য দেহ পরদিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল। চন্দন কাষ্ঠ ধূপ দীপ জ্বলিয়া উঠিল।

দেহ ভস্মীভূত হইল কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে বাণী কি স্তব্ধ হইয়াছে? কে বলে সে বাণী চিরদিনের মত নীরব? অন্ধ, মূর্খ—জাননা তিনি স্বয়ং নিজে বলিয়াছেন "আমি অশরীরী বাণী।" এ যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশক্তির বাঙ্ময়ী লীলা! ঐ শোন জলদ-গম্ভীর স্বরে, আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া হৃদয় মন মথিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছে—শ্রীবিবেকানন্দ বাণী! এই বাণী অমর ভাস্বর ও চির জ্যোতির্ম্ময়! এস আমরা শ্রদ্ধাভরে সেই বিবেকানন্দের বাণী ধ্যান করি। বর্ত্তমান যুগে ইহাই ভবসমুদ্রের আলোকস্তম্ভ।

১, ডোভার লেন
বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

বিবেকানন্দ-বাণী

আত্মতত্ত্ব

১। আত্মা কি? আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানিতে পারা যায় না। আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরম পুরুষের জ্ঞান বাহ্য জগৎ হইতে পাওয়া যায় না। অন্তর মধ্যে, আত্মার মধ্যে উহার অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্য জগৎ আমাদিগকে সেই অনন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে না। অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই, বিশ্লেষণেই পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব।

২। জীবাত্মা সকল অনাদি অনন্ত, তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। প্রত্যেক আত্মায় সর্ব্ববিধ শক্তি আনন্দ পবিত্রতা সর্ব্বব্যাপিতা ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন। এই গুরুতর তত্ত্বটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে, সে যতই দুর্ব্বল বা মন্দ হউক, সে বড়ই হউক ছোটই হউক, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন। আত্মা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই।

৩। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃভাব তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা "সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাব" এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। সেই কারণেই ভারতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তির্য্যগ্ জাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্ত্তমান। এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

৪। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় Soul ও Mind এই দুইটি কথায় বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত আত্মা ও ইংরাজী Soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচী। আমরা যাহাকে মন বলি, পাশ্চাত্যেরা তাহাকে Soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে আত্মা সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান কোন কালে ছিল না। প্রায় বিশ বৎসর হইল, সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞান পাশ্চাত্য প্রদেশে আসিয়াছে।

৫। আমাদের এই স্থূল শরীর রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে মন। কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় নির্ম্মিত। উহাই জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে—কিন্তু উহার পশ্চাতে Soul বা মানুষের আত্মা রহিয়াছে। এই আত্মা শব্দ Soul বা Mind শব্দের দ্বারা অনূদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদিগকে সংস্কৃত 'আত্মা' শব্দ অথবা আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুযায়ী Self শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, আত্মা,—মন ও স্থূল শরীর উভয় হইতেই পৃথক্; এই ধারণাটি মনের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে রাখিতে হইবে। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যে সময়ে উহা সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনই উহার আর জন্ম মৃত্যু হয় না —তখন উহা স্বাধীন হইয়া যায়,—ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য স্বাধীন বা মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ উহা তেমনি লিঙ্গ বর্জ্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহ সম্বন্ধেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী পুং ভেদারোপ ভ্রমমাত্র, শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্ব্বদাই একরূপ।

৮। মানুষ তখন নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয়—যে আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, যাঁহাকে কোন যন্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনন্ত, জন্মরহিত, মৃত্যুশূন্য, যাঁহার মহিমার সম্মুখে চন্দ্র সূর্য্য সমূহ এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিন্দুতুল্য প্রতীয়মান হয়, যাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমাদিগকে এই মহিমময় আত্মার প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে—তবেই বীর্য্য আসিবে।

৯। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র, আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, পরন্তু আপনাকে তেজস্বী সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়।

১০। এই সকল গুণ-সম্পন্ন হইতে হইলে তোমাদের সন্তানদিগকে প্রথমে আত্মার মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা কেবল বেদান্তেই পাইবে। উহাতে অন্যান্য ধর্ম্মের মত ভক্তি উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে—যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বটে; কিন্তু আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবন, শক্তিপ্রদ ও অতি অপূর্ব্ব। বেদান্তেই কেবল সেই মহান্ তত্ত্ব নিহিত, যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

১১। কেবল সদসৎ বিচার কর্‌বি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন কর্‌বি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। আর সবই মায়া—ভেল্‌কী বাজী! আত্ম-তত্ত্ব জান্‌বার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ-জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব; এতে যে বাধা বিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপ সকল বিষয় উপেক্ষা কোরে একমনে আপনার Goal এর (উদ্দেশ্যের) দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার।

১২। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে—সেদিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে আমি আমি কর্‌ছে! এইটাই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকে জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্ত্তমান।

১৩। এই সকল ব্যবহারিক সত্তা যতক্ষণ আমি জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ পাপ বলে, সেটি দুর্ব্বলতার ফল—'আমি দেহ' এই অহংভাবেরই রূপান্তর। যখন আমি আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুমি পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয়ে যাবে। ঠাকুর বল্‌তেন্, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

১৪। আত্মজ্ঞান লাভই সকল সাধনার, সকল পথের উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়েও কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন কর্‌তে পারিস্ ত আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত—হয়ে বসে থাকা?

১৫। এক দেবতা ও এক অসুর উভয়েই এক মহাপুরুষের নিকট আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন "তুমি যাহা অন্বেষণ করিতেছ তাহাই তুমি।" তাহারা ভাবিল তবে দেহই "আত্মা"। তখন তাহারা উভয়েই "আমাদের যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি" মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা যাইয়া আপন আপন স্বজনের নিকট বলিল "যাহা শিক্ষা করিবার তাহা সমুদয়ই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আইস ভোজন, পান ও আনন্দে উন্মত্ত হই—আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।" সেই অসুরের স্বভাব অজ্ঞান-মেঘাবৃত ছিল, সুতরাং সে আর এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইল, সে আত্মা শব্দে দেহকে বুঝিল।

কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল। তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে "আমি" অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখা, সুন্দর বসনাদি পরিধান করান ও সর্ব্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাঁহার প্রতীতি হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে, "দেহই আত্মা", দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো, আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কি এই যে 'শরীরই আত্মা'? কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সকল শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই।" আচার্য্য বলিলেন, "তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় কর; 'তুমিই তাহা'।"

তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতরে যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন—"গুরো, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?"

গুরু বলিলেন, "স্বয়ং ইহা নির্ণয় কর, 'তুমিই তাহা'।" সেই অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনর্ব্বার গুরুর নিকট হইতে আসিয়া ভাবিলেন, তবে মনই আত্মা হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন বা সাধুবৃত্তি কখন বা অসৎবৃত্তি উঠিতেছে; মন এত পরিবর্ত্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "মন আত্মা, আমার ত ইহা বোধ হয় না, আপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন?" গুরু বলিলেন, "না, তুমিই তাহা। তুমি নিজেই উহা নির্ণয় কর।" এইবার সেই দেবপুঙ্গব আর একবার ফিরিয়া গেলেন, তখন তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, "আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা, আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জলও গলাইতে পারে না, আমি অনাদি জন্মরহিত অচল অস্পর্শ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ। আত্মা শরীর বা মন নহে, আত্মা এ সকলেরই অতীত।" এইরূপে দেবতার জ্ঞানোদয় হইল ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃপ্ত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুর বেচারার কিন্তু সত্য লাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল।

১৬। নানাবিধ বিদ্যাদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা কিম্বা বহুবার বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন। তাঁহার নিকটেই আত্মা স্বরূপ প্রকাশ করেন। এ স্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন। অত্যন্ত প্রিয়কেই বরণ করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিবেন। এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন 'যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমন ভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।'

১৭। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয় ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে সহজ জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত নহে।

১৮। দুর্ব্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। সবল শরীরে যদি তুই যত্ন করে ভাল ভাব একবার দিতে পারিস্ তাহলে তারা যত শীগ্‌গীর তা কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে পারবে, হীনবীর্য্য লোক তত শীগ্‌গীর পারবে না। দেখ্‌ছিস্ না, ক্ষীণ শরীরে কাম ক্রোধের বেগ ধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শীগ্‌গীর রেগে যায়—শীগ্‌গীর কামমোহিত হয়। ঠাকুর বলতেন "শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগুণ-নিগু´ণ

১। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে —সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্ব্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা—জগতের অনাদি জনক জননী। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য ভেদ। মুক্তি অর্থে তাঁহার সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্তি। সেই নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না; কারণ, চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা যাইতে পারে না; কারণ, বিচার ও সসীমতা—দুর্ব্বলতার চিহ্ন-স্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না; কারণ, বদ্ধ ভিন্ন মুক্তপুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহ কোন কর্ম্ম করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? অভাব না থাকিলে কেহ কোন কার্য্য করে না। তাঁহার আবার অভাব কি?

২। বেদে তাঁহার প্রতি "সঃ" শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। "সঃ" শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট না হইয়া নির্গুণভাব বুঝাইবার জন্য 'তৎ' শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "সঃ" শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলে ব্যক্তিবিশেষ বুঝাইত, তাহাতে জীব জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচিত করিত। নির্গুণবাচক 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'তৎ' শব্দ বাচ্য নির্গুণব্রহ্ম প্রচারিত হইয়াছে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ বলে।

৩। এই নির্গুণ পুরুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সেই সর্ব্বপ্রাণীর মূল কারণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ নির্গুণ পুরুষের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নির্গুণ পুরুষ হইতে আমাদিগকে পৃথক ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি, আর এই অনির্ব্বচনীয় নির্গুণ সত্তার সহিত আমাদের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি।

৪। তখনই তুমি ইহা বুঝিবে, যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ জানিবে—যখন তুমি জানিবে, অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। তখনই আমরা বুঝিব, কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতি-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়। অদ্বৈত-বাদের কথা বলিতে গিয়া আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি।

৫। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়া 'আমি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞান সহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না। ভয়? কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না, মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু মাত্র।

৬। নির্গুণ ব্রহ্মবাদই সর্ব্বপ্রকার নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য ভালবাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই। প্রাণী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আত্মতুল্য প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণি-বর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। "অবাঙমনসোগোচরম্" কথাটা এই সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্রহ্ম' একথা সাধক যখন ভাব্‌ছে বা বল্‌ছে, তখনও 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ পৃথক থাকে—দ্বৈত ভাণ থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থা লাভের জন্য বারংবার চেষ্টা করেও আর আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানানতে বল্‌লেন—"দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাক্‌লে মা'র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না; কাজ করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।"

৮। ঠাকুর বলতেন, "একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতকামে ঐ নির্ব্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিন মাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সৃষ্টিতত্ত্ব

১। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এমন সময়ই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে।

২। সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার কে যেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, তখন পূর্ব্বের ন্যায়ই সমবায়, পূর্ব্বের ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙ্গিয়া যায়—ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার লীন হইয়া যায়। আবার বাহির হইয়া আসে। অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গতুল্য গতিতে একবার সম্মুখে আরবার পশ্চাতে আসিতেছে। দেশকাল এবং অন্যান্য সমুদয়ই এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই কারণেই সৃষ্টির আরম্ভ আছে বলা সম্পূর্ণ পাগলামি মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। এই হেতু যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে তখনই কোন যুগ বিশেষের আদি ও অন্ত বুঝিতে হইবে, উহার অন্য কোন অর্থ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। আমাদের সৃষ্টি ইংরাজী Creation নহে। Creation বলিতে ইংরাজীতে 'কিছু-না হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব' এই অপরিণত মতবাদ বুঝাইয়া থাকে। আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া তোমাদের বুদ্ধির ও বিচার শক্তির অবমাননা করিতে চাহি না।

৪। কে এই সৃষ্টি করিতেছেন? ঈশ্বর। ইংরাজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য, ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ, নিত্য-জাগ্রত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, অখণ্ড। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন।

৫। ঈশ্বর কে? "যাঁহার দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে" —তিনি ঈশ্বর—"অনন্ত-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পরম-কারুণিক গুরুর গুরু"। আরও সকলের উপর "তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।"

৬। এইগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? জ্ঞানী 'নেতি নেতি' করিয়া যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি ও ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটি? না, সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবান্ও বটেন, তিনি সগুণ নির্গুণ উভয়ই। সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহেন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।

৭। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাউক—ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে তাহারা এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে। উৎপত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতে গূঢ়ভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে তাহারা এক, কিন্তু যখন উহারা বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেইরূপ থাকে, ততদিন তাহারা পৃথক্ পৃথক্। মাটির ইঁদুর কখন মাটির হাতী হইতে পারে না। কারণ গঠিতাবস্থায় বিশেষ আকৃতিই তাহাদের বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ আকৃতিহীন, মৃত্তিকা হিসাবে উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমন দ্বারা সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি—ঈশ্বরও অনাদি।

৮। গুরু মহারাজ বল্‌তেন, "এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নাম যশের জন্য পাগল, আর জন কতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিষের জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদ্‌লে যায়—মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিম্বা কোন অন্যায় কর্ম্ম হতে পারে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু

১। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মায় শক্তি সঞ্চার আবশ্যক। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক। যেখানেই এই উভয়টিই বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়।

২। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে, আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্ম্ম-পিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে। যথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্ম্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী প্রাণের ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্যলাভের জন্য এই চেষ্টা সমুদয় বৃথা হইতেছে, তখনই এইরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কি না।

৩। তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্য্যের প্রকাশ করিতে আর মশালের আবশ্যক হয় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। সূর্য্য উঠিলে আমরা আপনা আপনি জানিতে পারি যে, উহা উঠিয়াছে; আর জীবোদ্ধারের জন্য লোকগুরুর আগমন হইলে আত্মা স্বভাবতঃই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্য্যালোক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ—উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই, উহা স্বপ্রকাশ।

৪। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে "মাত্র কার্য্য বিচারণা"। এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"।

৫। গুরুর সম্বন্ধে এইটুকু বুঝা আবশ্যক যে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হন। শাস্ত্রের মর্ম্ম যিনি জানেন, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাচার্য্য। আর যাঁহাদের কিছু শিখাইবার নাই, তাঁহারা হয়ত একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ড পুস্তক রচনা করিলেন। সেই শব্দের আদি কি, কে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিত, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ—এইরূপ বিষয় লইয়াই তিনি হয়ত আলোচনা করিয়া গেলেন।

৬। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন—"এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছলো, তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আমগাছ, কোন্ গাছে কটা আম হয়েছে, এক একটা ডালে কত পাতা, বাগানটির কত দাম হতে পারে, ইত্যাদি নানারকম বিচার কর্‌তে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটি করে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। বল দেখি কে বুদ্ধিমান্? আম খাও পেট ভরবে, কেবল পাতাগুণে হিসাব কিতাব করে লাভ কি?" এই পাতা ডালপালা গণা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য ইহারও উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে নহে। যাহারা এইরূপ পাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে একটিও ধর্ম্মবীর বাহির করিতে পারিবে না।

৭। ধর্ম্ম—যাহা মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের সর্ব্বোচ্চ গৌরবের জিনিস, তাহাতে পাতাগণারূপ অত পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে, কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন, বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় যে কর্ত্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহার অনুসরণ করাই তোমার আবশ্যক। উহার সম্বন্ধে অথবা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায় তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতী তর্ক বিচারে শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া আমরা আম খাইতে থাকি, এস।

৮। গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, "গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন, না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, সেইটি লইয়াই আমাদের কাজ করা আবশ্যক।" একথা ঠিক নয়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আচার্য্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্ম্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আবার ধর্ম্ম কি শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখা আবশ্যক; তারপর তিনি কি বলেন, তাহা দেখিতে হইবে।

৯। গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিক স্পন্দন বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনা বশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্য্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে।

১০। গুরুর উদ্দেশ্য কি দেখা আবশ্যক, গুরু যেন অর্থ, নাম বা যশরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন, সমুদয় মানবজাতির প্রতি পবিত্র প্রেমই যেন তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমসূত্রের মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, যথা, লাভ বা যশের ইচ্ছা, এক মুহূর্ত্তেই এই সূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে শুদ্ধসত্ত্ব হইতে ও ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে শিক্ষা দিতে পারেন।

১১। যদি দেখ, গুরুতে এই সব লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান, তবে জানিবে, তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে। যেহেতু, তিনি যদি হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, হয়ত অসাধুভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। "যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ, কাম-গন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ" তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

১২। গুরুই ধর্ম্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত সেই সম্বন্ধ আমাদেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার আজ্ঞাবহতা ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম বিকাশ হইতেই পারে না।

১৩। সাধারণ গুরুশ্রেণী হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন —ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শদ্বারা, এমন কি, কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুরাচার ব্যক্তিও মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। ইঁহারা

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকেই আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য। এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই।

১৪। শাস্ত্রে আমরা পড়িয়া থাকি, যিনি বেদের সার মর্ম্ম বুঝেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি অর্থলোভে বা অপর কোন উদ্দেশ্যে লোককে শিক্ষা দেন না, যাঁহার কৃপা অহৈতুকী, বসন্ত ঋতু যেমন বৃক্ষলতাদির নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, কিন্তু যেমন বসন্তাগমে বৃক্ষলতাদি সতেজ হইয়া উঠে, উহাদের নূতন ফলপত্র মুকুলাদির উদ্গম হয়, সেইরূপ যাঁহার স্বভাবই লোকের কল্যাণ সাধন, যিনি উহার পরিবর্ত্তে কিছু চাহেন না, যাঁহার সারা জীবনই অপরের কল্যাণের জন্য, এইরূপ লোকই গুরুপদবাচ্য, অন্যে নহে।

১৫। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। একটি সাধারণ জড়জগতের দৃষ্টান্ত ধরুন—যদি কোন ব্যক্তি সু-বীজের টিকা না লন, তাঁহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের ভয় আছে। সেইরূপ অসদ্ গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ জিনিস শিখিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে এই কুলগুরুর ভাবটি উঠিয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। গুরুর কার্য্য যেন ব্যবসায়ে পরিণত না হয়। ইহাকে নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কোন ব্যক্তিরই আপনাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে কুলগুরুপ্রথা যে অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাহা সমর্থন করা উচিত নহে।

১৬। প্রথমে চাই—মনুষ্যত্ব—মানুষজন্ম, ইহাতেই মুক্তি লাভের বিশেষ সুবিধা। তারপর চাই—মুমুক্ষুতা। মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুতা কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য—প্রবল আগ্রহ, এই সংসারে প্রবল ঘৃণা। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি ঈশ্বর লাভের অধিকারী হইয়াছ। তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ। গুরুপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক।

১৭। গুরু ব্যতীত সাধন ভজন কিছুই হতে পারে না। বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস কর্‌তে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে আসে; কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না।

১৮। কাহাকে গুরু করিব? যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন—শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে সে গুরু হইতে চাহে। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চাহে। 'অবৃজিন' যিনি নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যাঁহার কেবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি অহেতুক-দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নাম বা যশের জন্য উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে করতলামলকবৎ করিয়াছেন, তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বরলাভ—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সুগম হইবে। তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে, কখনই উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টি যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে।

১৯। ঠাকুর বল্‌তেন 'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা'। কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কিরে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়েছেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যাঁর নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দিবেন। ঈশ্বরের শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃত পক্ষে এটি কার্য্যে পরিণত করতে পারে, এরূপ লোক শতাব্দীর ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখ না—সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্ব্বান্তঃকরণে বল, 'প্রভো, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক'।

২১। শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগতত্ত্ব

১। রাজযোগ-সাধনে কোনপ্রকার বিশ্বাসের আবশ্যক করে না। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না, রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। এই রাজযোগ সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসের কিয়দংশ শরীর সংযম বিষয়ক। কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষ মাত্র, আর মন শরীরের উপর কার্য্য করে, এ সত্যে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়। মনের অস্থিরতা হেতু শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকের মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন।

২। অধিকাংশ মনুষ্যই পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। কারণ, অনেক স্থলে সামান্য পশুপক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংযমের শক্তি বড় অধিক নহে। আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য, শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের—দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় আসিবে। এইরূপ মন যখন আমাদের অনেকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশে আসিবে, তখন আমরা ইচ্ছামত উহাকে কাজ করাইতে ও ইচ্ছামত উহার বৃত্তিসমূহকে একমুখী হইতে বাধ্য করিতে পারিব।

৩। সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে উক্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ বুঝিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। রাজযোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

৪। রাজযোগ অষ্টাঙ্গ-যুক্ত। ১ম—যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। ২য়—নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। ৩য়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ—প্রাণায়াম। ৫ম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্ম্মুখী করা। ৬ষ্ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম—ধ্যান। ৮ম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের সাধন। ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগসাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদিগের অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না।

৫। যোগী কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও হিংসাচরণ করিবেন না, শুদ্ধ যে মনুষ্যকে হিংসা না-করিলেই হইল, তাহা নহে, অন্য প্রাণীর প্রতিও যেন হিংসা না থাকে; দয়া কেবল মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমুদয় জগৎকে আলিঙ্গন করে।

৬। যম ও নিয়মের পর আসন। যতদিন না খুব উচ্চাবস্থা লাভ হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মমত কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটি আসন অভ্যাসের আবশ্যক। যাঁহার যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তাঁহার সেই আসন করিয়া বসা কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহাকেই আসন বলে। একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়ত তাহা কঠিন বোধ হইবে।

৭। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, যোগসাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কার্য্য হইতে থাকিবে। স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের নূতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; সুতরাং আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক। ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে, আর বক্ষঃদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে—দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষঃদেশ যদি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ উচ্চতত্ত্ব চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহা তুমি সহজেই দেখিতে পাইবে।

৮। সর্ব্বদা অভ্যাস আবশ্যক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার, কিন্তু অভ্যাস না করিলে তুমি একবিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সমুদয়ই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলে এ সকল তত্ত্ব কিছুই বোঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না।

৯। রাজযোগের এই ভাগটি হঠযোগের সহিত অনেক মিলে। হঠযোগ কেবল স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত। ইহার উদ্দেশ্য কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। উহা একদিনে শিক্ষা করিবারও যো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। আর উহাদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজবশে আনিতে না পারেন; হৃদয়যন্ত্র তাঁহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে—শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারেন। মানুষ কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, ইহাই হঠযোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। 'আমার যেন পীড়া না হয়' হঠযোগীর দৃঢ়সঙ্কল্প; এই দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্য তাঁহার পীড়াও হয় না, তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন, শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। দেড়শত বৎসর বয়স হইয়া গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ যুবা বা সতেজ রহিয়াছেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই। কিন্তু ইহার ফল এই পর্য্যন্তই।

১০। হঠযোগীদের দুই একটি সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী; শিরঃপীড়া হইলে, শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত দিনই তোমার মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দ্দি লাগিবে না। নাসিকা দিয়া জল পান করা অতি সহজ। নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া গলার ভিতর জল টানিতে থাক,—ক্রমশঃ জল আপনা আপনিই ভিতরে যাইবে।

১১। আসন সিদ্ধ হইলে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ী শুদ্ধি করিতে হয়। প্রাণয়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আইসে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার অভ্যাস করিলে একপক্ষ অথবা একমাসের মধ্যে নাড়ী শুদ্ধি হয়, তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।

১২। দেখা যাউক, চিত্তবৃত্তি নিরোধের সহিত প্রাণায়ামের কি সম্বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দেহ যন্ত্রের গতি-নিয়ামক মূলযন্ত্র (Fly-wheel)। একটি বৃহৎ এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, একটি চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে, সেই এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি পর্য্যন্তও গতিশীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক চক্র (Fly-wheel)। উহাই এই শরীরের সর্ব্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্যক, তাহা যোগাইতেছে ও ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

১৩। অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়া বিশেষ, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্প সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপায় মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম।

১৪। যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্নপ্রান্তে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম অবস্থিত। যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদিগের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুণ্ডলিনীশক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন ঐ কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, আর যতই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের স্তরের পর স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে, আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্যদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অদ্ভুত শক্তিলাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক হইয়া যান এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্তভাব উপলব্ধি করেন।

১৫। এক্ষণে প্রাণায়ামের ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা যাউক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরকে ঠিক সোজাভাবে রাখিতে হইবে। মেরুমজ্জাটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি উহা মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নহে। বক্র হইয়া বসিলে, উহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দভাবে থাকে। বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজের ক্ষতি হয়। শরীরের তিনটি ভাগ, যথা—বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক, সর্ব্বদা একরেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে।

১৬। তৎপরে স্নায়ুগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্নায়ুগুলির উপরও তাহার কতকটা প্রভাব আছে। এই জন্যই শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগ তালে তালে (rhythmical) করা আবশ্যক। আমরা সচরাচর যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তাহা শ্বাস-প্রশ্বাস নামের যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার স্ত্রীপুরুষের ভিতরের শ্বাস-প্রশ্বাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

১৭। প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়া এই ;—ভিতরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও বাহিরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহযন্ত্রটির অসামঞ্জস্য ভাব বিদূরিত হইবে। কিছুদিন ইহা অভ্যাস করিবার পর, এই শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের সময় ওঙ্কার অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। ভারতের প্রাণায়ামের শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য এক, দুই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন, চারি এই ক্রমে গণনা না করিয়া আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এইজন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় ওঙ্কার অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে। এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ক্রমশঃ যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিতেছে। তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি? উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নহে। একবার এই বিশ্রান্ত অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্নায়ুগণ পর্য্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে আর তখন বুঝিবে যে, পূর্ব্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রামসুখ সম্ভোগ কর নাই।

১৮। সহজ উপায়—প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা উভয় নাসিকা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ ও সুষুম্নার মূল দেশে আঘাত করিতেছ, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। তৎপরে বাম নাসিকা তর্জ্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর ও পুনরায় পূর্ব্বের মত উভয় নাসারন্ধ্রই বন্ধ কর।

১৯। আর এক প্রকার (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই, ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বাহিরে ধীরে ধীরে রেচন করিয়া বাহিরেই শ্বাস কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিয়া রাখ; সংখ্যা পূর্ব্ব প্রাণায়ামের মত। পূর্ব্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে পূর্ব্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এ ক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়ামটি পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নয়। উহা প্রাতে চারবার ও সায়ংকালে চারবার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পার। ক্রমশঃ দেখিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে ছয় বৃদ্ধি করিতে পার। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।

২০। বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়াটি কঠিনও নয়, আর উহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। প্রথম ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্ত ভাব আসিবে। উহার সহিত ওঙ্কার যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি অন্য-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয়ত খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুণ্ডলিনী জাগরিত হইবেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস করিবেন তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে। কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইবে।

২১। আমি পূর্ব্বেই মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তি-প্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যদেশস্বরূপ সুষুম্নার কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোগীরা বলেন, সাধারণ জীবের এই সুষুম্না বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের কার্য্য অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন করা, তাহা সকল প্রাণীতেই প্রকাশ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। কেবল যোগীরই এই সুষুম্না উন্মুক্ত থাকে। সুষুম্না দ্বার খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য দিয়া স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয়, জ্ঞানাতীত, পূর্ণ-চৈতন্য ইত্যাদি নামধেয় অবস্থা লাভ করে। তখন আমরা বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিয়া যাই, তখন আমরা এমন একস্থানে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পঁহুছিতে পারে না। এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য।

২৩। পূর্ব্বে যে সকল শক্তি-বহন-কেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে তাহারা সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় উহাদিগকেই পদ্ম বলে; পদ্মগুলির মধ্যে সকলের নিম্নদেশস্থটি সুষুম্নার সর্ব্বনিম্নভাগে অবস্থিত। উহার নাম (১ম) মূলাধার, তৎপরে (২য়) স্বাধিষ্ঠান, পরে (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্ব্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক। সর্ব্বনিম্নদেশবর্ত্তী মূলাধার ও সর্ব্বোচ্চদেশে অবস্থিত সহস্রার। সর্ব্বনিম্ন-চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই শক্তিকে সেই স্থান হইতে লইয়াই মস্তিকস্থ সর্ব্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে।

২৪। এই সাধনের প্রথম ফল এই যে তোমার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। মুখের শুষ্কতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হইবে। মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির হইবে। দ্বিতীয়তঃ তোমার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী একটিও দেখি নাই, যাঁহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস অভ্যাসের পরই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে।

২৫। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ, ইহা মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। যাহার মস্তকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণ ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান্ ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজো ধাতুর শক্তি। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে, তাহা নহে, তবু তাহার কথায় লোকে মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত-ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যেকোন কার্য্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়।

২৬। যোগীরা বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করেন। কামজয়ী নর-নারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্ব্বদেশে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই দেখিতে পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধর্ম্মভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজঃ—সবই চলিয়া যায়।

২৭। নিজ মন সংযম করিতে সর্ব্বদাই নিজ মনের সহায়তা লইবে, আর এটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, তুমি যদি রোগগ্রস্ত না হও, তবে তোমার বহির্দ্দেশস্থ কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে না; আর যেকোন ব্যক্তি তোমায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত বড় সাধুই হউন না কেন, তাঁহার সঙ্গ দূর হইতে পরিহার করিবে।

২৮। মনুষ্য-মন উন্মত্ত বানরের তুল্য। মন ত স্বভাবতঃই নিয়ত চঞ্চল, আবার উহা বাসনারূপ মদিরাতে মত্ত, ইহাতে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন সুখী লোকদিগকে দেখিলে ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে আবার যখন অহঙ্কাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন, সে আপনাকেই বড় বলিয়া বোধ করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! সুতরাং ইহাকে সংযম করা কি কঠিন!

২৯। অতএব মন সংযমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দাও। ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও, মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফ ঝম্প করুক, ক্ষতি নাই। কথায় বলে জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, ইহা অতি সত্য কথা। যতক্ষণ না মনের ক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করিতে পারিবে, ততক্ষণ উহাকে সংযম করিতে পারিবে না। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় দেখিতে হইবেই হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মত যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা প্রমাণ করিতে গেলে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযম করা ও উহাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গোলকে সংযুক্ত হইতে না দেওয়াই প্রত্যাহার। ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা একদিনে হইবার নহে, অনেক দিন ধরিয়া ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত ক্রমাগত বহুবর্ষ অভ্যাস করিলে তবে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ করা—মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া ভিতরদিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে, তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান্ হইব। যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন অথবা কেন্দ্রগুলি হইতে সরাইয়া লইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে।

৩০। প্রত্যাহারের পর ধারণা—ধারণা অর্থে মনকে দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অথবা বহির্দ্দেশস্থ কোন দেশবিশেষে ধারণ বা স্থাপন করা। মনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণ করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন এক বিশেষ অংশ অনুভব করিবার জন্য বলপূর্ব্বক নিযুক্ত রাখা। মনে কর,—যেন আমি মনকে হস্তের উপর ধারণ করিলাম, শরীরের অন্যান্য অবয়ব তখন চিন্তার অবিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। যখন চিত্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে আবদ্ধ হয় তখন উহাকে ধারণা বলে। এই ধারণা নানাবিধ। যদি মনকে কোনস্থানে ১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বাদশগুণিত হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বাদশগুণ হইলে এক সমাধি হইবে।

৩১। এই ধারণা অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়মধ্যস্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণা করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায় এই যে, হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা যেন জ্যোতিঃতে পূর্ণ—চারিদিকে সেই জ্যোতিঃআভা বিকীর্ণ হইতেছে, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ সহস্রদল কমল অথবা সুষুম্নার মধ্যস্থ চক্র-গুলিকে জ্যোতির্ম্ময়রূপে চিন্তা করিবে।

৩২। যোগীর প্রতিনিয়তই অভ্যাস আবশ্যক। তাঁহাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নানারূপ লোকের সঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার বেশী কথা কওয়া উচিৎ নয়। কথা বেশী কহিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর মনসংযম করা যায় না। যিনি এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পশালী হইয়া কথিত নিয়মে চলিতে পারেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। সৎকর্ম্মের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, অতি অল্পমাত্র সৎকর্ম্ম করিলেও মহাফল লাভ হয়। ইহাতে অনিষ্ট কাহারও হইবে না, বরং ইহাতে সকলেরই উপকার হইবে।

৩৩। একটি ভাবকে নূতন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেটির নূতনত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া গেলে পুনরায় আর একটি নূতন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে ক্ষয় হইয়া যায়। সাধন করিবার সময় এইরূপ নূতন ভাব-প্রিয়তা-রূপ বিপদ আইসে। একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই থাক। উহার শেষ পর্য্যন্ত দেখ। উহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বের উন্মেষ হয়। আর যাহারা এখানকার একটু ওখানকার একটু এইরূপ অম্লাস্বাদনবৎ সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে, তাহারা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। একটি ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে থাক। শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদাই উহা লইয়াই থাক। আর যাহারা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে।

৩৪। অন্তরঙ্গ সাধনগুলির লক্ষ্য—একাগ্রতালাভ। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভই রাজযোগের চরম লক্ষ্য।

৩৫। যখন রজনীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয় ও যখন দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, এই দুই সময়ে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে। খুব প্রত্যূষ ও গোধুলি এই দুইটি সময় মনঃ স্থৈর্য্যের অনুকূল। এই দুই সময়ে শরীর যেন কতকটা শান্তভাবাপন্ন হয়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন করা আবশ্যক। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য নাশ করিয়া দিবে। স্নান, পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আহার অকর্ত্তব্য।

৩৬। তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, তাহারা সাধনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ ব্যবহার করিও না, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ গৃহে প্রবেশ করিও না। এ গৃহে সর্ব্বদা পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্র সকল রাখিবে, যোগীর পক্ষে উহাদের সন্নিকটে থাকা বড় উত্তম। প্রাতে ও সায়াহ্নে তথায় ধূপ ধুনাদি প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা যেন না হয়। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইবে; এমন কি যখন কোন প্রকার দুঃখ অথবা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। মন্দির, গীর্জ্জা প্রভৃতি করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল।

৩৭। যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহারা যেখানে ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত চালাইয়া দাও। মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন, সকলেই শান্তিলাভ করুন, সকলেই আনন্দলাভ করুন; এইরূপে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে পবিত্র চিন্তা প্রবাহ প্রবাহিত কর। এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে। তৎপরে যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন—অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নহে; জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বোন্মেষের জন্য প্রার্থনা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অপর সমুদয় প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তৎপরে ভাবিতে হইবে, আমার দেহ বজ্রবৎ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার মুক্তির একমাত্র সহায়।

৩৮। সাধনের অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। ১ম ব্যাধিগ্রস্ত দেহ—শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এই জন্যেই শরীরকে সুস্থ রাখা আবশ্যক। কিরূপ পানাহার করিয়া কিরূপে জীবন যাপন করিব, এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষণের উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সাধনের একটি উপায় মাত্র, ইহা যেন আমরা কখনও না ভুলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য হইত, তবে ত আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

৩৯। দ্বিতীয় বিঘ্ন সন্দেহ। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাধন বিষয়ে তোমার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।

৪০। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতিদূরে কোন শব্দ কথাবার্ত্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এসকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। মন-শুদ্ধ হলে, কাম-কাঞ্চনে বীত-স্পৃহ হলে কত Vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভূত অদ্ভূত। তবে ওতে খেয়াল রাখতে নাই। ঐ সকলে দিন রাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না।

৪১। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্ত সংযম করিলে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু এইটি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল সিদ্ধির আর স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, উহা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের কিঞ্চিৎ সহায়মাত্র। আমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য—'আত্মার মুক্তি'।

৪২। যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্ত্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ, ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐসবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি তপস্যা, যোগসাধন, এমন কি, ঔষধবিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধি লাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, তাতে চারিদিকে ধর্ম্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

৪৩। শাস্ত্রে যাকে সমাধি বলা হয়েছে, সে অবস্থা ত আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কাহারও হলেও অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল? সেজন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন জ্ঞানে সেবাপর হয়ে, প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন। আবার এও বলেছেন যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি অবস্থা ঘটে, নতুবা 'কর্ম্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

৪৪। এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদিভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৫। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে পারে না। সামান্য সিদ্ধ্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতিকে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে, আর ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে—"শরীর আমার—আমি শরীরের নহি।"

৪৬। কোন লোকই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও শরীরের পরিবর্ত্তন নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। 'শরীর' আর কি? উহা কতকগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পরমাণু-সমষ্টি মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তোমার সম্মুখে ঐ নদীতে জলরাশি দেখিতেছ; ঐ দেখ মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা চলিয়া গেল ও নূতন আর এক জলরাশি আসিল। যে জলরাশি আসিল তাহা সম্পূর্ণ নূতন বটে, কিন্তু দেখিতে ঠিক প্রথম জলরাশির সদৃশ। শরীরও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। শরীর এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও উহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ, শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই।

৪৭। প্রকৃতি সাংখ্যমতে ত্রিগুণময়ী, সংস্কৃত ভাষায় ঐ গুণত্রয়ের নাম তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব। বাহ্য জগতে প্রকাশিত ঐ তিনটিকে আমরা যথাক্রমে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ও এতদুভয়ের সংযম, এই আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। সত্ত্ব সংযমাত্মক, রজঃ বিকর্ষণ এবং তমঃ আকর্ষণ। তমঃ অন্ধকার বা কর্ম্মশূন্যতারূপে ব্যাখ্যাত। রজঃ কর্ম্মশীলতা। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই উপাদানত্রয়-নির্ম্মিত। আমাদের সকলের ভিতর দেখিতে পাই, কখন তমঃ প্রবল হইল, আমরা আলস্য-পরায়ণ হইলাম, আমরা যেন আর কোনদিকে নড়িতে পারি না, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কতকগুলি ভাব সমষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাস হইয়া পড়ি। আবার কখন কখন কর্ম্মশীলতা প্রবল হইল; অন্য সময়ে আবার উভয়েই সংযত হইল, মনে শান্তভাব আসিল, ইহাই সত্ত্ব। এইরূপ সমুদয় সৃষ্টজগতে—পশু, উদ্ভিদ্‌, মানুষ সকলেই আমরা এই সকল বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

৪৮। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ। আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা এই সব। সত্ত্বগুণ যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এইসব লক্ষণ জানবি, পরের জন্য সর্ব্বস্বপণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, নিরভিমানিত্ব অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal food (আমিষাহারের) ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখ্‌বি—মনে ঐসব গুণের স্ফুর্ত্তি নাই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জানবি, হয় ভণ্ডামি, না হয় লোক দেখানো ধর্ম্ম। তোর যখন ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণের অবস্থা হবে, তখন আমিষাহার ছেড়ে দিস্‌। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্পবিস্তর বিচার করতে হবে।

৪৯। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' —এইস্থানে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জ্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময় সেইরূপ ধীর। অর্জ্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সত্ত্বগুণী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা তমোগুণী।

৫০। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংস। কারণ, শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু তথায় বুঝিতে হইবে, ঐ তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই নাই। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসেন। এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও। ঠিক সেইভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা—তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী রোগী শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ ত তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'।

৫১। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান আর যিনি সর্ব্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদভাবে উপলব্ধি করে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলকেই যিনি ভালবাসেন, সকলের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যিনি একটির পক্ষপাতী হয়ে অপরটির নিন্দা করেন, তিনি জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন, তিনি জুয়াচোর।

৫২। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুন-বর্জ্জিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও। সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্তভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হতে পারে।

৫৩। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম গন্ধ থেকে ত দূরে থাকতেই হয়, তা ছাড়া, স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ করতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান-যোগ

১। এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। 'যখন এইরূপ ভগবৎ-স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন।

২। একটা বিষয়ে সদাসর্ব্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক পৃথক অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করছে। আমাদের মনের ভিতরও এইরূপ বৃত্তি-প্রবাহ চলেছে, তবে আমাদের ভিতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর ঐরূপ কার্য্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা অযোগী তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

৩। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলে সেই মন যেকোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করিতে পারা যায়। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস কর্ত্তে হয়। যেকোন সামান্য সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তন ও প্রচার করে গেছেন। তার পর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, একথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্যটার দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার যো নেই।

৫। সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগ্‌গীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্‌তে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠ্‌ছে সেগুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। ঐরূপ দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তা তরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে মনের সঙ্কল্পবৃত্তি।

৬। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিস্থ হয়—উহার নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে—তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যকচৈতন্যে গলে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি। দুরকম সমাধি আছে—এক রকম হচ্ছে সবিকল্প—এতে একটু দ্বৈতের আভাষ থাকে। আর এক রকম হচ্ছে নির্ব্বিকল্প—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞাতাজ্ঞেয় অভেদ হয়ে যায়।

৭। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা আপনি খুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জানতে পাচ্ছিস না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান করবার পূর্ব্বে যখন নাড়ীশুদ্ধি করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, "জাগ মা," "জাগ মা"! ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস করতে হয়। ভাবপ্রবণতা ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের বড় ভয়। য়ারা বড় ভাবপ্রবণ, তাদের কুণ্ডলিনী ফড় ফড় করে উপরে উঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব-সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়।

৮। খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা করবি। সামনে সুগন্ধি ফুল রাখবি, ধূনা জালবি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই করবি। গুরু ইষ্টের নাম করতে করতে বলবি—জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হক! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অধঃ উর্দ্ধ সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে ধ্যানে বস্‌বি। এইরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তার পর স্থির হয়ে বসে (যে কোন মুখে বসলেই হল) ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে ত অন্ততঃ পনের মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি হয় রে বাপ।

৯। সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুষুম্না-পথে মন যদি একবার চলে যায় ত আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর করতে হবে না।

১০। এক্ষণে ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। দেহের অনুবর্ত্তী অথবা বাহিরের কোন প্রদেশে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে উহার ঐ দিকে অবিচ্ছেদ গতিতে প্রবাহিত হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি লাভ হইবে। এই অবস্থার নাম ধ্যান। যখন ধ্যান-শক্তি এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, অনুভূতির বহির্ভাগটি পরিত্যক্ত হইয়া কেবল উহার অন্তর্ভাগটি অর্থাৎ অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি।

১১। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্রে লইলে, তাহাকে সংযম বলে, অর্থাৎ (১) যদি কেহ কোন বস্তুর উপর মনকে একাগ্র করিতে পারে, (২) পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ বস্তুর উপর একাগ্রতা প্রবাহ চালাইতে পারে, (৩) অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ঐ বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল তাহার উপর মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সমুদয়ই এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন মনের বশীভূত হইয়া যায়।

১২। মন্ত্রজপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে,—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। যে জপ, এত উচ্চস্বরে করা হয় যে সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে বাচিক বলে। যে জপে কেবল ওষ্ঠে স্পন্দন মাত্র হয়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু বলে। যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয় ও তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয় তাহাকে মানসিক জপ বলে। উহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১৩। প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ ভাববিশেষব্যঞ্জক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ় ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনা প্রণালী ভারতের সকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত।

১৪। যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ সুখ আসিতে পারে না, কেবল যখন কোন ব্যক্তি সমুদয় বস্তু এই ধ্যানাবস্থা হইতে অর্থাৎ সাক্ষিভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত সুখ লাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেব-মানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দ লাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জগৎ যথার্থই অতি সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। যাঁহার বাসনা নাই—যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই বিভিন্ন পরিবর্ত্তন কেবল এক মহা সৌন্দর্য্য ও মহান্ ভাবের ছবিমাত্র।

১৫। ধ্যানের প্রণালী, ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি কর। দেখিবে, এই নাসিকাগ্রে দৃষ্টি মনঃস্থৈর্য্যের বিশেষ সহায়ক। চাক্ষুষ স্নায়ুদ্বয়ের বশীকরণ দ্বারা প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা আয়ত্তাধীনে আনা যায়, সুতরাং উহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তিও আমাদের অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়ে।

১৬। ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমেই ধর্ম্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই কথা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধ স্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যপূজা মানসপূজার বহিরঙ্গ মাত্র, মানসপূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্যপূজায় কোন ফল লাভ হয় না।

১৭। আমাদের কর্ত্তব্য—মন যেন সর্ব্বদাই ঈশ্বরাভিমুখে গমন করে, অপর কোন বস্তুর আমাদের মনে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। মন যেন সদাসর্ব্বদা অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বর চিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কার্য্য; কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা তাহাও করিতে পারা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা এক্ষণে যাহা রহিয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে তদ্রূপ হইব। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন।

১৮। মন কোনরূপ ভৌতিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন উহা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দিন, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বর সম্বন্ধে শুনিতে হইবে ; বাজে কথা না কহিয়া, ঈশ্বর বিষয়ক আলাপ করিতে হইবে, বাজে বই না পড়িয়া, ভাল বই—যে সব বইয়ে ঈশ্বরের কথা আছে—সেই সব বই পড়িতে হইবে। ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য এই অভ্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ-সঙ্গীত।

১৯। মনুষ্য-মনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব—উহা মুহূর্ত্তে মনের একাগ্রতা বিধান করিয়া দেয়। আপনারা দেখিবেন অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতির ব্যক্তিরা—যাহারা একমুহূর্ত্তও নিজেদের মনকে স্থির করিতে পারে না—তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে। এমন কি, কুক্কুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

২০। জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, এই জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তরূপে উপনীত হন। যাগযজ্ঞাদি যেন অদৃঢ় নৌকা বা ভেলা স্বরূপ। ব্রহ্মকে জানতে হলে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয় —অজ্ঞানের বিনাশ ; ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। বেদান্তের তাৎপর্য্য জানতে গেলে যে এইসব যাগযজ্ঞ করতে হবে, তার কোন মানে নাই, কেবল ওঙ্কার জপ করলেই যথেষ্ট। ভেদ দর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদ দর্শনের কারণ। এই কারণেই যাগযজ্ঞাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাতে আরও ভেদজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। ঐ সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগসুখ) লাভ করা—অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।

২১। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণা করতে হবে। মনন অর্থে বিচার করা—বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের দ্বারা ঐ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষানুভূতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে সর্ব্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন এক পাত্র হতে অপর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান দিবারাত্র মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে যায়, এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্ব্বদা 'সোঽহং' 'সোঽহং' এই চিন্তা কর—এইরূপ অহরহ চিন্তা মুক্তির প্রায় কাছাকাছি। দিবারাত্র বল—'সোঽহং' 'সোঽহং'। এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে। ভগবানকে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্ব্বদা স্মরণের নামই ভক্তি।

২২। যেমন দুধের ভিতর সর্ব্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন কর্‌লে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।

২৩। হে ভগবান, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্তশক্তি বর্ত্তমান। প্রত্যেক নামেরই গভীর তাৎপর্য্য আছে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু বিচার করিবার নাই। মৃত্যু যখন স্থান কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বরের নাম করিবার স্থান কাল বিচার কি হইতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তিপূজা

১। ভগবান্ মানুষের দুর্ব্বলতা বুঝেন আর মানুষের হিতের জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হন। "যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" "অজ্ঞ ব্যক্তিরা জগতের ঈশ্বর আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যখন প্রবল বন্যা আসে তখন সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খানা আপনা আপনিই কিনারা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন জগতের ভিতর মহান্ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেখানকার হাওয়াতেই যেন ধর্ম্মভাব বহিতে থাকে।"

২। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য—মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বর-সাক্ষাৎই প্রকৃত ঈশ্বর সাক্ষাৎ। হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্য হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। তারপর মূর্ত্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্য দেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটি পদের নাম। কিন্তু এই পঞ্চ উপাস্য দেবতা সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই মূর্ত্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া, উহা অন্যায় কার্য্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটি মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে আর্ক নামক একটি সিন্দুক রাখা হইত আর ঐ সিন্দুকের উপর বিস্তারিত পক্ষযুক্ত দুইটি স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি থাকিত আর উহাদের ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহারা ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন করিতেন। অনেক দিন হইল য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরণেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, আর এখন খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে ঐ সিন্দুকে ধর্ম্মপুস্তক-সমূহ রাখা হয়।

৪। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে প্রতিমা-পূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর মূর্ত্তি এবং তাঁহার পিতা-মাতার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রতিমা-পূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। উহাও প্রতিমাপূজার রূপান্তর মাত্র।

৫। পারসী ও ইরাণীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমান-গণ ভাল ভাল সাধুলোকের পূজা করিয়া থাকেন আর প্রার্থনার সময়ে কাবার দিকে মুখ ফিরান। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

৬। মূর্ত্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হইতে পারে না—তবে মুক্তিলাভের গৌণকারণ স্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ, অনেকের পক্ষে উহা অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে দেয়—ঐ অদ্বৈতজ্ঞান লাভেই মানব মুক্ত হতে পারে।

৭। কতকগুলি আধুনিক ব্যক্তির গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পুতুল পূজা উঠাইয়া দিয়াছিলেন—আমি উহা পড়িয়া হাস্যসম্বরণ করিতে

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি না। তাহারা জানে না যে বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও প্রতিমা পূজার সৃষ্টি করিয়াছিল।

৮। ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটি বিষয়—তিনটি অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন—ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ। ঈশ্বর, অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য, জীবাত্মাগণ বার বার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমাণ; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জন্মবাদ। আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ এক, কেহ কেহ বা পৃথক প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটি সকলেই বিশ্বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধা

১। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ-কোটী দেবতার এবং বৈদেশিকরা মধ্যে মধ্যে যে সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্ম-বিশ্বাস না থাকে—তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও--সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।

২। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না, মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হল। দুর্য্যোধন ভেল্‌কিবাজী ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার যো নেই। না দেখে না শুনে কারও ষোল আনা বিশ্বাস হয়, কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা, তবে লেগে থাকৃতে হবে তবে তাঁর কৃপা হবে।

৩। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, তবে তাঁকে সেবা করবার যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎ সেবা অর্থে স্মরণ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে।

৪। ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, একথা তিনি নিজ মুখে কতবার আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায়—তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় যদি বলতে পার, 'আমি ভগবান্', তবে বিশ্বাস করব, 'তুমি সত্য সত্যই ভগবান্'। তখন শরীর যাবার দুইদিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়"। আমি শুনে অবাক্ হয়ে রইলুম !

৫। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হলো না—সন্দেহ, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—ত অপরের কথা আর কি বলব ? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এসব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাকে বল্‌না—ভাব্‌না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই। সংসারের ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

৬। আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য আপনাকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথম নিজের প্রতি, তারপর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাহার ঈশ্বরের প্রতি কখনই বিশ্বাস আসিতে পারে না।

৭। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎ বিচারবান্ এবং ধ্যান ধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান্ প্রকৃতির সকল নিয়মের বাইরে, কোন নিয়ম নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, "তাঁর ছেলের স্বভাব"—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটী জন্ম ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না ; আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভিতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়। তাকে ভগবান অযাচিত কৃপা করে বসেন ; তার আগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মের সুকৃতি ছিল, একথা বলতে পারিস ; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর করা ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা',—আবার কখনও বলতেন, 'তাঁর কৃপা বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা'।

৮। যতটা পারিস, তাতে মন লাগিয়ে থাক। তা হলেই এই জগৎ-ভেলকি আপনা আপনি ভেঙ্গে যাবে! তবে লেগে থাকৃতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎ বিচার সর্ব্বদা কত্তে হবে, আমি দেহ নই—এইরূপ বিদেহভাবে অবস্থান কত্তে হবে, আমি সর্ব্বগ আত্মা—এইটি অনুভব কত্তে হবে। এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পঞ্চম পুরুষার্থ।

৯। শাস্ত্রে নির্ভরতা পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যে ভাবে দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন—মহা-কাপুরুষতার পরিণাম, আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলে পাপ পুণ্য দুইই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রের জল! সর্ব্বদা এভাবে থাকৃতে পারলে ত সে মুক্ত! কিন্তু ভালর বেলা 'আমি' আর মন্দের বেলা 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতায়! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর ইদানীং নাগ মহাশয়।

১০। শরীরে, মনে বল না থাকৃলে এই আত্মা লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর করবি—"আমি হীন" "আমি হীন" বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়। যার 'মুক্ত' অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হয়ে যায়, যে ভাবে 'আমি বদ্ধ' জানবি, জন্মে জন্মে তার বন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশা। ঐহিক পারমার্থিক উভয় পক্ষে ঐ কথা সত্য জানবি। ইহজীবনে যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" —বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য।

১১। কাশীপুরের বাগানে একদিন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নাই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য্য দেশ কাল আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল তাই সে সমাধি থেকে ফিরে-ছিলুম। ঐরূপ সমাধি কালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র জল—জল, আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।

১২। আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যে ছটফট করে তারই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে ততই প্রতিবন্ধকরূপ মেঘ কেটে যাবে। ততই শ্রদ্ধার সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবেন। অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে। কতকগুলি বিধি নিষেধ সকলেই পালন কর্ত্তে পারে, কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা

১। ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন প্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বরলাভ করিবে, সে প্রণালী হয়ত আমার খাটিবে না, হয়ত তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই একপথে যাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

২। ভারতে যে সকল কারণ বর্ত্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্য্যতঃও দেখিতেছি, এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না। শৈব একথা বলে না যে, বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে একথা বলে না। শৈব বলে, আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথে চল ; পরিণামে আমরা একস্থানে পৌছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে।

৩। যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া একপথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবন যাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তা প্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমরা বর্ত্তমান থাকিব।

৪। খৃষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যেকোন অবতারেরই উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুক না—কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, 'এস ভাই, তোমার যে সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি, কিন্তু, আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না। আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয়ত উহাতে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন্ খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমিই বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন্ পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমিই ঠিক বুঝিতে পারি।'—ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা।

৫। যে কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর; কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বরপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ; ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।

৬। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্যপথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে, সে তাহাও হারাইবে; সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যেমন একজনের মুখ আর একজনের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের সঙ্গে মেলে না। যে দেশে সকলকে একপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া দাঁড়ায়।

৭। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম। বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই। যে যাহা পারে, তাহার তাহাই করা উচিত। এই হেতু যে প্রতিমা পূজা করিতেছে তাহার নিন্দা করা উচিত নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। সাধারণ মানবের ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বন্ধু, আচার্য্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে, পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক। অতএব আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতঃই মানুষী। সত্য সত্যই "এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির।" সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

৯। বিষয়াভিলাষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি ভগবানের শরণাগত ও তন্ময় হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথবা বৈরাগ্য-যোগে উপাসনা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার

১। শ্রুতিতে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।" যখন আহার শুদ্ধ হয় তখন সত্ত্বশুদ্ধ হয়, আর সত্ত্বশুদ্ধ হলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর স্মরণ অচল ও স্থায়ী হয়। এই শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয়-বিষয়"; আর রামানুজস্বামী "আহার" অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। ইন্দ্রিয় সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে, আর ঐ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যই ভালমন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্পবিস্তর বিচার করতে হবে।

২। রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। তিনি বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, জাতিদোষ, যেমন পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি স্বভাবতঃই অশুদ্ধ। যে ব্যক্তি ঐ খাদ্য অধিক পরিমাণে খায়, তাহার কাম-রিপুর প্রাবল্য হয়, এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত অসৎ কর্ম্ম সকল করিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রয়দোষ; যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তিকে আশ্রয় কহে। সে মন্দলোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়তঃ, নিমিত্ত দোষ—যেমন ময়রার দোকানের খাবার,—দশগণ্ডা মাছি মরিয়া পড়িয়া আছে—রাস্তার ধুলোই কত উড়িয়া পড়িতেছে। আবার আহারের স্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। জাতিদোষ অর্থে সেই খাদ্য বিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। সর্ব্ব-প্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, স্বভাবতঃই উহা অপবিত্র। মাংস ভক্ষণ কেবল তাহাদেরই চলিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাহারা ভক্তিযোগসাধনে প্রবৃত্ত নহে। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য এবং পচা, বাসী ও যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ সমুদয় খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪। আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। যদি কোন পশুশালায় গমন করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। হস্তী অতি বৃহৎকায় জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর যদি তুমি সিংহ বা ব্যাঘ্রের পিঁজরার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে—তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

৫। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদয় গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, আমরা ইহা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলি হ্রাস হইবে, কয়েক দিন পরে মানসিক শক্তিগুলিরও হ্রাস হইতে থাকিবে। সেইজন্য সাধনের প্রথম অবস্থায় ভোজনের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে ঐ বিষয়ে ততদূর সাবধান না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে ততক্ষণ উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুরা উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন উহা সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। যোগিব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অন্যরূপ ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না। অতিভোজনকারী, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী, অথবা একেবারে নিষ্কর্ম্মা—ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।

৭। আমাদিগকে এক্ষণে জাতিদোষ ও নিমিত্তদোষ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এই ত্রিবিধ দোষ নির্ম্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্বশুদ্ধি হইবে। বিশুদ্ধ ভোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়ই চাই। কিন্তু এ দেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে—কেবল আশ্রয়দোষ—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝিতে পারে না, তাহাই লইয়া দেশে যত লাঠালাঠি চলিয়াছে, 'ছুঁইও না' 'ছুঁইও না' করিয়া ছুঁৎমার্গীর দলে দেশটাকে ঝালাপালা করিতেছে। তাও ভাল মন্দ লোকের বিচার নাই—গলায় একগাছা সূতো থাকিলেই হইল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নাই। এখন কেবল ইহার সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই,—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয় এমন খাওয়া চাই। যদি হজমেই সারাদিন সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল? ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান, যমের বাড়ী। ঘি-তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গমের সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। ভাত ডাল আটার রুটি মাছ শাক দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণিদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল মাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, খাও, তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য।

৯। কচি কলাইসুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদু ; কচি কলাই-সুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আস্‌বে। এখন হলুদ, ধনে, জিরামরিচ লঙ্কা যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদু সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে ত উপাদেয় হয়।

১০। ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদ হজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল ? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকু খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদ হজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদ হজম। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন দেখা দিয়েছে বলেই হা-করে বসো না। ওসব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না।

১১। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁট, আর পরিশ্রম কর। ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ 'ভাল কর্ত্তে পারব না মন্দ করব, কি দিবি তা বল।' পারত পক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা।

১২। আবার ঐযে পাঁউরুটি উনিও হচ্ছেন বিষ, ওকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়াল। কোনও খাম্বীরদার জিনিষ খাবে না, এবিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্ব্বপ্রকার খাম্বীর-দার জিনিষের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে কোনও জিনিষ মিষ্ট থেকে টকেছে, তার নাম শুক্ত, তা খেতে নিষেধ,—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয় উত্তম জিনিষ। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয়, ত তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনর্ব্বার খুব আগুনে সেঁকে খেও। অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ।

১৩। ফিলটারের মধ্যে দিশি তেকাটার উপর ঐযে তিন কলসীর ফিলটার উনিই উত্তম, তবে দু-তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে দিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফট্‌কিরি দেওয়া গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফট্‌কিরির গুড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলাতি ফিলটার মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় বটে। ফট্‌কিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর। ফিলটার মিলটার খানায় ফেলে দাও।

১৪। দুধ, পেটে অম্লাধিক হলে একেবারেই দুষ্পাচ্য, এমন কি এক-দমে একগ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমন ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিষ, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায় আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! কচি ছেলেদের জন্য—'ফিডিং বটল' ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

১৫। আমরা যে দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই কেবল আমরা যেরূপ আহার করি, তাহাতেই হইয়া থাকে। আপনারা দেখিতে পান, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযম করা বড়ই কঠিন; তখন মন কেবল এদিক ওদিক দৌড়িতে থাকে। আবার কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক—সেইগুলি খাইলেও দেখিবেন, মনকে সংযম করিতে পারিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। বেশী তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচি হতে রুটি ভাল; লুচি, রোগীর আহার। মাছ, মাংস, তাজা তরিতরকারি খাবি, মিষ্টি কম।

১৭। যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং খুব অধিক অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহারা খুব বেশী উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি কয়েকমাস কেবল দুগ্ধ ও অন্নাদি নিরামিষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাধনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু যাহারা অন্যান্য দৈনিক কার্য্যের সঙ্গে অল্পসল্প অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারে। দেহযন্ত্র উত্তরোত্তর যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই তুমি দেখিবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে তোমার সমস্ত শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দিবে।

১৮। যতদিন পর্য্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন একবিন্দু আহারের ন্যূনাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীর যন্ত্রকেই অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পার। তুমি দেখিবে যে, যখন মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটি সামান্য পিন পড়িলে বোধ হইবে যে, যেন তোমার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি যত সূক্ষ্ম হয়, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে; এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। এসকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জিনিষ। কথায় কি তাহা হইবে? যাঁহারা প্রত্যক্ষানুভব করিয়া লিখিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

১৯। যার দুপয়সা আছে সে ছেলেপিলে গুলোকে নিত্য কচুরী মোণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলে-পিলেগুলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না ত কি? সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত, দুকুড়ি কই মাছ কাঁটা-শুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কল-কেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি-কচুরী খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে। আর সর্ব্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব কর্ত্তে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে, ত এমনি একটু ওষুধ দাও, পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আয়গে যা। আমাদের ভাত, ডাল, ঝোল চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টোর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।

২০। যতদিন ক্ষত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ

১। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই এই কথা—ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব স্বরূপ। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়া মাত্র। জীবন ত ক্ষণিক মাত্র। ইহার পশ্চাতে দূরে—অতিদূরে, সেই অনন্ত অপার রাজ্য—যাও, সেখানে চলিয়া যাও।

২। ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ—ত্যাগ,—ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়।

৩। আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম—কারণ, 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা', এই উপদেশ দিয়া থাকে; আমাদের ধর্ম্ম বলে—কাঞ্চন, লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য, যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন—সবই ক্ষণিক; এমন কি, জীবন ধারণই অনেক সময় বিড়ম্বনামাত্র, এই হেতুই আমাদের ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মই সভ্যধর্ম্ম—কারণ, সর্ব্বোপরি উহা ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে।

৪। 'বালক, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস—কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম; এই তিন দিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্ব্বনাশ! অতএব ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম্মলাভের উপায়। ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য, মুক্তির সোপান,—ভোগ নহে। এই হেতু আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম।

৫। 'বাসনা মদিরা' পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে। যেমন দিবা ও রাত্রি কখন এক সঙ্গে থাকৃতে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান্ দুই কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না। সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর।

৬। ধন থাকিলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত, তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন।

৭। যতই ক্ষমতা লাভ হবে, ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোন বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার পাতমোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

৮। বৈরাগ্য! বিষয় বিতৃষ্ণা—না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে, ব্রহ্মার কোটীকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা, কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি, নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানার মত হচ্চে!

৯। কাম-কাঞ্চন ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন। এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি। সেটা যে সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ ক্রমে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে।

১০। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না; তা গেরস্থই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জানবি, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না। তবে গেরস্তদের উপায় হচ্ছে, ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া; আর বড় বড়গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হবে না। ক্রমাগত বিষয় ভোগ কর্‌তে থাকলে, মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়,—দাগ পড়ে যায়—মন বিষয়ের রঙে রোঙে যায়। ত্যাগ—ত্যাগ এই হচ্ছে মূলমন্ত্র। গৃহে থেকে যারা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য, কিন্তু তা কয় জনের হয়? মনুষ্যজাতির চরমগতি মুক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় আছে;—সেই উপায় এই যে,—এই ক্ষুদ্র জীবনকে ত্যাগ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, এই ক্ষুদ্র জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে হইবে, স্বর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে, শরীরকে ত্যাগ করিতে হইবে, মনকে ত্যাগ করিতে হইবে—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎকে ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া—কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া।

১১। কিন্তু এই জগৎকে ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকই সংসার ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে সংসার ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে নিবৃত্তিমার্গ বলে, উহাতে 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) এইরূপে সমুদয় ত্যাগ করিতে হয়, আর একটিকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে, উহাতে 'ইতি' 'ইতি' করিয়া সকল বস্তু ভোগ করিয়া তারপর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল বিশেষ উন্নতমনা প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের সাধ্য।

১২। অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 'আমি' 'আমার' এইভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। যাঁর জগতে 'আমার' বলতে কিছু নেই, তাঁরই কাছে ভগবান্ আবির্ভূত হন। সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর, আর 'আমার কি হবে' এরূপ ভাবনা একেবারে ভেব না। তুমি যেসব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেয়ো না। ভগবানে সমর্পণ করে কর্ম্ম করে যাও, কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে করো না।

১৩। আমি এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক:—তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'কলিযুগের দানই একমাত্র ধর্ম্ম'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এই যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম্মদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান। অন্ন-বস্ত্রদান সর্ব্বনিকৃষ্ট দান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি; আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এক্ষণে আমাদিগকে অপর দুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান।

১৪। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, প্রাণদান পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হইতে অন্যান্য সর্ব্বকর্ম্ম নিকৃষ্ট। আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়।

১৫। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম

১। সর্ব্বপ্রকার শরীরের মধ্যে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম, মানুষই শ্রেষ্ঠতম জীব। মানুষ সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে—এমন কি, দেবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ। মানব হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব আর নাই। দেবতাদিগকেও জ্ঞান-লাভের জন্য মানবদেহ ধারণ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এবিষয়ে বঞ্চিত। দেখ মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নহে, আবার একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলেও উন্নতি সুদূর পরাহত হয়। জগতে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। মধ্যবিত্তদিগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় আছে।

২। কর্ম্মযোগের অর্থ কি? উহার অর্থ সম্মুখে মৃত্যু আসিলেও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি কথাও কহিও না, আর তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, এ বিষয়ও ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের কৃতজ্ঞতার আশাও রাখিও না; বরং তাহারা যে তোমায় তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। ত্যাগী ও কর্ম্মী উভয়েই ঠিক পথে যাইতেছেন, এবং ত্যাগীর কঠোর জীবন হইতে কর্ম্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও অন্ততঃ তাঁহার মতই কঠোর বটে।

৩। এটি কর্ত্তব্য, এটি অকর্ত্তব্য, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ভিতরের দিক হইতে কর্ত্তব্যের লক্ষণ করা যাইতে পারে বটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেকোন কার্য্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, তাহাই সৎকার্য্য। আর যেকোন কার্য্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায়, তাহা অসৎকার্য্য।

৪। আমাদের কার্য্য,—কাজ করিয়া মরা—'কেন' প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমাদ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান্ মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস, ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৫। আমাদের কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা জানা উচিত। তোমরা হয়ত বলিবে, "কর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই ত এ জগতে কার্য্য করিতেছে।" কিন্তু কথা এই, শক্তির অনর্থক ক্ষয় বলিয়া একটি জিনিষ রহিয়াছে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই সমুদয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য মনের ভিতর পূর্ব্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকে প্রকাশ করা—আত্মার জাগরণ। প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে পূর্ণশক্তি এবং পূর্ণজ্ঞান রহিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন কর্ম্ম যেন উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য—ঐ দৈত্যকে জাগরিত করিবার জন্য আঘাত-স্বরূপ।

৬। মানুষ নানা অভিসন্ধিতে কার্য্য করিয়া থাকে। কোন অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতেই পারে না। কোন কোন লোক যশের জন্য কার্য্য করে। কেহবা অর্থের জন্য কার্য্য করে। কেহ কেহ প্রভুত্ব লাভের জন্য কার্য্য করে। কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য্য করে। কেহ বা মৃত্যুর পর আপনার নাম রাখিয়া যাইতে চাহে। প্রথমতঃ যদি কোন ব্যক্তি পাঁচদিন অথবা পাঁচমিনিট কোনরূপ স্বার্থাভিসন্ধি শূন্য হইয়া ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া স্বর্গলাভাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া বা কোনরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্তির ভয়ে ভীত না হইয়া অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ হইয়া যান। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা অতি কঠিন।

৭। অতি সামান্য কর্ম্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। "কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নহে"—ফল যাহা হইবার হউক, উহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না। ফলের জন্য কে আকাঙ্ক্ষা করে? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময়, সেই ব্যক্তির ভাব তোমার প্রতি কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে মনে কোনরূপ চিন্তাকে স্থান দিও না। উহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভকার্য্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।

৮। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্ম্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি স্বার্থপূর্ণ ই থাকে, কিন্তু অধ্যবসায় প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যায়। আর যে মুহূর্ত্তে আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের শক্তি এক-কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

৯। কর্ত্তব্যের ভিতর কিছু বড় ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্ম্মীই—তাহার অদৃষ্টে যে কর্ত্তব্য পড়িয়াছে তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে সকল কর্ত্তব্যই সমান এবং সকলগুলিই উপযুক্ত সহায়স্বরূপে তাঁহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিয়া দিয়া তাহাকে নিশ্চিত মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে।

১০। আমরা যে কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সকলেই আপনাদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি। কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা আমাদের নিম্ন অবস্থা নির্দ্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিরও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজের সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১১। প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সমুদয় সৎ ও কোমল ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্ত্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। সুতরাং এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই, যেকোন কর্ত্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি,—সর্ব্বদাই যেন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চিত আলোক দেখিতে পাইব।

১২। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত, সর্ব্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কার্য্য করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যে অতিশয় প্রেম ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, সেই লোকই সংসারে মহৎ কার্য্য করিতে এবং তদ্দ্বারা নিজেরও কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

১৩। তোমরা হয়ত সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, যখন লোকে কোন অন্যায় কার্য্য করে, তখন সে ক্রমশঃ খারাপের পর খারাপ হইতে থাকে এবং সৎকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে—সর্ব্বদাই তাহার ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি হইতে থাকে।

১৪। কর্ম্ম করতে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা, উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভালমন্দ মিশ্র কর্ম্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেওয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।

১৫। দ্বিতীয়তঃ, নিষ্কাম কর্ম্ম—এই নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও দেওয়ালগুলিও নিষ্কাম কর্ম্মী ; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্ম্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন।

১৬। প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব!

১৭। প্রথমোক্ত মার্গের সাধন—বিচার, আর শেষোক্তের—কার্য্য। প্রথমটি জ্ঞানীর জন্য, তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং দ্বিতীয়টি কর্ম্মযোগ—ইহাতে কর্ম্ম করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই জগতে কার্য্য করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছু কামনা করেন না, যাঁহাদের মন আত্মা হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কর্ম্ম না করিলে চলে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে।

১৮। কর্ম্মযোগ বলেন, জগতের যত ছবি আছে, সমুদয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর, কিন্তু উহাদের সহিত আপনাকে মিশাইও না, 'আমার' কখনও বলিও না। যখনই আমরা বলি, 'ইহা আমার' তৎক্ষণাৎ দুঃখ আসিবে। মনে মনেও 'আমার ছেলে'—একথা বলিও না, ছেলেকে লইয়া আদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, তাহাকে লইয়া আনন্দ কর, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ী' 'আমার শরীর' বলিও না! ঐ জায়গায় মুস্কিল। শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। এই সকল প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু আমরা মুক্ত—সাক্ষিস্বরূপ।

১৯। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্ম্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া যান, সুতরাং কর্ম্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু দেখেন, অনুভব করেন, শুনেন বা করেন, সবই শ্রীভগবানের জন্য। আমরা যে কোন সৎকার্য্য করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই প্রশংসা না চাই। উহা প্রভুর প্রাপ্য সুতরাং সমুদয় ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমরা আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যেরও কোন ফল কামনা যেন না করি; যেন মনে না করি যে, আমরা একটা খুব ভাল কাজ করিয়াছি। সকল কার্য্যই তাঁহার। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে যে, আমরা আমাদের প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, আমাদের প্রত্যেক কার্য্যপ্রবৃত্তি প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহা হইতে আসিতেছে।

২০। যাহা কিছু কর, তাহার জন্য কোনরূপ প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন কার্য্য। আমরা যদি কোন সৎকার্য্য করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করিয়া থাকি। যাই আমরা কোন সৎকার্য্যে চাঁদা দিই, অমনি আমরা কাগজে আমাদের নাম দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকেরা লোকের অজ্ঞাতভাবে চলিয়া গিয়াছেন।

২১। উপার্জ্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা মনে করিতে পারি, আমরা ফাঁকি দিয়া কিছু লাভ করিব, কিন্তু আখেরে আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দৃঢ় বিশ্বাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হয়। কোন লোক সমস্ত জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিল, সে সহস্র ব্যক্তিকে প্রতারণা করিল, কিন্তু অবশেষে সে দেখিতে পায় যে, সেই সমস্ত ধনভোগের সে প্রকৃত অধিকারী নহে। তখন তাহার জীবন তাহার পক্ষে কষ্টকর ও ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অসংখ্য ধন সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা নিজ কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করি, তাহাতেই আমাদের অধিকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মফল

১। যদি ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও নিত্য বিধাতা হন, তাহা হইলে কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র,—এরূপ বৈষম্য কেন হয়? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বর্ত্তমান। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপিবার চেষ্টা করিতেছে,—ইহাই জগতের অবস্থা! ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ঘোরতর নিষ্ঠুর!

২। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার কারণ নহেন, তবে কে ইহা করিল? আমরা নিজেরাই ইহা করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে বৃষ্টিবর্ষণ করিল। কিন্তু যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কৃষ্ট, তাহাই উহাতে শস্যশালী হইল; যে ভূমি সুকৃষ্ট নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফললাভ করিতে পারিল না। ইহা সেই মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় দয়া—আমরাই কেবল ঐ বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য হইয়াছে।

৩। তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্ম্মসমষ্টির ফলস্বরূপ। ভালই হউক মন্দই হউক, নিজ অতীত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে আসি। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি, ইহাই কর্ম্ম-বিধান। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্ত্তা। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহাই ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নিরাকৃত করে।

৪। ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলভোগ করে—তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা দুর্দ্দৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগ্‌তে হবে।

৫। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য্য ও আমরাই কারণ স্বরূপ। সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে বুঝিতে হইবে। মানবের ইচ্ছা কোন ঘটনাধীন নহে। মানবের অনন্ত প্রবল মহৎ ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতার সমক্ষে, সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইবে—উহাদের দাস হইয়া থাকিবে।

৬। আমাদের ধর্ম্মেও স্বর্গ নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ নরকের স্বরূপ বিচার করিলেই সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্ত্যলোকেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র হইবে। একটু না হয় বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং আরও মন্দই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৭। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদ মাত্র। এই দেবতারাও একসময়ে মানুষ ছিলেন; সৎকর্ম্মবশে. ইঁহাদের দেবত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্র বরুণাদি নাম কোন দেববিশেষের নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহুষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সৎকর্ম্মের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, আবার সেই দেবদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্য জন্ম লাভ করিলেন। মনুষ্য জন্ম আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। কোন কোন দেবতা স্বর্গ সুখের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের অধিকাংশ লোক ধন মান ঐশ্বর্য্য হইলে উচ্চতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের শুভকর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে তাঁহারা এই পৃথিবীতে পুনরায় আসিয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি, এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। সুতরাং এই সকল স্বর্গে পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে কোন্ বস্তুলাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত ?—মুক্তি।

৯। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেও তুমি প্রকৃতির দাস মাত্র। বিশ হাজার বৎসর তুমি রাজত্ব ভোগ করিলে—তাহাতে কি হইল ? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাস মাত্র। যতদিন দেশকাল তোমার উপর কার্য্য করিতেছে, ততদিন তুমি ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণেই আমাদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কে জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি যেন তোমার পদতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তোমাকে তাহার বাহিরে গিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে—সুতরাং তুমি মৃত্যুরও পারে যাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল—সুতরাং তখন দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্ব্বাতীত অব্যক্ত অবিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

১০। বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে;—তোমার নিজের কর্ম্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীর গঠন করে নাই। সেই সর্ব্বব্যাপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ অজ্ঞান বশতঃ তোমার নিকট অব্যক্ত রহিয়াছেন। আর তুমি যে সমস্ত সুখদুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্য তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছা সত্বেও তুমি এই জগতে আনীত হইয়া এই ভয়াবহ স্থানে স্থাপিত হইয়াছ। তুমি জান—তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ।

১১। যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কর্ম্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধর্ম্ম ভগবৎকৃপা অস্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবান্ শুভাশুভরূপী এই ঘোর সংসারপ্রবাহের অপর পারে রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য নিত্য দয়াময়, সর্ব্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নর-নারীকে সংসার সাগরের পরপারে লইয়া যাইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দয়ার সীমা নাই; আর রামানুজ বলেন—বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির নিকটেই এই দয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসক্তি ও অনাসক্তি

১। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন আত্মার শিক্ষার জন্য, প্রকৃতির অন্য কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজনই এই যে, আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে—আর জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা আপনাকে মুক্ত করিতে পারে। আমরা যদি সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখি, তবে আমরা প্রকৃতিতে কখনই আসক্ত হইব না ; আমরা জানিব, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর, ঐ গ্রন্থের আর আমাদের নিকট কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া আমরা প্রকৃতির সহিত আপনাদিগকে মিশাইয়া ফেলিতেছি—আমরা ভাবিতেছি, আত্মাই প্রকৃতির জন্য, যেমন সাধারণ চলিত কথা আছে যে, 'কেহ কেহ খাইবার জন্যই জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কেহ আবার জীবন ধারণ করিবার জন্য খাইয়া থাকে।' আমরা সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছি। আমরা প্রকৃতিকে 'আমি' ভাবিয়া ভ্রমে পড়িতেছি, আর উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর প্রবল সংস্কার পড়িতেছে। উহাতেই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাসবৎ কার্য্য করাইতেছে।

২। মোটকথা হইতেছে যে, প্রভুর মত কাজ করিতে হইবে, ক্রীত-দাসের মত নয়। কার্য্য সর্ব্বদা কর, কিন্তু দাসের মত কার্য্য করিও না। স্বাধীনতার সহিত কার্য্য কর, প্রেমের সহিত কার্য্য কর। প্রেম শব্দটি বুঝা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে প্রেম আসিতেই পারে না। ক্রীতদাসের ত প্রেম নাই-ই। এইরূপ যখন আমরা জগতের জন্য দাসবৎ কার্য্য করি, তাহাতেও আমাদের প্রেম থাকে না, সুতরাং তাহা প্রকৃত কার্য্য নহে। আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি আমাদের নিজের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

৩। স্বার্থের জন্য কর্ম্ম দাসসুলভ কর্ম্ম। আর যেকোন কর্ম্ম স্বার্থের জন্য কিনা, তাহার এই পরীক্ষা যে—প্রেমের সহিত যেকোন কার্য্য হয়, তাহাতেই সুখ আসিয়া থাকে। প্রকৃত প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কার্য্য নাই, যাহার ফলস্বরূপ শান্তি ও আনন্দ না আসিবে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; আর প্রকৃত পক্ষে ইহারা একে তিন। যেখানে উহাদের মধ্যে একটি বর্ত্তমান সেখানে অপরগুলিও অবশ্যই থাকিবে। উহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ।

৪। মনে কর, কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে। সে নিজেই তাহাকে একা দখল করিতে চায়, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে লইয়া তাহার ঈর্ষার উদয় হয়। তাহার ইচ্ছা, সে তাহার ইঙ্গিতে সর্ব্বদা চলা ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ঐ স্ত্রীলোকটির ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাকেও আপনার ক্রীতদাসী করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিতেছে, উহা যেন ভালবাসার মত দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ভালবাসা নয়। কারণ, উহাতে যন্ত্রণা আছে। যদি সে তাহার ইচ্ছা সম্পাদন না করে, তাহার যন্ত্রণা আসিবে। ভালবাসায় কোন যাতনাকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই আসিয়া থাকে। যদি তাহা না হয়, তবে সে ভালবাসা নয়, আমরা অপর কিছুকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামী, স্ত্রী, ছেলেপিলে, এমন কি সমুদয় জগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ যন্ত্রণা, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতারূপ প্রতিক্রিয়ার উদয় হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "দেখ অর্জ্জুন, আমি যদি একমুহূর্ত্ত কর্ম্ম

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বিরত হই, সমুদয় জগৎ নষ্ট হইবে, কিন্তু আমার জগৎ হইতে লাভের কিছুই নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু। কর্ম্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। তবে আমি কর্ম্ম করি কেন?—জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।" ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। এই প্রকৃত ভালবাসা আমাদিগকেও অনাসক্ত করিয়া ফেলে।

৬। এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের কার্য্য বলিলেও হয়। কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম ও মুক্ত হইলাম। তখন প্রকৃতির বন্ধন আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে, আমরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের পায়ে আর শিকল পরাইতে পারে না। আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি ও কর্ম্মের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য শূন্য হই। ভাল মন্দ কি ফল হইল, তখন কে গ্রাহ্য করে? যে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করে, সে ফলাকাঙ্ক্ষা করে না।

৭। যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নকার্য্য করে, সে উচ্চতর কার্য্যকারী অপেক্ষা নিম্নদরের লোক হইয়া যায় না। মানুষের কর্ত্তব্যের প্রকার দেখিয়া তাহাকে বিচার করিলে চলিবে না, তাহার সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার প্রকার দেখিতে হইবে। তাহার ঐ কার্য্য করিবার প্রকার এবং করিবার শক্তিই সেই ব্যক্তির পরীক্ষার উপায়। একজন অধ্যাপক, যে প্রত্যহ আবোল তাবোল বকিয়া থাকে, তদপেক্ষা একজন মুচি (তাহার নিজ ব্যবসা ও কার্য্য হিসাবে) শ্রেষ্ঠ, যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পক্ষণের মধ্যে একজোড়া শক্ত সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিতে পারে।

৮। কোন যুবা সন্ন্যাসী দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনার পর একদিন কোন বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় সেই গাছের উপরে এক কাক ও বক যুদ্ধ করিবার সময় তাঁহার মাথায় শুষ্ক পত্র পড়িল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদের দিকে যেমন কটমট করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে যোগাগ্নি নির্গত হইয়া পক্ষিগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তাঁহার শক্তিবিকাশে আনন্দিত হইয়া ভাবিলেন, 'বাঃ, আমি এক কটাক্ষপাতে কাক-বককে ভস্মসাৎ করিতে পারি!' কিছুদিন পরে এক নগরে ভিক্ষা করিতে যাইয়া একটি দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, আমাকে কিছু খাইতে দিন।" ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "বৎস, একটু অপেক্ষা কর।" যোগী খুব রাগান্বিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাপিষ্ঠা, তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস্? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস্ না?" এমন সময় ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "বৎস, নিজের এত অহঙ্কার করিও না, এ কাক-বক ভস্ম নহে।" তিনি বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এক স্ত্রীলোক আসিলেন। যোগী তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, "মা, আপনি উহা কিরূপে জানিলেন?" তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার যোগ-যাগ কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা স্ত্রী। আমি তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম তাহার কারণ এই যে, আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি সারাজীবন কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার কর্ত্তব্য করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহিতা হইয়াও আমার কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস, এই কর্ত্তব্য করিয়াই আমার দিব্যচক্ষু খুলিয়াছে; তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানিতে চাও ত অমুক নগরের বাজারে যাও, তথায় একটি ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিতে তোমার পরম আনন্দ হইবে।" সন্ন্যাসী ভাবিলেন, "অমুক নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তিনি এখানকার ব্যাপারেই কিঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ করিয়া সেই নগরে যাইয়া বাজারে এক স্থূলকায় ব্যাধকে পশুবধ করিয়া কেনা-বেচা করিতে দেখিলেন। এবং ভাবিলেন, 'রাম রাম! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে? এ ত দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!' ইতিমধ্যে ঐ লোকটি উপরদিকে চাহিয়া বলিল, "স্বামিন্, অমুক মহিলাটি কি আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন? আমার কার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই আসনে উপবেশন করুন।" সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'এখানে আমার কি হইবে?' যাহা হউক, তিনি একটি আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। সেই ব্যাধ তাহার কেনা-বেচা শেষ করিয়া তাঁহাকে লইয়া তাহার বাড়ী গিয়া বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" তাহার পর বাড়ীতে তার বাপ, মার হাত পা ধুইয়া দিয়া আহার করাইয়া বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, বলুন, আমি আপনার কি করিতে পারি?" তখন সন্ন্যাসী তাহাকে আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন; তাহাতে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, তাহা 'ব্যাধ-গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধ-গীতা চূড়ান্ত বেদান্ত-দর্শনের চরমসীমা। আপনারা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছেন উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া আপনাদের এই ব্যাধ-গীতা পাঠ করা উচিত। উহা বেদান্ত দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "আপনার এরূপ উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম্ম করিতেছেন কেন?" তখন ব্যাধ উত্তর করিল, "বৎস, কোন কর্ম্মই অসৎ নহে, কোন কর্ম্মই অপবিত্র নহে। এই কার্য্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রারব্ধ লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। আমি অনাসক্তভাবে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য উত্তমরূপে করিবার চেষ্টা করি; আমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি তোমার যোগও জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। নিজ অবস্থা-সঙ্গত কর্ত্তব্য করাতেই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।"

৯। যখন তুমি কোন কার্য্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজাস্বরূপে—সর্ব্বোচ্চ পূজাস্বরূপে উহার অনুষ্ঠান কর। সেই সময়ের জন্য সমুদয় মন প্রাণ অর্পণ করিয়া উহার অনুষ্ঠান কর। দেখ উক্ত গল্পে ব্যাধ আর ঐ রমণী সন্তোষ, আগ্রহ ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত, আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলস্বরূপ তাহারা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। ঐ গল্পে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যেকোন অবস্থারই কর্ত্তব্য হউক না কেন, ঠিক ঠিক রূপে অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা আমাদিগকে পরমপদ প্রাপ্তি করাইয়া দেয়।

১০। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা মাত্রেই বন্ধন—বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রী-লোকদিগের বন্ধুত্বে, চিরকালই "দেহি দেহি" ভাব। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না।

১১। মুক্তি অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—ভাল মন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোনার শিকলও শিকল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলতেন,—"পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলতে আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরূপ সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে, তারপর কিন্তু সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে পর্য্যন্ত জয় করতে হবে।"

১২। যিনি প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও নৈষ্কর্ম্ম্যের মধুর শান্তি সম্ভোগ করেন, আবার যিনি মহা নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহা-কর্ম্মশীল, তিনিই জীবনের রহস্য যথার্থ বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণ ইহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাসক্তি। সমুদয় কর্ম্ম কর, কিন্তু কিছুর সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিও না। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুন, ধনবান হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই —অর্থ উপার্জ্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন, মান যশ সকলের সম্বন্ধেই এই কথা। আপনার উহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে, উহাদের প্রতি যেন আসক্ত না হইয়া পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্ —আর কেহ নহে। আত্মীয় স্বজনগণের জন্য কার্য্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের হিতানুষ্ঠান করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উক্ত উপদেশের উদাহরণ স্বরূপ ছিল।

১৩। অধিকাংশ লোকে তাই প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করে। তাহাতে এই জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, এই বন্ধনগুলিকেই বন্ধন ভঙ্গ করিবার সহায়তারূপে গ্রহণ করা হয়। উহাও ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ, উহাতে সমস্ত পদার্থকে জানিতে হয়, ভোগ করিতে হয়; এইরূপে উহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, উহাদের স্বরূপ বেশ করিয়া জানিতে পারিলে, মন তবে উহাদিগকে ছাড়িতে পারিবে এবং অনাসক্ত হইয়া যাইবে।

১৪। অজ্ঞানই আত্মার বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ হইবে, আমাদিগকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি?—ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্ব্বভূতকে ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্ব্বভূতে প্রেমদ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরমানুরক্তিবলে জ্ঞান উদয় হইবে—অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।

১৫। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখনও মুক্ত হইতে পারে না। জগতের সমগ্র জাতিই এক্ষণে এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। যখনই শিষ্য এই সত্য-ধারণার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়।

১৬। সব রকম শুভকর্ম্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য করে থাকে। শুভচিন্তা ও শুভকার্য্য—অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম্ম অপেক্ষা কম ভেদ জ্ঞান উৎপাদন করে, সুতরাং গৌণভাবে এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সত্য-স্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ প্রকাশিত হন।

১৭। আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যখন কোন লোক ধন অথবা ঐরূপ কোন সাংসারিক বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখ অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে তাহার প্রবৃত্তিকে মন্দ দিকে চালিত করিতেছে। তথাপি দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। লোকে যদি, কেন আমি সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারিলাম না, কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না, বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে।

১৮। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, এই ভয়ানক কুৎসিত ধারণাই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নহে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর জগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের সে দিকে খেয়ালই নাই। আর লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে। যেমন জগৎ আমাদের জন্য, আমরাও তেমনি জগতের জন্য।

১৯। অতএব কার্য্য করিবার সময় আসক্তির ভাব ত্যাগ কর। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মের ভিতর নিজেকে জড়াইও না, নিজে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হও এবং কর্ম্ম করিয়া যাও। কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, আপনার ছেলের উপর ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর। ধাত্রী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, আর তাহাকে নিজের ছেলের মত অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করিবে, কিন্তু তাহাকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁট গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হয়। তোমার ছেলের প্রতি তাহার যে এত ভালবাসা ছিল, সে সবই ভুলিয়া যায়। তুমিও তোমার নিজের ছেলেদের প্রতি এইরূপ ভাব ধারণা কর। তুমি উহাদের ধাত্রী, আর তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর যে—সবই তাঁহার।

২০। সংসার ত্যাগ করা মানে—এই অহংটাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা। দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ 'আমি'টাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। লোকে তোমায় যখন মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্ব্বাদ করো। ভেবে দেখো, তারা তোমার কত উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কারো হয় ত কেবল তাদের নিজেদেরই হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমায় ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটা মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার করে দিক— তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগোবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগ

১। অকপট ভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও সমাপ্তি। মুহূর্ত্তস্থায়ী ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততাও শাশ্বতী মুক্তির প্রসূতি। নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন, "ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।" "জীব এতল্লাভে সর্ব্বভূতে প্রেমবান ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টিলাভ করে।" "এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ, বিষয়-বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।" "ভক্তি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা", কারণ, সাধ্য-বিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু "ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।"

২। সাধারণতঃ লোকের সংস্কার—জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক্ বস্তু; বাস্তবিক তাহা নহে। পরে বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে কেমন একই লক্ষ্যস্থলে লইয়া যায়। রাজযোগের লক্ষ্যও তাহাই। অনবহিত ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে না হইয়া (জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হস্তে পড়িলে উহা ঐরূপই দাঁড়ায়) মুক্তিলাভোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, উহাও সেই একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়।

৩। ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পঁহুছিবার, অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টধর্ম্মান্তর্ব্বর্ত্তী গোঁড়ার দল, এই নিম্নস্তরের ভক্তি সাধকগণের ভিতরই প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময়ে তাহা আবার অন্য সমুদয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। এই জীবনেই সকলে যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গঠন করিবে, তাহা সম্ভব নহে. তবে আমরা জানি, যে চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চদরের। পাখীর উড়িতে তিনটি জিনিষের আবশ্যক—দুটি পক্ষ ও চালাইবার হাল স্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, যোগ উহাদের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুচ্ছস্বরূপ। যাঁহারা এই তিনরূপ সাধনপ্রণালী একসঙ্গে, সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া, ভক্তিই একমাত্র পথস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মাইয়া দেওয়া ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনরূপ উপযোগিতা নাই।

৫। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের উপদেষ্টাগণের ভিতর একটু সামান্য মতভেদ আছে, যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই বলিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, এ প্রভেদ কেবল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিকে সাধনস্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনা মাত্র বুঝায়। আর এই নিম্নস্তরের উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে, উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভেদভাব ধারণ করে। সকলেই বোধ হয় যেন নিজ নিজ সাধন-প্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। পূর্ণ ভক্তির উদয়ে, প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ, এ সত্য তাঁহারা যেন ভুলিয়া যান।

৬। অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষে কিন্তু আত্মার উন্নতি সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়াপ্রায় বোধ হয়, তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেমই মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এখনও এইরূপ মহাত্মা বিরল নহে।

৭। ভক্তি—পরা ও গৌণী এই দুইভাগে বিভক্ত। গৌণী অর্থে সাধন-ভক্তি, পরাভক্তি উহারই পরিপক্কাবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না।

৮। ভক্তিযোগ ভগবৎ প্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির কোনটিকে ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে একেবারে নিষেধ করেন। তথাপি যতদিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপক্ক অবস্থায় একেবারে নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্ম্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। ধর্ম্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ পর্য্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"সমুদ্রে একরকম ঝিনুক আছে, তারা সদাসর্ব্বদা হাঁ করে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরুমন্ত্ররূপ একফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্যদিকে চেয়ে দেখে না।"

৯। বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়। বিবেক অর্থে রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্য বিচার। বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযম করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন—এবং ইহা সকল ধর্ম্মসাধনেরই ভিত্তি-স্বরূপ। অভ্যাস অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। পরমাত্মাকে আমরা আত্মার মধ্যে কত বিচিত্ররূপে অনুভব ও কত গভীর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টাও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত কখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। "মন যেন সর্ব্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে।" প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা লব্ধ হইয়া থাকে।' তারপর 'ক্রিয়া'—অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

১০। 'কল্যাণ' অর্থে পবিত্র, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য শৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার এ উভয়ই সহজ কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অন্তঃশুদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, (১) সত্য, (২) আর্জ্জব—সরলতা, (৩) দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, (৪) দান, (৫) অহিংসা কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, (৬) অনভিধ্যা পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত চিন্তা পরিত্যাগ। যদি দেখা যায়, কোন লোকের ভিতর ঈর্ষার ভাব মোটেই নাই, তবেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার ভিতর অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে কখনও অপরের অনিষ্ট-চিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নহে, পরম শত্রুর সৌভাগ্যেও আনন্দিত, সারাজীবন শূকরমাংস খাইলেও তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহায়ক মাত্র।

১১। 'অনবসাদ' বা বল, ভক্তিলাভের একটি সাধন। শ্রুতি বলেন, "বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।" এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্ব্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। "বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত। দুর্ব্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কি সাধন করিবে? "যুবা, সুস্থকায়, সবল" ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন, সুতরাং শারীরিক বল না থাকিলে চলিবে না। ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহেই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ তাঁহার সবল ও সুস্থকায় হওয়া আবশ্যক। যাহারা অতি দুর্ব্বল, তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন অচিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক শরীরকে দুর্ব্বল করা ভক্তি বা জ্ঞানলাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা নহে। যাহার চিত্ত দুর্ব্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহার সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক।

১২। সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। মায়ার দুর্ভেদ্য জাল-ভেদ-রূপ মহা কঠিন কার্য্য কেবল মহাবীরগণের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু তাহা বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না। (অনুদ্ধর্ষ) অতিরিক্ত হাস্যকৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া ফেলে। উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে উহা তত কম বিচলিত হয়। দুঃখ-জনক গম্ভীরভাব যেমন খারাপ, অতিরিক্ত আমোদও তদ্রূপ। যখন মন সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থির শান্তভাবে থাকে তখনই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব। এই সকল সাধনদ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বর-ভক্তির উদয় হইতে থাকে।

১৩। সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তি-যোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, কিছু ছাড়িতে হয় না, আমাদিগের নিকট হইতে কোন জিনিষ ছিনিয়া লইতে হয় না—কোন কিছু হইতে জোর করিয়া আমাদিগকে তফাৎ করিতে হয় না। ভক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ অতি সহজ—অতি স্বাভাবিক। আমরা এইরূপ ত্যাগ অন্ততঃ বিকৃতরূপে আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি।

১৪। ভক্তিযোগ কিছু ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, কেবল বলে,—"সেই পরমপুরুষে আসক্ত হও।" আর যিনি পরমপুরুষের প্রেমে উন্মত্ত, তাঁহার নীচ বিষয়ে স্বভাবতঃই কোন আসক্তি থাকিতে পারে না। "আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি, তুমি আমার। তুমি সুন্দর, আহা, তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য্যস্বরূপ।" ভক্তি-যোগ বলেন, "হে মানব, সুন্দর বস্তুর প্রতি তুমি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্ পরমসুন্দর, তুমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস।"

১৫। "যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর বিষয়ানন্দ হইলেও, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।" অতি নীচতম আসক্তিতেও ভগবৎ প্রেমের বীজ লুক্কায়িত। সংস্কৃতভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি।' ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই আপনার দিকে টানিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমা-দিগকে তাঁহার কোলের দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখন চৈতন্যবান্ আত্মাকে টানিতে পারে? কখনই নহে।

১৬। অতি নীচতম আসক্তিও মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাব ঐশ্বরিক প্রভাবেরই কিরণমাত্র। "হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে না।" প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতেও পারে, কিন্তু তথাপি উক্ত তত্ত্বটি সত্য। "হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্নীর অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।" এইরূপ কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ভালবাসে না। তাহাদের অন্তরস্থ আত্মার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান্ যেন একটি বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর-স্বরূপ। আমরা যেন লৌহচুর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্ব্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

১৭। অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যাঁহারা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত, নির্গুণের উপাসক, ইহাদের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?" শ্রীভগবান্ বলেন, "যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই যোগী। যাঁহারা নির্গুণ, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে ইন্দ্রিয় সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভুত-হিতে রত ব্যক্তিগণও আমায় লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতিলাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ, তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।" এখানে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৮। ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম—শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। তারপর প্রীতি—ভগবচ্চিন্তায় আনন্দানুভব। তারপর বিরহ—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতের সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। যখন মানুষ, ভগবানকে লাভ করিতে পারিল না, যে জিনিষ জানিবার তাহা জানিলাম না বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিশয় ব্যাকুল হয়, এবং তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। মনের এইরূপ অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ প্রায়ই দেখা যায়। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন, ভক্ত তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাঁহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন।

১৯। যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে যে, এই শরীর ধারণ কেবল একমাত্র তাঁহার উপাসনার জন্য, তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়, আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থ প্রাণস্থান। তদীয়তা—ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই তদীয়তা আসে।

২০। যখন তিনি ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শবলে কৃতার্থ হইয়া যান, তখন তাঁহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়—সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের সমুদয় সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি এইরূপ অনেক ভক্ত কেবল তাঁহার উপাসনার জন্যই জীবন ধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই একমাত্র সুখ—তাঁহারা তাহা ছাড়িতে চাহেন না।

২১। যখন একেবারে 'আমি' 'আমার' জ্ঞান থাকে না, তখনই তদীয়তা লাভ হয়। তখন তাঁহার নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ, সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংসারিক প্রেমেও প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রেমিকের চক্ষে পবিত্র ও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

২২। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন জীবাত্মা এই পরম প্রেমানন্দ সম্ভোগে কৃতকার্য্য হন, তখন ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমময় এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সব সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়া বোধ হয়, অপরাপর প্রাণীকেও আর সেই সেই প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারাও তখন তাঁহার দৃষ্টিতে ভগবান্। এমন কি ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই রূপ বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্ব্বভূতই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। "হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত।"

২৩। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কোন ইচ্ছা বা কার্য্য করেন না। "প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।" ইহাই ভক্ত-হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগ সুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত ও অমূল্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪। প্রেমে কোনরূপ কেনা বেচা নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। উহা কেবল দোকানদারীতে পরিণত হয় মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রা ভক্তি ও তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোনরূপ বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। যাহারা ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় উপাসনা করে, তাহারা ঐ বরপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দেববাঞ্ছিত প্রেমোচ্ছ্বাসের আর কোন হেতু নাই। এমন কি, মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের উপাসনাও অধম উপাসনা। প্রেম কোন লাভ চাহে না। প্রেম কেবল প্রেমের জন্যই হইয়া থাকে। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, কারণ, তিনি না বাসিয়া থাকিতে পারেন না।

২৫। প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভগবানকে ভয়ে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম, তাহাদের মনুষ্যত্বের এখনও স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে, তিনি এক মহান্ পুরুষ, তাঁহার একহস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক, তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে ততদিন প্রেম বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? প্রেম স্বভাবতঃই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। প্রেম ও ভয় দুইটি বিপরীত ভাবাপন্ন। যাঁহারা ভগবানকে ভালবাসেন তাঁহারা তাঁহাকে কখনই ভয় করিবেন না।

২৬। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ উহাই প্রেমিকের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইবে। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম আসিতে পারে না।

২৭। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্জলিত হয় নাই, এই বাহ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াকলাপ বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত সাদাসিদে রকম প্রেম উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন উহা তীব্র বেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততা লক্ষণে লক্ষিত নহে, এইরূপ ভাবে ভগবানের উপাসনাকে শান্তভক্তি বা শান্তপ্রেম বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন। আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। শান্তভক্ত ধীর, শান্ত, নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর অবস্থা—দাস্য। এ অবস্থায় মানুষ আপনাকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

২৮। তারপর সখ্যপ্রেম—এই সখ্যপ্রেমের সাধক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, "তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।" যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট আপনার হৃদয় খোলে, জানে যে, বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার না করিয়া যাহাতে তাহার হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে, বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, তদ্রূপ সখ্যপ্রেমে সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে যেন এক রকম সমান সমান ভাব থাকে।

২৯। তৎপরের অবস্থাকে বাৎসল্য-প্রেম বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য আমাদের ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাবগুলি সব দূর করা। ঐশ্বর্য্যের ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা উচিত নয়। মানুষে প্রেমের এই ঐশ্বরিক আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর, আর উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। জগতের সর্ব্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম।

৩০। এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহে ? "ভগবন্‌, আমি ধন, জন, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাহি না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।' তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে ? কে ভগবানের সহিত অভেদভাব আকাঙ্ক্ষা করিবে ? ভক্ত বলেন, 'আমি জানি, তিনি ও আমি এক, কিন্তু তথাপি আমি তাঁহা হইতে আমাকে পৃথক রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।'

৩১। যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তি-পথের মহান্‌ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর লাভ করেন। যদিও দ্বেষভাব পরিত্যাজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হনুমান বলিয়াছেন,—"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥" "আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীপতি যিনি, তিনিই সীতাপতি, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।"

৩২। পুত্রলাভের জন্য, কি ধনী হইবার জন্য, কি স্বর্গলাভের জন্য, এমন কি নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভের জন্য ঈশ্বরোপাসনাকেও ভক্তি বলা যায় না। ভয় বা কামনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলতে পারেন,—"হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

৩৩। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্ব্ববস্তুতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সমুদয় দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তিলাভ করে। তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখনই—কেবল তখনই সে আপনাকে হীনের হীন জানিয়া—প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানকে উপাসনা করে। তাহার তখন আর বাহ্য অনুষ্ঠানাদি এবং তীর্থ ভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানবকেই যথার্থ দেবমন্দির স্বরূপ বিবেচনা করে।

৩৪। ভক্তিকে কোন বাসনা পূরণের সহায়স্বরূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ, ভক্তিই সমুদয় বাসনা নিরোধের কারণস্বরূপ। নারদ ভক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়েছেন, "যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তাঁর প্রতি অর্পিত হয়, এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে হৃদয়ে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে বুঝতে হবে।" পূর্ব্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। কারণ, অন্যান্য সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট থেকে তার প্রেমের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তাঁর সুখে সুখী হয়ে থাকে।

৩৫। প্রকৃত ভক্তিলাভ হলে যে, সমুদয় ত্যাগ হয় বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ব্যক্তির সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। যখন অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করে চিত্ত তাঁর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাঁর বিরোধী সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়, তখনই যথার্থ ভক্তিলাভ হয়েছে, বুঝতে হবে। যতদিন না ভক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততদিন শাস্ত্রবিধি মেনে চলতে হবে।

৩৬। ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর এমন কিছু না আসে, যাতে তোমায় তাঁর দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে পারে। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালবাস, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্য করো না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার—সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সাধারণী-প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেমাস্পদের নিকট কেবল এই দাও, ঐ দাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্তু নিজে কিছু দেয় না; সমঞ্জসায় বিনিময়ের ভাব থাকে—সমর্থায় কিন্তু কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিদান চায় না; যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা—পুড়ে মরবে তবু ভালবাসতে ছাড়বে না। এই ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ।

৩৭। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার নিজেরই চিত্ত শুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। আমাদের নিজের সাধন করে নিজের উন্নতিসাধন করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদাসর্ব্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্ভাবাপন্ন হবে। এইরূপে সদাসর্ব্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম। পরাভক্তি ও পরাবিদ্যা এক জিনিষ।

৩৮। ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল নানা মত মতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে ও সাধন করতে হবে। সংসার ও সাংসারিক সব বিষয় ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন "চারাগাছটা"—মন শক্ত না হয়। দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন যে সকল কর্ত্তব্য ও চিন্তা না করলে নয়, সেগুলি সবই তদ্ভাবভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।" সকল কার্য্যে, সকল বস্তুতে তাঁকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বর কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধন-পথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে।

৩৯। যখন সব মনঃপ্রাণ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নাম যশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান্ ছাড়া অন্য কোন কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত শুধু কাঠের মালার মত অসার জিনিষ। প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, "এতে কোন কামনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই, এটি নিত্য নূতন ও প্রতিক্ষণে বাড়তে থাকে,” এটি সূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না।

৪০। ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বয়ং প্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই। যুক্তিতর্ক কাকে বলে?—কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, আমরা এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না, কোন কালেও নয়।

৪১। ভগবৎ সাধনা করে—ভগবানকে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করো না। চুলোয় যাক্ জগৎ, ভগবানকে ভালবাস আর কিছু চেয়ো না। ভালবাস এবং অপর কিছু প্রত্যাশা করো না। ভালবাস—আর সব মত মতান্তর ভুলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পান করে পাগল হয়ে যাও। বল, ‘হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের জন্য তোমারই’, এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও।

৪২। ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হইয়া পড়ে—স্ত্রী পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত। ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানমার্গ কি রকম?—না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্ব্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তি-স্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে অতি সত্বর বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, “সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।” ভক্তিমার্গ বলে, “স্রোতে গা ভাসান দাও, চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর!” এপথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩। ভক্ত বলেন,—"প্রভু, চিরকালের জন্য আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই করছ—আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।" "হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার বুদ্ধি নেই যে, আমি শাস্ত্র শিক্ষা করব; আমার সময় নেই যে, যোগ অভ্যাস করব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহ মন অর্পণ করলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম ও স্বার্থপরতা

১। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তাহাই একমাত্র প্রেমশব্দ বাচ্য। সকল রমণীই বলিয়া থাকে, তাহারা ভালবাসে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই বেশ বুঝিতে পারে যে, তাহারা ভালবাসিতে অক্ষম। সংসারে ভালবাসার কথা খুব শুনা যায়, কিন্তু ভালবাসা বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা ? ভালবাসা যে আছে তাহা তুমি কিরূপে জানিবে ? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ, উহাতে কেনা বেচা নাই। একজন ব্যক্তি যখন অপরকে তাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য ভালবাসে, জানিবেন সে ভালবাসা নহে, দোকানদারী। যেখানে কেনা-বেচার কথা, সেখানে প্রেম নাই। প্রেম চিরকাল দানই করে, সে চিরকালই দাতা, গ্রহীতা কোন কালেই নহে। প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। কাহাকেও ভয় দেখাইয়া কি ভালবাসান যায় ? ভালবাসা থাকিলে কখনও ভয়ের ভাব থাকিতে পারে না। প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর। প্রেম সর্ব্বদাই উচ্চতম আদর্শস্বরূপ। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র নাই, কারণ, উহাই প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম আসিতে পারে না।

২। আমরা এই জগতে অনেক সময় দেখিতে পাই যে, পরমা সুন্দরী রমণী অতি কুৎসিৎ পুরুষকে ভালবাসিতেছে। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, পরম সুন্দর পুরুষ অতি কুৎসিতা রমণীকে ভালবাসিতেছে। তাহারা কিসে আকৃষ্ট হইতেছে ? বাহিরের লোকে সেই স্ত্রী বা পুরুষকে কুৎসিৎ বলিয়াই দেখিবে, কিন্তু প্রেমিক তাহা কখনও দেখিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম সুন্দর আর কেহ নাই। ইহা কিরূপে হয়? যে রমণী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে, সে যেন তাহার নিজ মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নহে, সে তাহার নিজের আদর্শের পূজা করিতেছে।

৩। গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম-যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা।

৪। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে খাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব, আমি সর্ব্বসম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে, আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাই না, সকলের শেষে যাইব—আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি আমার ভ্রাতৃবর্গের সাহায্যের জন্য নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

৫। কেহ ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

৬। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব ভুয়া। মানুষে ভালবাসিতে পারে না—তাহারা কেবল বাক্যবাগীশমাত্র। "আহা প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি" বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর যেই মৃত্যু হয়, অমনি সে তাহার টাকার সিন্দুকের চাবির সন্ধান করে, আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিতাকৃতি হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে আর তাহার দিকে চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাময় মাত্র।

৭। প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্ম্ম প্রচারকেরা 'ভগবান্ জগৎ নহেন' এই যে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও এই। জগৎ এক জিনিষ আর ভগবান্ এক জিনিষ; ইহা খুব সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থতাই ভগবান্। একজন ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ হইলেই তাঁহাকে ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপরের হয়ত কুটীরে বাস, ছিন্ন বসন পরিধান এবং তাহার সংসারে কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে বিশেষরূপে সংসারে মগ্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসাশ্রম

১। তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দু-জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রের অমান্যকারী। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার—তখন তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। যখন বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসার-ফলের ভিতরটা ভুয়া-মাত্র—আমড়ার ন্যায় উহার আঁটি ও চামড়াই সার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যেখান হইতে আসিয়াছ, তথায় ফিরিবার চেষ্টা কর। কিন্তু কতকটা ভোগ না করিলে এই আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগ-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না।

২। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভই হইতে পারে না ; তাহাই কেবল নহে,—বহুজনহিতকর, বহুজন-সুখকর কোন ঐহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না।

৩। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা—বেদ বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।'

৪। সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কাহারও মুক্তি হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয় অর্থের দাস—নয় মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যে যতই কেন বলুক না, আমি বুঝেছি, এসব ছেড়েছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।

৫। শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়, কারণ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। পুত্র-পৌত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজের পিণ্ড অর্পণ করিয়া সংসারের, এমন কি নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্প দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ সাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিবাস ক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

৬। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস্—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস্—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা। সন্ন্যাসধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বলছেন "যখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে।" যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—জীবনের অনিত্যতা বশতঃ যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে?

৭। সন্ন্যাস চারি প্রকার—(১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) মর্কট সন্ন্যাস এবং (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—এটি প্রাগ্জন্ম সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না থাকলে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায়, ও সাধন ভজন কত্তে লাগল—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়নায়, স্বজন বিয়োগ বা অন্য কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম মর্কট সন্ন্যাস। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে, তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেল্লে।' আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে—যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নাই, তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে ত পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় ত আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। একে আতুর সন্ন্যাস বলে।

৮। সংসার সবই দুনিয়াদারী! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা একি বলছে, ওকি লিখছে, ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে, জগতে কোন মহৎ কার্য্য করা যায় না! যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হবার হকগে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবই করব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর কর্ত্তে পারে না।

৯। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে—কারণ, সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার এখন সময় নাই—আমি সংক্ষেপে উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা। সাংসারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ অকৃতকার্য্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য্য এই—আমাদিগকে মরিতেই হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহৎ সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারাশ্রম

১। গৃহীদের সুকৃতিবশতঃ কোন না কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু একটা ব্যতিক্রম আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম্ম পালন করেও দু একটা মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়, যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ মহাশয়'।

২। যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে পারে? এই জন্য ইঁহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এ সংসারটা ত ভুয়া, শূন্য, কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে, আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মরাকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এইজন্য ইঁহাদের মতে এই ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে, ভাবের ঘরে চুরি প্রথমে ছাড়িতে হইবে।

৩। শাস্ত্র বলছেন, গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য সত্য, পরম সত্য,—স্বধর্ম্ম করহে বাপু! অন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পার্‌লে ত তুমি কিসের মানুষ? গেরস্তই নও—আবার 'মোক্ষ' !!

৪। গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য জীবিকার্জ্জন; কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মিথ্যা কথা কহিয়া, অথবা প্রতারণা দ্বারা, অথবা চুরি করিয়া উহা সংগ্রহ না করেন। আরও তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, তাঁহার জীবন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত-দিগের সেবার জন্য।

৫। মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন। যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি পরব্রহ্ম প্রীত হন। পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথা না বলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে সৎসন্তান। পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবেন। তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন ততক্ষণ বসিবেন না। পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ইঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

৬। মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদর ভরণ করেন, তিনি পাপ করিতেছেন।

৭। গৃহী ব্যক্তি স্ত্রীকে কখনও তাড়না করিবেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদা মাতৃবৎ পালন করিবেন। আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে কলুষিত চিত্তে স্পর্শ করিবেন না। এরূপ করিলে তাঁহার নরক গমন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের নিকট অনুচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। কখনও স্ত্রীর অপ্রিয় কোনরূপ আচরণ করিবেন না।

৮। চারিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রগণকে লালন পালন করিবেন, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ সদ্‌গুণ ও বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, তারপর তাহাদিগকে আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন। এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

৯। গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন ও তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবেন। তৎপরে গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্ম্ম-নিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। বিভব সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এতদ্রূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে।

১০। গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশন বসনে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন এই সকলই পরিমিতভাবে করিবেন। তিনি অকপট, নম্র, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, নিরালস্য ও উদ্যোগশীল হইবেন।

১১। গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শূরভাব অবলম্বন করিবেন এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবেন। শত্রুগণকে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থকে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' বলিয়া বাজে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্য্য প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও গুরুর নিকট তাঁহাকে মেষতুল্য শান্ত, নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবেন না; কারণ, তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এবং সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণকেও অবমাননা করিবেন না।

১৩। যাহার তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবেন না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবেন না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; সেইগুলি বিচার-পূর্ব্বক আলোচনা করিবেন—তাহার পর বন্ধুত্ব করিবেন।

১৪। তাঁহার নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপন রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অপরের কথিত গুপ্তকথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

১৫। যদি তিনি কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য্য করিয়া থাকেন, অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন যাহাতে তিনি অকৃত-কার্য্য হইবেন নিশ্চিত জানেন, সে বিষয়ও তাঁহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষ প্রকাশের কোনও প্রয়োজন ত নাইই, অপর দিকে আবার উহাতে তাঁহার নিরুৎসাহ আসিয়া তাঁহার যথাযথ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেয়। তিনি যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য ত তাঁহাকে ভুগিতেই হইবে; কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তিনি ভাল করিতে পারেন। জগৎ সর্ব্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের সহিতই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

১৬। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে এবং ব্যসন (দ্যূতক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও পরহিংসা পরিত্যাগ করিবে। প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে ধনো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তিনি তাঁহার এই কর্ত্তব্য সাধন না করেন, তাঁহাকে ত মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া অলসভাবে জীবন যাপন করেন ও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে অসৎ প্রকৃতি বলিতে হইবে; কারণ, তাঁহার উপর সহস্র সহস্র ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে।

১৭। এক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জন অন্যায় নহে, কারণ, ঐ অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই সমাজের কেন্দ্র। কারণ, যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, সন্ন্যাসী নিজ কুটীরে বসিয়া উপাসনা করিলে যেমন মুক্তিলাভের সহায়তা হইয়া থাকে, গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে—যেহেতু, এই উভয়েতেই আমরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের যাহা কিছু, তৎসমুদয়ের উপর ভক্তিভাব-প্রণোদিত আত্মনির্ভর ও আত্মত্যাগরূপ একই ধর্ম্মের বিভিন্ন বিকাশ দেখিতেছি।

১৮। চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্ম করিবে। সকল বিষয়েই এই "সময়ের" দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক সময়ে যাহা অসিদ্ধ হইল, অপর সময়ে হয়ত তাহাতে সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটিল। ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের উৎকর্ষ খ্যাপন করিবেন না এবং পরের নিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

১৯। যে ব্যক্তি জলাশয় খনন, বৃক্ষ রোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রামগৃহ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। বড় বড় যোগিগণ যে পদপ্রাপ্ত হন, তিনিও এই সকল কর্ম্ম করিয়া সেই পদলাভের প্রতিই অগ্রসর হইতে থাকেন।

২০। পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে কর্ম্ম-যোগের যাবতীয় নীতিরাজিকে কার্য্যে পরিণত করাই গৃহস্থের প্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগের ইহাই এক অংশ—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলতা—ইহাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

২১। যদি কেহ সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নহে যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া সংসারের হিতচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, আবার যাঁহারা সংসারে স্ত্রী পুত্রাদির জন্য রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসার-ত্যাগীদিগকে আলস্যপরায়ণ ঘৃণিত জীব মনে না করেন। নিজ নিজ অধিকারে কেহই ছোট নহে।

২২। কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে যেকোন সন্ন্যাসী আসিতেন তাঁহাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—"যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে শ্রেষ্ঠ, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্ত্তব্য করিয়া যায় সেই শ্রেষ্ঠ?" কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ।' আবার কেহ কেহ বলিলেন,—'স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ'। অবশেষে তাঁহার নিকট এক যুবা সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজা তাঁহার নিকটেও উপরোক্ত প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, "হে রাজন্, নিজ নিজ অধিকারে উভয়েই শ্রেষ্ঠ; কেহই ন্যূন নহেন।" রাজা বলিলেন, "ইহার প্রমাণ দিন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ আমি প্রমাণ দিব। তবে কিছুদিন আপনাকে আমার মত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই আমার বাক্য আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।" রাজা সম্মত হইয়া সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহা সমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্য-ধ্বনি এবং ঘোষণাকারিগণের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। ঘোষণাকারী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "এই দেশে রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন।"

যে দেশে আমাদের পূর্ব্বকথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বর হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন ; আর এই পণ ছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রাজা হইবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মনের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুরুষ পাইতেছিলেন না। এমন সময়ে এক যুবা সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপের প্রভা দেখিয়া বোধ হইল, যেন স্বয়ং সূর্য্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সভার এক কোণে দাঁড়াইয়া কি হইতেছে দেখিতে লাগিলেন। রাজকন্যা সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসীটি মালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "একি পাগলামি করিতেছ ? আমি সন্ন্যাসী, বিবাহের সহিত আমার সম্পর্ক কি ?" সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, বোধ হয় লোকটি দরিদ্র, সেইজন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ভরসা করিতেছে না ; অতএব বলিলেন, "তুমি এক্ষণে আমার কন্যার সহিত অর্দ্ধরাজ্য পাইবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমুদয় রাজ্য পাইবে।" এইরূপ বলার পর রাজকন্যা সেই সন্ন্যাসীর গলদেশে আবার মাল্য অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী, "কি উৎপাত ! আমি বিবাহ করিতে চাহিনা, তবু একি ?" এই বলিয়া পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যার এতদূর ভালবাসা পড়িয়াছিল যে, তিনি বলিলেন, 'হয় আমি উহাকে বিবাহ করিব—নয় মরিব।' এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন। তখন সেই অপর সন্ন্যাসী—যিনি রাজাকে এখানে আনিয়াছিলেন—রাজাকে বলিলেন, 'চলুন আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।' এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যে সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন তিনি রাজধানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বাহির হইয়া কয়েক মাইল ধরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বনে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যাও তাঁহার অনুগমন করিলেন; অপর দুইজনও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ একটি গুপ্ত পথে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও সেই অপর সন্ন্যাসীটি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন পথ বাহির করা বড় কঠিন; কারণ, এখন বড় অন্ধকার। এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এস, আজ ইহার তলায় বিশ্রাম করা যাক্—প্রভাত হইলেই তোমাকে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব।"

সেই গাছে এক পাখীর বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পক্ষী, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত; ছোট পাখীটি নীচের দিকে চাহিয়া তিনটি লোককে গাছের তলায় দেখিল ও পক্ষিণীকে বলিল, 'দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে অনেকগুলি অতিথি আসিয়াছেন—এ শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নি-খণ্ডে জ্বালানি কাষ্ঠ যোগ করিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পক্ষীটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার পত্নীকে বলিল, "প্রিয়ে, আমরা কি করি? উহাদিগকে খাইতে দিবার মত আমাদের ঘরে কিছুই নাই, কিন্তু উহারা ক্ষুধার্ত্ত, আর আমরা গৃহস্থ; ঘরে যে কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। আমি ইহাদিগকে আমার নিজের শরীর দিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে অগ্নিতে পড়িল ও মরিয়া গেল। পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য্য দেখিল, এবং বলিল "তিনজন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য একটি ছোট পক্ষী মাত্র রহিয়াছে। ইহাতে ত কুলাইবে না। স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমিও আমার শরীর সমর্পণ করি।" এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল ও পুড়িয়া মরিয়া গেল। তারপর সেই শাবক তিনটি সমুদয় দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল, "আমাদের পিতামাতার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্ত্তব্য; অতএব আমাদেরও শরীর যাউক।" এই বলিয়া তাহারাও সকলে অগ্নিতে ঝাঁপ দিল।

ঐ তিন ব্যক্তি কিন্তু পক্ষীগুলিকে খাইতে পারিলেন না; তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং কোনরূপে অনাহারে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইলে, রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন, "রাজন্, দেখিলেন, নিজ নিজ অধিকারে কেহই অপর হইতে নিকৃষ্ট নহে। যদি আপনি সংসারে থাকিতে চান তবে ঐ পক্ষিগণের ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি আপনি সংসার ত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ যুবকের ন্যায় হন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা ও রাজ্যধন শূন্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু একজনের কর্ত্তব্য অপরের নহে।"

২৩। সংসারে থাক, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না—পদ্মপত্রের মূল যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু তা যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারও প্রতি কম না হয়। অন্ধ যে, তার বর্ণের জ্ঞান থাকতে পারে না—সুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখব কি করে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি, ও তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না।

২৪। তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমায় ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসার দ্বারা প্রীত করিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে। যদি স্ত্রী আমাদিগকে ঈশ্বর-পথে সহায়তা করে, তবে তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়। সতীত্বই জাতির জীবনীশক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্যেই প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে?

২৫। এইটে জেনে রাখবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে পারিস ত তোর মরার আগেই দেখতে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেহ নাই—স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার!

২৬। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার পরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে—কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই।

২৭। অনাসক্ত হও, কার্য্য চলিতে থাকুক—মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ কার্য্য করুক—নিরন্তর কার্য্য করুক, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে জয় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ, এইভাবে কার্য্য করিয়া যাও। নিরন্তর কার্য্য কর, কিন্তু নিজেকে যেন বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নহে। আমাদের নানা সোপানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, জগৎও তদ্রূপ একটি সোপান-বিশেষ; ইহার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি মাত্র। সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও—"সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাহ

১। যদি প্রত্যেক নর-নারীকেই অপর যেকোন নর-নারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে সঞ্চরণ করিতে পায়, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে। দুষ্ট প্রকৃতি, আসুর-স্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশু-প্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপরদিকে ইহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এইরূপে সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ, এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি নিবারিত হইতে পারে, ইহাই মহাসমস্যা।

২। যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এবিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভব পুত্র আর্য্য নহে। যে সন্তানের জন্ম মৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সেই প্রকৃতপক্ষে আর্য্য।

৩। বাল্য-বিবাহের মূল তত্ত্বটি অবশ্য নির্দ্দোষ, কিন্তু এখন আমরা সেই মূলতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি। বাল্য-বিবাহ প্রথা যেসকল মূলভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, অন্য কিছুতেই নহে। সুতরাং তোমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়—এ বিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। আমার মত এই যে, বাল্য-বিবাহের মুলতত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে পুরুষের সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তাহা না হইলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হইবে।

৪। বিবাহ বিষয়ে আমার বা আমার ভগিনীর কোনও কথা চলে না। বর্ণই এই সকলের নিয়ন্তা। কখনও কখনও শিশু বয়সেই আমাদিগকে বিবাহ দেওয়া হয়; কেননা বর্ণের নির্দ্দেশ—মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই যদি বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে প্রণয়বৃত্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্বেই বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া ভাল। যদি অল্প বয়সে বিবাহ না দিয়া ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা এমন কাহারও প্রতি আসক্ত হইতে পারে, যাহাদের সহিত বিবাহ বর্ণ অনুমোদন করিবেন না, সুতরাং তাহাতে অনর্থ সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং বর্ণ বলেন, উহাকেই গোড়াতেই থামাইতে হইবে। বাল্যকালে বিবাহ হইলে বালক বালিকার ভালবাসা রূপ-গুণের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাভাবিক হইবে।

৫। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা ভগবানেরই পবিত্র প্রতীকস্বরূপ। একটি নূতন জীব কোন এক প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া জগতে আসিতেছে। একটি পবিত্র নূতন জীবকে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাঁহাদের মিলিত এক সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা, এ কি কৌতুক? একি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুবৃত্তির চরিতার্থ? হিন্দু বলে, 'না না, কখনই না।'

৬। শাস্ত্র বলেন—আমি যদি পুরুষকে যথেচ্ছ বিবাহে স্বাধীনতা দেই, তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে? তুমি ত প্রেমে পড়িলে, কিন্তু রমণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা যদি পাগল বা যক্ষ্মারোগী হয়, তাহা ভাবিবে কে? কোন বালিকা হয়ত কোন পুরুষের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু তাহার পিতা হয়ত ঘোর মাতাল। এ বিষয়ে বিধি কি? বিধি এই—এই সব বিবাহ অবৈধ। মাতাল, যক্ষ্মারোগী বা পাগলের সন্তানের বিবাহ অবৈধ। মাতাল, যক্ষ্মারোগী বা পাগলের সন্তানের বিবাহ অসঙ্গত। শাস্ত্র বলেন, পঙ্গু, কুব্জ, বাতুল ও মূঢ়ের বিবাহ একেবারেই হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, যতই দূর সম্পর্ক হউক সগোত্র বিবাহ অবৈধ। ইহাতে জাতির দৈহিক অবনতি ও বন্ধ্যাত্ব নিশ্চিত। ইহা হওয়া একেবারেই উচিত নয়, সুতরাং আমাদের শাস্ত্র ঐরূপ বিবাহ অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

৭। বিধবাদের বিবাহ না হওয়া সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে, একদিকে পুরুষের সংখ্যা কম হওয়ায় বিধবার জন্য স্বামী পাওয়া কঠিন, সুতরাং বিধবার কষ্ট, অপরদিকে কুমারীর স্বামি-সমস্যা। এখন তোমার সম্মুখে বিধবা বিবাহ বা কুমারী বিবাহরূপ দুইটি সমস্যার মধ্যে অন্যতমটি আসিয়া পড়িবেই। এখন সেই পুরাতন কথাটি আবার স্মরণ কর, ভারতীয় মন সমাজতান্ত্রিক। তাহারা বলে, "দেখুন, কুমারীসমস্যার তুলনায় বিধবা-সমস্যা গৌণ ব্যাপার।" কেন? কারণ তাহারা একবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা বিবাহিত হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে তাহারা সেই সুযোগ পাইয়াও উহা হারাইল বটে, কিন্তু একবার ত তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। তাহার পর স্থিরভাবে একবার কুমারী বেচারীদের কথা চিন্তা কর দেখি। তাহারা ত বিবাহের একটিও সুযোগ পায় নাই।

৮। এবার এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম কি বলেন দেখা যাক্। ধর্ম্ম আসিলেন সান্ত্বনা লইয়া। একটা কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, বিবাহ জিনিষটা খারাপ, উহা শুধু দুর্ব্বলের জন্য। যাহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, তাহারা কখনও বিবাহ করেন না—তা স্ত্রীই হউক আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষই হউক। ধাৰ্ম্মিক স্ত্রীলোক বলেন, "ভগবান্ ত আমাকে উহা অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ দিয়াছেন। বিবাহ করিয়া কি হইবে?" অবশ্য সকলেই ভগবানে মন সমর্পণ করিতে পারে না। কাহারও কাহারও পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব এবং সেইজন্য তাহাদের কষ্ট পাইতে হয়।

৯। আমাদের স্মৃতিকার ভগবান্ মনু 'আৰ্য্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, "সৎ সন্তান কামনার ফলে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্য্য।" ভগবানের নিকট সন্তানগণের কামনা না করিয়া যাহাদের জন্ম হয়, স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনাৰ্য্য। সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে। অভিশাপ, অসন্তোষের মধ্যে যাহাদের জন্ম, সংযমের অসামর্থ্যহেতু উত্তেজনার অতর্কিত সুযোগে যাহারা জগতে আবির্ভূত হয়, সেই সব সন্তানের কাছে কী আশা করা যাইতে পারে?

১০। যদি আপনাদের সন্তান জন্মের মূলে ভগবানের নিকট সৎসন্তানের জন্য কামনা না থাকে, তবে তাহাতে মনুষ্যসমাজের পক্ষে অভিশাপ। মাতৃত্বের উপর কতবড় দায়িত্ব। ইহাই হইল ভিত্তি, এখান হইতে অগ্রসর হউন। মাকে কেন এত শ্রদ্ধা ভক্তি করিব? কারণ আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যান, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়ুন, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশুন, পরিণামে দেখিবেন যে, জন্মগত শুভসংস্কারই আপনার সাফল্যের যথার্থ কারণ! জন্ম হইতে আপনার সদসৎ অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম! শিক্ষা এবং অপরাপর জিনিষ সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য।

১১। প্রত্যেক দেশের আদম-সুমারীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চবর্ণের মধ্যে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অনেক অধিক। কারণ উচ্চবর্ণের মেয়েরা পুরুষানুক্রমে আরামেই জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলে বেচারীদের আর কথা কি? তাহারা ত মাছির মত মরে। ভারতবর্ষে একটা প্রবাদ আছে, "মেয়ের যেন বিড়ালের মত নটা প্রাণ।" আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে উচ্চবর্ণের মেয়ের সংখ্যা অতি শীঘ্রই ছেলের সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায়, কেবল আজকাল তাহারা ছেলেদের মত পরিশ্রম করায় উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। নিম্নবর্ণাপেক্ষা উচ্চবর্ণের মেয়ের সংখ্যা অনেক অধিক। কারণ নিম্ন বর্ণের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের সকলেই কঠোর পরিশ্রম করে, এবং অনেক সময় মেয়েদের একটু বেশীই খাটিতে হয়। কারণ, গৃহস্থালির কাজ তাহাদেরই হাতে।

১২। স্ত্রী সম্বন্ধীয় আচার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুস্কিল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হইলে ছেলেপুলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ মানুষে দশগণ্ডা বিবাহ করিলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশবৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা একসঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ।

১৩। বে করেছিস্ ত কি হয়েছে? মা বাপ ভাইবোনকে অন্নবস্ত্র দিয়ে যেমন পালন কচ্ছিস্, স্ত্রীকেও তেমনি করবি, বস্। ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামায়ার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম্ম উদ্যাপনে 'সহধর্ম্মিণী' বলে মনে করবি। অন্য সময়ে অপর দশ জনের মত দেখবি। এইরূপ ভাবতে ভাবতে দেখবি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। ভয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র

১। জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অন্য কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষ-বিশেষের বাক্য—সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দু দিগের বেদই প্রাচীনতম। অতএব বেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক।

২। বেদ নামক শব্দরাশি কোন পুরুষমুখনিঃসৃত নহে। উহার সন তারিখ এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কখনও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আর আমাদের (হিন্দুদের) মতে, বেদ অনাদি অনন্ত। একটি বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম ঈশ্বর নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায়; হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ; কারণ, বেদ অনাদি অনন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি (বিদ্—ধাতুর অর্থ—জানা)।

৩। বেদ নামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ যাগযজ্ঞের কথা আছে; উহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান। কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, যথা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী এই সকল বিভিন্ন আশ্রমীর বিভিন্ন কর্ত্তব্য এখনও পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

৪। দ্বিতীয়ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—আমাদের ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশ। উহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদ-জ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে কেহ হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষদ্ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই।

৫। বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি ঋষিনামধেয় পুরুষসমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত। ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র, ঐ ভাবরাশি অনন্তকাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল—ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্ত্তা।

৬। এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবর-তনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারলাভ হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন—তবে হে আধুনিককালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার।

৭। উপনিষদেরই বড় বড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের যত প্রকার পূজার যন্ত্র প্রতিমাদি আছে, সকলেই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে; কারণ, বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে যন্ত্রপ্রতিমাদিরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৮। বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্য যুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত একথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে। না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। বেদের চর্চ্চা ত বাঙ্গালাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সেইদিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—বেদের পূজা করিবে।

৯। বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলি ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ ঋষিমুনি এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; এই অর্থে অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য যেরূপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ ; তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহার কোনও প্রামাণ্য থাকিবে না।

১০। আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি—সত্য যুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য ; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই সকল যুগের প্রত্যেক যুগে আবার অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশ কাল পাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি। বেদান্তে ধর্ম্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। কেন ?—কারণ, ঐগুলি মানব ও প্রকৃতিতে যে অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে।

১১। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মকার্য্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেগুলিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সুতরাং সময় বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই—সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্যবিশেষের বিধান রহিয়াছে, অন্য সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়বিশেষের উপযোগী ছিল কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি ঐ খাদ্য-ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতঃই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেই হইবে, ঋষিরা, আসিয়া কিরূপে ঐ সকল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে তাহার উপায় দেখাইয়া দিবেন। আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি একবিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না, উহারা সমভাবে থাকিবে।

১২। তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিক-তত্ত্ব সকলের নানাবিধ রূপকের দ্বারা বিবৃতি প্রভৃতি নানাবিষয় আছে। বৈদিকধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন; পণ্ডিতদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই ঐ সকল গ্রন্থের সময় নিরূপণে সক্ষম। পুরাণ তৎকালীন লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ, সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যেকোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই ধর্ম্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩। পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ উপনিষদে, কিন্তু উহার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে। সুতরাং ভক্তি কি বুঝিতে হইলে, আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। সৌন্দর্য্যের মহান আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

১৪। যাহাদের চারিদিকে বন্ধন, যাহারা অন্তরে বাহিরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই দাসত্ব যাহাদিগকে ক্রমশঃ অধঃ হইতে অধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারা যে কত দুর্ব্বল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এরূপ ব্যক্তিগণের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণ-নিচয় ভক্তির অতি মনোহারিণী বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে। তাহাদের জন্যই এই ভক্তির কোমল ও কবিত্বময় ভাব প্রচারিত, তাদের জন্য ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও সহস্র সহস্র সাধুগণের এই সকল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী বিবৃত, আর এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য—যাহাতে লোকে এই ভক্তিকে নিজ নিজ জীবনে বিকাশ করিতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা। আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহাদের জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।

১৫। ভক্তির সহজ ও সুখসাধ্য ভাব ভাষায় লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই চলিবে না, উহাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ, আমরা পরে দেখিব যে, এই ভক্তির ভাবটি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমের সারভূত হইয়া উঠে। যতদিন ব্যক্তিগত ও জড় প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না।

১৬। কেবল তাঁহাদেরই পুরাণের প্রয়োজন নাই, যাঁহারা সমুদয় মানবীয় দুর্ব্বলতার অতীত হইয়া প্রকৃত পরমহংসোচিত নির্ভীকতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মায়ার বন্ধন, এমন কি, স্বাভাবিক অভাবগুলি পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন, কেবল সেই বিজয়মহিমমণ্ডিত ভূদেবগণের।

১৭। আমি আপনাদিগকে না বুঝিয়া কোন পুরাতন উপকথা বা অবৈজ্ঞানিক খিচুড়ি গলাধঃকরণ করিতে বলিতেছি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলি পুরাণের ভিতর যে বামাচারী ব্যাখ্যা প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, ইহাদের ভিতর একটি সারবস্তু আছে, ইহাদের লোপ না হইবার একটি পুষ্কল কারণ আছে, আর ভক্তির উপদেশ, ধর্ম্মকে দৈনন্দিন জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত করা, দার্শনিক উচ্চ গগনে বিচরণশীল ধর্ম্মকে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করাই পুরাণগুলির স্থায়িত্বের কারণ।

১৮। এরূপ লোক খুব অল্পই আছেন, যাঁহারা বেদান্তালোকের পূর্ণচ্ছটার বৈভব বুঝিতে ও উহার আদর করিতে পারেন—উহার তত্ত্বগুলি জীবনে পরিণত করা ত দূরের কথা। কারণ প্রকৃত বেদান্তীর প্রথম কার্য্যই 'অভীঃ'—নির্ভীক হওয়া। যদি কেহ বেদান্তী হইবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাকে হৃদয় হইতে ভয়কে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। আর আমরা জানি, ইহা কত কঠিন।

১৯। তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২০। সমগ্র ভারতের এমন কি, সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়ে ভারতেতিহাসে কপিলের মত বড়লোক জন্মায় নাই। জগতের সর্ব্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্রবর্ষ প্রাচীন হইতে পারে তথাপি তথায় সেই কপিলের—সেই তেজস্বী মহিমময় অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন কপিলের—প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও তাঁহার দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

২১। গীতা জিনিষটিতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন, জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা, পাতা সব সমেত। আর গীতাটি কি?—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজান—যেন ফুলের মালা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

২২। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্ব্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগধর্ম্ম

১। 'হিন্দু' নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থকতা নাই; ঐ শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণ বৈকল্যে এই 'সিন্ধু' শব্দ হিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে; তাঁহারা সিন্ধু-নদের পরপার-নিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে; মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

২। তোমরা এইটি বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, বর্ত্তমানকালে সিন্ধুনদের এই পারবর্ত্তী সকলে আর প্রাচীনকালের মত এক ধর্ম্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটী হিন্দুমাত্র বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। আমরা 'বৈদিক' (অর্থাৎ যাহারা বেদমতানুবর্ত্তী) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।

৩। তোমারা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন খাদে প্রধাবিত করাইতে ইচ্ছা কর?—ইহাও যদি সম্ভব হয় তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্ব-সূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন—ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়। অন্যান্য দেশে অন্যান্য পাঁচরকম আবশ্যকীয় জিনিষের মধ্যে ধর্ম্ম একটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে—তাহারা যাহা খুসী করুক না কেন, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষালিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি কেহ অপবিত্রভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোঝা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়।

৫। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, তথায় অন্যান্য পবিত্র ভাবোদ্দীপক বস্তুসমূহও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধুব্যক্তি বাস করেন, অথচ সেখানে যদি একটিও মন্দির না থাকে, তাহাকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি তথায় অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না।

৬। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ, অন্যস্থানের পাপ তীর্থে খণ্ডে কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই খণ্ডে না। সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ-সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিবদর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

৭। কোন ধনী ব্যক্তির এক বাগান ছিল—তাহার দুই মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজ করিত না; কিন্তু তাহার প্রভু আসিবামাত্র করজোড়ে 'প্রভুর কি রূপ—কিবা গুণ' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালীটি বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাক সব্জি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন করিত ও সেইগুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে তাহার প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুইজন মালীর ভিতরে প্রভু সর্ব্বাপেক্ষা কাহাকে অধিক ভালবাসিবেন?

৮। এইরূপ শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যানস্বরূপ, আর এখানে দুইপ্রকার মালী আছে। একপ্রকার মালীরা অলস, কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপের—তাঁহার চোক নাক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর একপ্রকার লোক আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র, দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য, তাঁহার সৃষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের মধ্যে শিবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানগণের সেবা করেন। যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

৯। প্রথমেই, এই যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে, দেখ। বড় বড় মদ্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত যে,—এক ঘটী জল খাব ডান হাতে, কি বাঁ হাতে; হাত তিনবার ধোব না চারবার; কুলকুচো করব পাঁচবার কি ছয়বার! যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পার? আমাদের ধর্ম্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে—এই আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। আমরা এখন বৈদান্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল—ছুঁৎমার্গী, আমাদের ধর্ম্ম এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি, আর মন্ত্র—'আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, আমি মহাপবিত্র!' যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।

১১। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপ বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই অংশ নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন—ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার ঐ যুগের জন্যই অন্যবিধ আচারেরর সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতি আবার সত্য প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচারের সমর্থন করিয়াছেন।

১২। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গেল, মনে করিও না। মনে রাখিও—এই সকল প্রথার ও আচারের চিরকালই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড়লোক আসিলে ছাগ ও গো হত্যা করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল। ক্রমশঃ সকলে বুঝিল—আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী, সুতরাং ভাল ভাল ষাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গোহত্যা প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল।

১৩। প্রাচীন শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচারসকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্ত্তে অন্যবিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলিরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে,—তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—বেদ চিরকাল এইরূপ থাকিবে, কিন্তু স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্ত্তনেই শেষ হইয়া যাইবে।

১৪। আমি চাই—গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু ও তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। সাদা কথায় বলি—সব বিষয়েই আমাদিগকে মুখ্য গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জন্য—গৌণতত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র।

১৫। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে—তোমাদিগকে প্রাচীন আচার-পদ্ধতি সমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে—অতিশয় কুৎসিত আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরও করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীতকালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না ;—বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৬। আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না—ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি কাহারা?—তিনিই ঋষি, যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন—যাঁহার নিকট ধর্ম্ম কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, বাগবিতণ্ডা বা তর্কযুক্তি নহে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয় সত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহেন—তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা।—ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশকাল জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না।

১৭। হিন্দুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিন্দুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা একমুঠা অন্ন গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি, সাবধান।

১৮। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নয়। মেয়ে পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরকদ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি? আমাদের মহাতীর্থ জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার।

১৯। যাহারা ঠাকুর ঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাদের (অর্থাৎ যাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে তারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০। আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীনকালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল। নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর।

২১। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন;—আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষা

(আন্তর্জাতিক)

১। তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যেকোন শিক্ষায় এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।

২। বালক স্কুলে গেলে, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা! ষোলবৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। আর ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিন প্রেসিডেন্সির ভিতরে একটা লোকও জন্মাইল না। মৌলিকভাবপূর্ণ যেকেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশের নয়, অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে।

৩। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা কর্ত্তে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত—হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থ-তৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দফরাস—এদের কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে—মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। Capital (পয়সা) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নাই।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানামাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরী-গুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, অভিধানসমূহই ত ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৪। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হালচাল বদলে দিচ্ছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা "হা চাকরী যো চাকরী" করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

৫। তোরা এই massএর (সাধারণ শ্রেণীর) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল্‌গে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।" তোদের এই সহানুভূতি পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

৬। এই mass (ভদ্রেতর সাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের উপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝ্‌তে পারবে—তখন তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুৎকারে তোরা কোথা উড়ে যাবি। এই জন্য বলি, এই সব নীচ জাতদের ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে'—এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

৭। এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না। সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দল গঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ।

৮। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে সমাজের আপামর সকলকে পরিচালিত করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখ দারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। গরীব লোকের অতশত ধর্ম্মের বাঁধনের কোন আবশ্যকতা নাই—অথচ তাহাকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধিবার চেষ্টা। তাহাকে অত বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও, দেখি। বেচারা একটু সংসারের সুখভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—ক্রমশঃ ত্যাগ তাহার আপনা আপনিই আসিবে।

৯। আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট ভোগ চেষ্টায় কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের এখন একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুইটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, আমি প্রাচীন সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ, সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও, তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন—সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে।

১০। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধন হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া ত ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

১১। জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ; এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর।

১২। তোমরা যদি জগৎকে একথা শুনাইতে পার—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে,' তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার। এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ, এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

১৩। শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শিখাতে হবে। দেখছিস না এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম করবি। দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হওয়া চাই। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধের জন্যই এখন শিক্ষার দরকার।

১৪। প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর। প্রত্যেক স্বামী নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীলোককে মাতা, কন্যা বা ভগ্নীরূপে দেখিবেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচার্য্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের উপর মাতৃভাব অবলম্বন করা এবং তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত।

১৫। Negative thought (নেই নেই ভাবে) মানুষকে নির্জীব করে দেয়। দেখছিস্ না, যে সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখা-পড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না,' 'বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মত, তাদের সম্বন্ধেও তাই। ভ্রম প্রমাদ দেখালে মানুষের মনে আঘাত দেওয়া হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারীশিক্ষা ও আদর্শ

১। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা চলিতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

২। তোমরা মেয়েদের নিন্দাই কর, কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য কি করিয়াছ বল দেখি? স্মৃতি কৃতি লিখিয়া, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করিয়া এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে পুত্র উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র করিয়া তুলিয়াছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের না তুলিলে বুঝি তোমাদের আর উপায়ান্তর আছে? কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান ভক্তির অধিকারিণী হইবে না? ভারতের অধঃপতন হইল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই সময় মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন, নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

৩। ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকর স্বরূপ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। ওদেশে (পাশ্চাত্যে) মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইত না—ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালায়, আফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারী করে। একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। ঠিক ঠিক শিক্ষা পাইলে ইহারা আদর্শ স্ত্রীলোক হইতে পারে।

৫। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ে স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল নাটক ছুঁইতে দেওয়া উচিত নহে। কেবল পূজাপদ্ধতি শিখালেই চলিবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটাইয়া দিতে হইবে। আদর্শ নারীচরিত্র সকল ছাত্রীদের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাহাদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা ইহাদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের জীবন ঐরূপ গঠিত করিতে হইবে।

৬। যে রকম শিক্ষা চলিতেছে, সে রকম নয়। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যান্‌পেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শিক্ষা দরকার। এসময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝান্সির রাণী কেমন ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। মেয়েদের শিখাইতে হইবে, নিজেদেরও শিখিতে হইবে। খালি বাপ হইলেই ত হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করিতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষাও ত সহজে দেওয়া যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে, সতীত্ব কি জিনিষ তা তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কি না? প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উস্কাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্র গঠন করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা, বিবাহ হউক বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব?

৮। এখন যে রকম সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল হইতে আছে, তাহারই বলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিরকুমারী রাখিয়া ত্যাগ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে, তাহাও শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা অতি সহজেই ঐ সব শিখিতে পারিবে ও ঐরূপ শিখিতে আমোদও পাইবে। আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ঐরকম কতকগুলি পবিত্র জীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

৯। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা এখনও আমাদের মধ্যে উদয় হয় নাই। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শিক্ষা নয়, আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা নির্ভীক-হৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাই ও মীরাবাইএর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীররমণী হইবে—ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদপদ্মস্পর্শে যে বীর্য্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।

তুমি কে হে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধানে আগুয়ান হইতেছ? তুমি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক রমণীর ভাগ্য-বিধাতা সাক্ষাৎ ভগবান নাকি? তফাৎ। উহারা আপনাদের সমস্যা আপনারাই পূরণ করিবে।

১০। শিক্ষাই বল, আর দীক্ষাই বল, ধর্ম্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে। এখন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষা গৌণ হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন—এই জন্য শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে এপর্য্যন্ত যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মটাকেই গৌণ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতেই আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার যে সকল দোষ দেখিতে পাও তাহা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাহাদের ঐরূপ বেচালে পা পড়িয়াছে। সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তাহার কাজে গলদ থাকিবেই।

১১। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বুঝা কঠিন। বেদান্ত শাস্ত্রে ত বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্ব্বভূতে বিরাজ করছেন।

১২। মহাকালী পাঠশালার সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের উপরেই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষ সংশ্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩। আমি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহারা কখনও বিবাহ করে না, আমিও বিবাহ করি নাই; কিন্তু যদি করিতাম, আর আমার স্ত্রী যদি মায়ের অবাধ্য হইত, তবে আমিও স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতাম না।—কেন? কারণ আমি মায়ের পূজক। তাঁহার পুত্রবধূও না হইবে কেন? আমি যাঁহার পূজা করি, সেও তাঁহাকে পূজা করিবে না কেন? সে আবার কে যে আমাকে অবহেলা করিয়া আমার মাকে শাসন করিবে? নারীত্বের পূর্ণতম বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। মাতৃত্বলাভই নারীর নারীত্বের একমাত্র সার্থকতা। মা না হওয়া পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করুক, তখন আবার সেও ঐরূপ ক্ষমতা পাইবে। হিন্দুমতে মা হওয়াই নারী জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

১৪। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—এখানে শক্তির অবমাননা বলিয়া। শক্তির কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না। আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখিয়াছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু ইহারা না জানিয়া পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যাহারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করিবে, তাহাদের কি কল্যাণ না হইবে?

১৫। এমন পাশব ভাব কি আছে, পবিত্রতা ও সতীত্ব যাহা জয় করিতে না পারে? যে কল্যাণী সতী স্ত্রী নিজ স্বামী ব্যতীত সকলকেই তাঁহার ছেলের মত দেখেন, আর সকল লোকের প্রতি জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতাশক্তিতে এতদূর উন্নত হন যে এমন পশুপ্রকৃতির লোক নাই, যে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া না অনুভব করিবে। ব্রহ্মচর্য্যই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম; আর এমন মানুষ পাওয়া দুর্ঘট (সে যতদূর মন্দ হইয়াই যাউক না কেন) নম্রা প্রেমিকা সতী যাহাকে ফিরাইয়া সৎপথে না আনিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। যে সকল অবাধ্য রমণীগণের মন হইতে সদ্‌গুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুষ্টির ভিতর রাখিবে, আর যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলিয়া থাকে, তখনই চীৎকার করিতে থাকে। এরূপ রমণীগণ জগতের মহা অকল্যাণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে; আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্দ্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

১৭। প্রত্যেক স্বামীও তদ্রূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীলোককে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে ব্যক্তি আবার ধর্ম্মাচার্য্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের উপর মাতৃভাব অবলম্বন করা এবং তাহার প্রতি সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত।

১৮। ব্রহ্মচর্য্যই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম্ম; আর এমন মানুষ পাওয়া দুর্ঘট (সে যতদূর মন্দ হইয়াই যাউক না কেন) নম্রা প্রেমিকা সতী যাহাকে ফিরাইয়া সৎপথে না আনিতে পারে। জগৎ এখনও এতদূর মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমি নৃশংস পতি ও পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে নৃশংসা ও অপবিত্রা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও পুরুষের সংখ্যার অনুরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ ও জাতীয়তা

১। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঘুরিয়া দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি-স্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি বিধান, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতি বিধান, কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত। ধর্ম্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—আগ্রহের বস্তু।

২। ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্ম্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে ; ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্ম্মের মহান আদর্শসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে ; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্ম্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি ; এক্ষণে ঐ ধর্ম্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনীশক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে।

৩। ধর্ম্ম আমাদের মজ্জাগত,—সকল সংস্কার ওর ভিতর দিয়েই আন্‌তে হবে। নতুবা mass (জনসাধারণ) ত গ্রহণ করবে না। তাছাড়া অন্য রকম কর্ত্তে গেলে, গঙ্গাকে ফিরিয়ে হিমালয়ে এনে অন্য পথে প্রবাহিত করার মতই শক্ত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,—যতদিন না তোমরা প্রকৃত-পক্ষে ধার্ম্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। শুধু ভারতের নহে, ইহার উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে।

৫। অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হইতে পারে না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্ব্বপুরুষ-গণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার বিনাশ আসন্ন।

৬। তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজশক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্ব্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন—"নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে।"

৭। অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যাইও না; এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতিবিশেষের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

৮। তিনটি বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতি-চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়; করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না এইটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র উচ্চবংশ নীচবংশ রাজ্য-শাসনে সামাজিক-স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার।' এর ওপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

৯। ইংরাজ চরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ, ইংরাজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি—অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার কর্ত্তে হয়, ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও ত তার কার্য্য কারণ হিসাব-পত্রে আমি দুকথা বলবো বুঝবো তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় কর্ত্তে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেল্‌লে।

১০। হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা, বেশ কথা। কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে একমত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্ব্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, 'কাল' বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে নাও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। এই দেখ, বর্ত্তমানকালে পাঠান বংশরা আসছিল—যাচ্ছিল কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য কর্ত্তে পাচ্ছিল না; কেন না ঐ হিন্দুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল-রাজ্য কেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল।—কেন? না, মোগলেরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিন্দুরাই ত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি—জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিন্দু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগলরাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরাজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর? ঐ ধর্ম্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। ইংরাজেরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের 'তকত তাজ অচল রাজধানী'। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরাজেরাও একথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ। এখন বুঝতে পারছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটা কোথায়?—ধর্ম্মে।

১২। কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই সেজাতি আপনাকে পৃথক রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

১৩। ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ, এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।

১৪। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদিগের প্রতি উক্তভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও।

১৫। আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই-জন্যই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই কর্ত্তে হবে ; নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—খাঁটী হিন্দুদেরই একাজ কর্ত্তে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্ম্মের দোষ নয়, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই ঐ সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

১৬। তোমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতেই হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর ; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দু-জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে।

১৭। নেতা কি তৈরী করতে পারা যায় ? নেতা জন্মায়—বুঝতে পারলে কিনা ? নেতাগিরী করা আবার বড় শক্ত—'দাসস্য দাসঃ'—হাজার লোকের মন যোগান। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না—তবে নেতা প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ) হওয়া—তবে নেতা (Leader)।

১৮। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নাই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নাই। আর যতই আমরা হীনশক্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই আমরা ঈর্ষাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষা-দ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হইতেই পারে না—ততদিন আমরা এই রকম ছোড়ভঙ্গ হয়ে থাকব ; কিছুই করতে পারব না। ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শিখতে হবে, অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু ইউরোপীয় বলে কিছু থাকবে না, উভয় প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের এক দিক, ওরা আর এক দিক বিকাশ করছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থ ই দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।

১৯। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে! প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্ব্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে। প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যেসব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে।

২০। আমাদের ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অন্যান্য নিয়মাবলী ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে।

২১। ভারতেতর নানাদেশ হইতে আমরা সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরণের। তাহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল—অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর—প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্ত্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে—তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় হইবে। কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালকমাত্র।

২২। জগৎ সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমায় বিশ্বাস কর,—অন্যান্য দেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এখানেই—কেবল এখানেই এমন লোক পাওয়া যায়, যে ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিয়াছে। শুধু ধর্ম্মের লম্বা চওড়া কথা বলিলেই ধর্ম্ম হয় না; তোতা পাখীও লম্বা লম্বা কথা কয়, আজকাল কলেও কথা কয়—কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহাতে ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা, তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান। এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্ম্মিক পুরুষ হইলে।

২৩। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

২৪। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্য বলে অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম, ঈশ্বর, আত্মা, অনন্ত, মুক্তি —এ সকল সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক হইতে আমাদের দেশের হীনতম কৃষক পর্য্যন্ত এ সকল তত্ত্বসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

২৫। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদিগের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই কারণেই শত শত বর্ষ অত্যাচারেও প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসনে ও পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত—কারণ, এখনও এই জাতি ঈশ্বররূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

২৬। পাশ্চাত্য-সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার-সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, —আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও সব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি-মাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

২৭। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটি বিষম ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে ভারতে পূর্ব্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই কিছুদিন হইতে সেখানেও এই ভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সকলের একপথ নহে। তুমি যে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই প্রণালী হইতে পারে না।

২৮। সে যেসকল কার্য্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে?—আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ইংরাজলোকে কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটা 'বাহবা' দিবে, ইহাই তাহার সর্ব্বকার্য্যের অভিসন্ধির মূলে! সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মত-বিরুদ্ধ! কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ?—কারণ, সাহেবরা এরূপ বলিয়া থাকে! এরূপভাব আমি চাহি না। বরং নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু, দুর্ব্বলতাই পাপ।

২৯। এইটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল; সুতরাং ফল দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

৩০। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারি-বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।

৩১। যদি জগৎকে কোন ধর্ম্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই 'অভীঃ'! কি ঐহিক কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই 'অভীঃ'—এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়?—আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব।

৩২। এইমাত্র আপনারা অভিযোগ করিলেন যে, ইউরোপীয় জড়বাদ আমাদিগকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছে। আমি বলি, দোষ শুধু ইউরোপীয়দের নহে—দোষ প্রধানতঃ আমাদের। আমরা যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদান্তিক, তখন আমাদিগকে সর্ব্বদাই সকল বিষয় ভিতরের দিক্ হইতে —আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশলক্ষের অধিক খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ ?

৩৩। প্রশ্ন এই,—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি ? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না ? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম—সে অসৎপথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়—'এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না ; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন—কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।'

৩৪। আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি ? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করুক দেখি—আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি ; আর নিজেরা নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি ! আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম্ম। কাহারও দোষ দিবেন না, দোষ দিন আমাদের নিজেদের কর্ম্মকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৫। ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্ত্তমান চিহ্নসমূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিন্দুমাত্র সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও উত্তমরূপে আত্ম-সংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই আখেরে যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্য্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

৩৬। এই ভারতেই কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চার্চ্চ ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা আমাদিগকে যতই ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশবভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ও অত্যাচার করুক,—তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে—সেইরূপ আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য গির্জ্জা ও মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে ছাড়িব না—যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখন দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না—ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী হইতে পারে; কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাভ করিতে পারে না—ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে।

৩৭। ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতি —অনেক দুরদৃষ্ট বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই) এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ, এই জাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে ?

৩৮। ইউরোপ এই সমস্যার অপরদিক মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে—মনুষ্য কতদূর ভোগ করিতে পারে—কোন উপায়ে—ভালমন্দ যেকোন উপায়ে—মানুষ কত অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিশূন্য-প্রতিযোগিতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রম দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারাই প্রতিযোগিতার নাশ হয়, উহাই উহার শক্তিকে খর্ব্ব করে, উহাই উহার নিষ্ঠুরতার হ্রাস করায়, উহাদ্বারাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

৩৯। সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার, বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে ; কিন্তু তিনিই মানবজাতির যথার্থ বন্ধু, যিনি এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন।

৪০। সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখন বন্ধুত্ব হয় না। যদি তোমাদের ইংরাজ বা মার্কিনগণের সহিত সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের যথেষ্ট আছে। তাহাই এক্ষণে করিতে হইবে।

৪১। রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে ; ধর্ম্মই—কেবল ধর্ম্মই ভারতের যথার্থ মেরুদণ্ডস্বরূপ। ধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল। শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য ; বুদ্ধিবলে বিজ্ঞান সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য দেখান যায়, ইহাও সত্য ; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

৪২। যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতিবিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

৪৩। যে জাত সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্মকর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (পণ্যদ্রব্য) দিয়ে তার সাহায্যে সোণা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল ; আর তোরা, তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস!

৪৪। আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়। আফিস অঞ্চলে কার্য্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক পরবি বৈকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙ্গালীবাবু হবি।

৪৫। এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই ; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ত্যাগ হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, খৃশ্চান, মুসলমান, জৈন ওদের একটা ভ্রম যে, সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। এটি মস্ত ভুল; জাতি, ব্যক্তি প্রকৃতিভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্ত্তে গেলে কি হবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য

১। সর্ব্বোপরি আমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি! অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহরহঃ আমাদের এই চিন্তা! এমন কি ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষার দাস হইয়াছি!—ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষাপরায়ণতা।

২। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং আমাদের দেশে এমন মহৎ জীবন সকল উদাহরণস্বরূপ রহিয়াছে, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের হৃদয় ও মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তারত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার শুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

৩। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কার্য্যকুশল। আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি—হিন্দুরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা। ভারত যে, কোনকালে নিষ্ক্রিয় ছিল, একথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্ম্মপরায়ণ, অন্য কোন স্থানই সেরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে।

৪। ভারতে কর্ম্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু অপরের উহাতে লক্ষ্য না পড়িবার কারণ এই—মনুষ্যপ্রকৃতিই এই—যে, যে কার্য্য করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ভাল বোঝে, সে সেটিকেই জগতের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসে! মুচি জুতো শেলাইই বুঝে, মিস্ত্রি গাঁথনিই বুঝে—জগতে যে আর কিছু করিবার বা বুঝিবার আছে, তাহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোক-পরমাণুর স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; কারণ, আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—তাহার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাইব না। যোগী কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞ লোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া ভিতরের জিনিষ দেখিতে সমর্থ হন।

৫। এক্ষণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। আর ভারতকে জগতের সকল জাতির জন্য ইহা যোগাইতে হইবে। এখানেই মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সকল বিদ্যমান।

৬। বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ, বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিসকল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। সমগ্র ভারতসন্তানগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য।

৭। আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া;—এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্য্যসাধনে সমুদ্রের অতল জলে যাইতে হয়,—যদিও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক; আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা-সাধন করা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। মহৎ কার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ (১) হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি বিচারশক্তি আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও।

৯। (২) উপায় স্থির করিয়াছ কি? তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত না হন। সেইরূপ নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ (৩) দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার।

১০। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক—কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে—ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।

১১। ভারতেতর দেশসমূহের সহিত আমাদিগকে সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। ভারতবাসীর ভারতবহির্ভূত প্রদেশে গমন অনুচিত, এ সকল আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষী মাত্র। এ সকল ধারণাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিবে, ততই তোমাদের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে।

১২। ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যতদিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যদি তিনি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও উচিত—কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা। তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে—আমাদের শাস্ত্র এই কথাই বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম্ম করেন না। সাংসারিক কার্য্য অপর জাতির জন্য—ব্রাহ্মণের জন্য নহে।

১৩। শত শত শতাব্দীর দাসত্বে আমরা যেন একদল স্ত্রীলোকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে বা অপর যেকোন দেশে যাও, দেখিবে, তিনজন স্ত্রীলোক যদি একত্র পাঁচ মিনিটের জন্য মিলিয়াছে ত বিবাদ করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বড় বড় সভা করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুইদিন যাইতে না যাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া বসে, তখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখিবে—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন।

১৪। আমরা এইরূপ স্ত্রীলোকের তুল্য হইয়াছি; যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে চায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না—জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাদের স্বস্তিবোধ হয়।

১৫। যদি তোমাদের দেশের একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে চাপিয়া দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, তবে তাহা অনায়াসে সহিতে প্রস্তুত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। এই দাসত্ব-তিলক কপালে লইয়া তোমরা আবার বড় বড় নেতা হইতে চাও? সুতরাং তোমাদের ঐ দোষ ছাড়িয়া দাও।

১৬। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" (কঠ ১।৩।১৪)—"উঠ, জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।" ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।

১৭। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইও না, কারণ, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে, আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

১৮। লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশায় পড়ে আছে, এরকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা কর। শত্রু মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে হবে। বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে—উহা ত একটা ভ্রম মাত্র। "যার মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনি কেবল 'আজাদ' বা মুক্ত।" কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাস—তাহলে সব বাসনা চলে যাবে। বাসনা ভালই হোক আর মন্দই হোক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। ঐ যেন কুকুরের মত মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিন-রাত লাফান অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ওরকম হোয়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেল।

১৯। পরে কি হবে সর্ব্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্য্যই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস্ তা এখনি করে ফেল; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু ত জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি, যা হয় করবেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবসেবা

১। জীব সেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবা ধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়—"মুক্তি কর ফলায়তে।" আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নাই। "জীবে দয়া করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

২। পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়াছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা "আমার মুক্তি" "আমার মুক্তি" করিয়া দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহারা "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৩। আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ, এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের ঘোর কুকর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

৪। যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানব দেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে ১০ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলাগারদ।

৫। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁঠকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে। বোম্বায়ের বেণেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্চে—মানুষগুলো মরে যাক।

৬। যুবকবৃন্দ, তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মেলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার। এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে। যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে—যতদিন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্ম্মজীবনে পরিণত করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই।

৭। কর্ম্ম মানে মানবজাতির সেবা বা ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তা নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্ছি ততক্ষণ আমরা অপরকে সেবা করতে বাধ্য।

৮। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার, পরার্থে কর্ম্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্মযোগীরা কর্ম্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম্ম করায়, তেমন আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। যেমন সাধনভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাইতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝলি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ না, তপস্যার ফললাভ হয় কিনা। পরার্থ কর্ম্মের ফলে মনের আঁকবাক ভেঙ্গে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

১০। আমাদের সর্ব্বদাই জানা উচিত যে, পরোপকার করিতে যাওয়া এক সৌভাগ্যের কার্য্য। সব ভাল কাজেই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। জগতের উপকার করিব, এই জ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি এস। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না, তথাপি আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; সর্ব্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ, উহা আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যস্বরূপ। কোন দরিদ্রই আমাদের একপয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি; কারণ, সে আমাদের দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে।

১১। যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই তুমি দেখিবে, তুমি নিজের কল্যাণ বিধান করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের নিজের ধর্ম্ম ভালবাস, যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রাদি হইতে এই রত্নরাজি লইয়া তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দানরূপ মহাব্রত সাধনে প্রাণপণ করিতে হইবে।

১২। আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধ-চিত্ত হইতে হইবে, এবং যেকেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভকর্ম্ম। এই সৎকর্ম্ম বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে।

১৩। ভক্তের জন্য বিহিত উপাসনা পদ্ধতি সমূহের মধ্যে মনুষ্যের উপাসনাই শ্রেষ্ঠতম। বাস্তবিক যদি কোনরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মতে অবস্থানুযায়ী একটি, ছয়টি বা দ্বাদশটি দরিদ্রলোককে প্রত্যহ নিজগৃহে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিলে ভাল হয়। এইভাবে নারায়ণ পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা এবং ভারতের লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

১৪। "এই নিয়ে যা"—এ ভাবে দান বা দয়াধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় না, পরন্তু উহা হৃদয়ের অহঙ্কারের পরিচায়ক; উদ্দেশ্য, যেন জগৎ জানিতে পারে যে, তাহারা দয়া ধর্ম্ম করিতেছে। হিন্দুদের অবশ্য জানা উচিত যে, স্মৃতির মতে দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা হীনতর, গ্রহীতা তৎকালে স্বয়ং নারায়ণ সুতরাং এরূপ নূতন ধরণের পূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলে ভাল হয় যে, কতিপয় দরিদ্র, অন্ধ বা ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণকে প্রত্যহ প্রতিগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিমার যেরূপ পূজা করা হয়, সেইরূপ অশন বসন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা। পরদিবস আবার কতকগুলি লোককে লইয়া আসিয়া ঐরূপে পূজা করা।

১৫। আমাদের সকল কার্য্য—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সকলগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার ?

১৬। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায় ? মর্চ্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল। মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের ন্যায় মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি ? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস করে মরাটা ভাল নয় কি ?

১৭। অহংকে তুমি কি সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার ? প্রেমধর্ম্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকেই এই অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্ব্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই অল্পাধিক সময়ের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি ও অল্পাধিক স্বাস্থ্য-সম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হইল কি ? শরীর ত একদিন যাইবেই ! শরীরের ত আর নিত্যতা নাই। ধন্য তাহারা যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নাশ হয়।

১৮। জগতে কোনরূপ চিরস্থায়ী উপকার করা যাতে পারে নাই ; তাহা যদি করা যাইত, তাহা হইলে ইহা আর জগৎ থাকিত না। আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত্ত হইবে। আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য আবর্ত্তনশীল সুখদুঃখরাশিকে একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে না ; জগৎকে কি কোন সুখরাশি নিত্যকালের জন্য দেওয়া যাইতে পারে ? না, তাহা ত দেওয়া যাইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi